Year 12 | Issue 24
15 - 21 August 2025
বর্ষ ১২ | সংখ্যা ২৪
০২ ভাদ্র ১৪৩২
২০ সফর ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SPECIAL OFFER
* ISE B1 & SERU from £99.00.
* Free food safety and business advice for members
Eastend Training
* 75% discount on A2 & B1
Free theory test until 30th August 2025
EASTEND TRAINING
Unit 137, 75 Whitechapel Road
(First floor) London, E1 1DU
020 7096 1188 / 07539 316742
St.15/12

ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করে একলাফে ৭০০ পাউন্ড ভাড়া বৃদ্ধি

মন্ত্রিত্ব খোয়ালেন রুশনারা

- টিউলিপের পর রুশনারা আলীর বিদায়
- ইতি ঘটতে পারে রাজনৈতিক জীবনের

দেশ ডেস্ক, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে যুক্তরাজ্যের গৃহহীন বিষয়ক মন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী। নিজের মালিকানাধীন একটি টাউনহাউস থেকে ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ করে ভাড়া একলাফে ৭০০ পাউন্ড বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এর জেরে তোপের মুখে মন্ত্রীর পদ

থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

গত ৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ ডাউনিং স্ট্রিট তার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। খবর বিবিসির। সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনে নিজের বাসা থেকে চার ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদসহ বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। যা ইউকের ভাড়াটিয়া অধিকার আইনবিরোধী। এ নিয়ে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েন এমপি রুশনারা আলী।

তবে রুশনারা আলীর একজন মুখপাত্র জানান, তিনি সব সময় প্রাসঙ্গিক আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলেছেন। পদত্যাগপত্রেও তিনি এই দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি রুশনারা আলী। বাংলাদেশি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রীন এন্ড স্টেপনি আসনে ২০১০ সাল থেকে টানা এমপি নির্বাচিত হয়ে আসছেন তিনি।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে রুশনারা আলীর বিতর্কিত হওয়ার এটিই প্রথম ঘটনা নয়। এর আগেও তিনি বেশ কয়েকবার সমালোচনার মুখে পড়েন। গত বছরের অক্টোবরে গ্রেনফেল টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডের শিকার পরিবারগুলোর অভিযোগের মুখে তিনি -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সাঁড়াশি অভিযান

২৮০ ডেলিভারি রাইডার গ্রেপ্তার

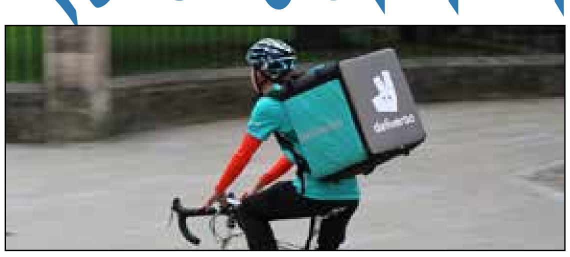

দেশ ডেস্ক, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: অবৈধ 'ডেলিভারি রাইডার' হিসেবে কাজ করা অভিবাসীদের গ্রেপ্তারে সপ্তাহব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেছে যুক্তরাজ্য। গত মাসে চালানো এই অভিযানে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। গত শনিবার (৯ আগস্ট) হোম অফিসের এক বিবৃতিতে অবৈধ রাইডারদের গ্রেপ্তারের এই তথ্য জানানো হয়েছে।

হোম অফিস বলেছে, ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা গত -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দুদকের পিপি

টিউলিপের বাংলাদেশী পাসপোর্ট রয়েছে

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : টিউলিপের বিরুদ্ধে দুদকের অভিযোগ, তিনি তার খালা শেখ হাসিনার শাসনামলে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অবৈধভাবে ঢাকার পূর্বাচল নিউ টাউন প্রকল্পে সরকারি প্লট অধিগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

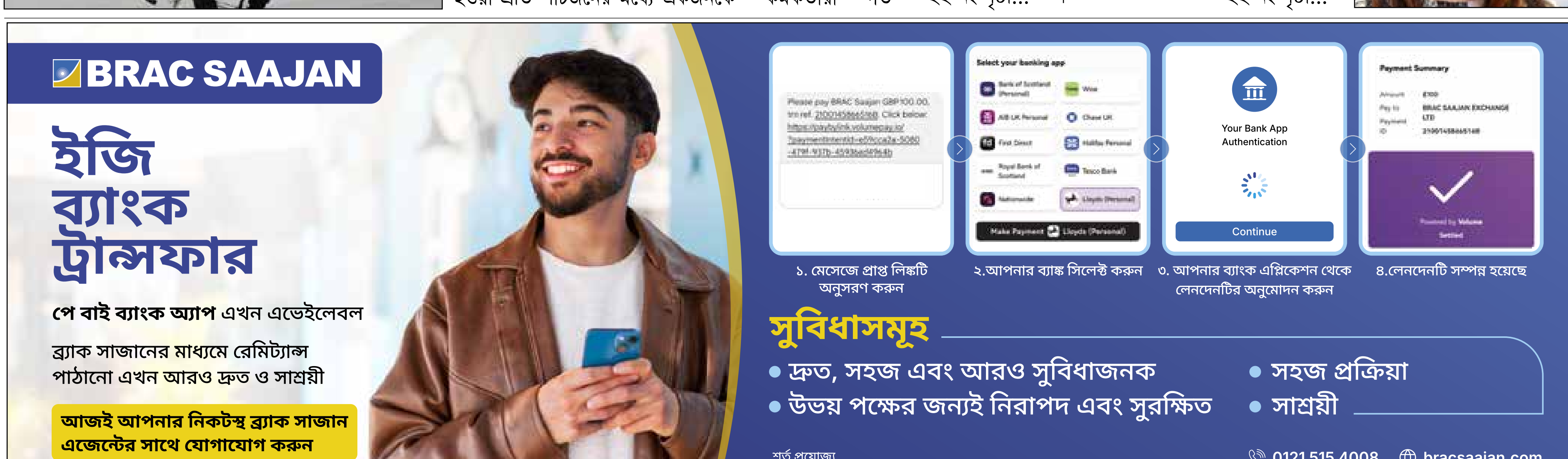

সিলেটে ১০ মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয়ে গড়ে ওঠছে এনআরবি হাসপাতাল

২৮ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ধাপের ফান্ডরেইজিং ডিনার

দেশ ডেস্ক, ৯ আগস্ট ২০২৫ : সিলেটের বালাগঞ্জের ওসমানীনগরে ১০ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে গড়ে ওঠছে ২৫০ শয্যার এনআরবি হাসপাতাল। পর্যায়ক্রমে সেখানে প্রতিষ্ঠা হবে মেডিকেল কলেজও। এই হাসপাতাল নির্মাণে ইতোমধ্যে ২.৫ মিলিয়ন পাউণ্ড সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বাকি অর্থ সংগ্রহণের জন্য ফান্ডরেইজিং অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৭টায় রমফোর্ডের দ্যা সিটি প্যাভেলিয়ান ভেনুতে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় ফান্ডরেইজিং ইভেন্ট । এতে প্রায় ১১শ অতিথি অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।

৮ আগস্ট শুক্রবার দুপুরে পূর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে হাসপাতালের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান আশা প্রকাশ করে বলেন, এটি হবে একটি মডেল হাসপাতাল । সুযোগ-সুবিধা থাকবে বিশ্বমানের। চিকিৎসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকবে, গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীরা এই হাসপতালে চিকিৎসা-সুবিধা নিতে ছুটে আসবেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, নির্মাণ কাজ শেষে ২০২৮ সালের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হবে বলে তিনি আশা করছেন ।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল প্রজেক্টের সিনিয়র প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর শফিকুল

ইসলাম শিকদার ও ব্রান্ডিং এন্ড মার্কেটিং ডাইরেক্টর আরাফ বিন তারেক ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে লুৎফুর রহমান বলেন, এনআরবি হাসপাতাল হবে একটি অত্যাধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল, যেখান থেকে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণের মৌলিক অধিকার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে । তিনি বলেন, আমরা কেবল একটি হাসপাতাল গড়ছি না, আমরা গড়ছি একটি ভবিষ্যৎ এবং একটি স্বপ্ন। এই হাসপাতাল হবে মানবসেবার একটি কেন্দ্রবিন্দু।

এই প্রকল্পটি প্রমাণ দিচ্ছে, কীভাবে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিশ্বব্যাপী তাদের প্রতিভা ও কষ্টে অর্জিত অর্থকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের জন্য একটি টেকসই হাসপাতালের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেন।

তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গুণীজন, চিকিৎসক থেকে শুরু করে আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সম্মানিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা। তাঁরা শুধু আর্থিকভাবে সাহায্যই নয়, বরং পেশাগত পরামর্শ, নেটওয়ার্কিং ও নেতৃত্ব দিয়ে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিচ্ছেন, এগিয়ে নিবেন এবং সফল করবেন । ইতিমধ্যে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী এই মহতী উদ্যোগে দান করে হাসপাতালের মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

জনাব লুৎফুর রহমান আরো জানান, আগামী ফান্ডরেইজিং ইভেন্টে আগ্রহীরা ১ হাজার পাউন্ড পরিশোধ করে ফাউন্ডার মেম্বার অথবা ৫০ হাজার পাউন্ড দিয়ে পেট্রন হতে পারবেন । এছাড়াও আরো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে হাসপাতালের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দানের অর্থ এককালীন অথবা ১ থেকে ৫ বছর মেয়াদের কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি স্তরের সঙ্গে থাকছে আজীবন স্বাস্থ্যসেবা, সম্মাননা ও পরিবারের জন্য বিশেষ সুযো-সুবিধা।

লুৎফুর রহমান বলেন, হাসপাতালের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ২৫০টি ইনপেশেন্ট বেড, ৫০টি আইসিইউ বেড, ১২টি অপারেশন থিয়েটার, আধুনিক টেলিমেডিসিন ও ডায়াগনস্টিক সুবিধা, একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট।

এর আগে প্রথম ধাপের তহবিল সংগ্রহে ওসমানী নগরের উমরপুর ও আশারকান্দি ইউনিয়নের অধিবাসী ১৫০ জন প্রবাসী দাতা সদস্য হিসেবে ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ওসমানী নগরে পাঁচ একর জমি অধিগ্রহণ করে শুরু হয়েছে আর্কিটেকচারাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনা।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে বহির্বিশ্বের সর্বস্তরের প্রবাসীদের প্রতি আহবান, আপনি বা আপনার পরিবার ও বন্ধু বান্ধব নিয়ে এই ইতিহাসের অংশ হোন। আপনার মাধ্যমে আরও অনেকে এই মহতী প্রচেষ্টায় অংশ নিতে পারেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রবাসী বাংলাদেশি হজযাত্রীদের জন্য

Since 1990

হজ লাইসেন্স নম্বর : ১৩১ । ১৯৯০ সালে অনুমোদিত । ওমরাহ লাইসেন্স নম্বর : ৪২৭

সিপার এয়ার সার্ভিস -এর আর্কষণীয় অফার

IATA Accredited Agent | Biman APPROVED | ATAB MEMBER

3/B Ananda Tower, North Jail Road, Sylhet, Bangladesh.
+880 1711 99 52 52, +880 1720 93 21 02
e-mail : shiperair@yahoo.com, www.shiperair.com

২০২৬ সালে যারা হজ যাবেন আগামী ১২ অক্টোবরের মধ্যে হজের রেজিস্ট্রেশন করে হজে যাওয়া নিশ্চিত করুন–

হজের বুকিং (রেজিস্ট্রেশন) করতে

১. বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি অথবা NID কপি অথবা বিদেশি পাসপোর্ট কপি ও বাংলাদেশি বার্থ সার্টিফিকেট কপি।
২. পাসপোর্ট সাইজ ১ কপি ছবি। ৩. রক্তের গ্রুপ। ৪. ৩০,০০০/- টাকা।

বি.দ্র. : অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা বদলি হজ করানো হয়

হজ ভিআইপি প্যাকেজ : ৫ তারকা হোটেল- দূরত্ব মক্কা ও মদিনায় ০ মিটার
A+ প্যাকেজ : স্টার মানের হোটেল, পায়ে হেঁটে মক্কায় ৭/৮ মিনিট ও মদিনায় ৪/৫ মিনিট
A প্যাকেজ : স্টার মানের হোটেল, পায়ে হেঁটে মক্কায় ১২/১৩ মিনিট ও মদিনায় ৭/৮ মিনিট
ইকোনমি প্যাকেজ : হোটেল, পায়ে হেঁটে মক্কায় ১৮/২০ মিনিট ও মদিনায় ১৪/১৫ মিনিট

• মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, জামারাহ যাতায়াত সম্পূর্ণ ট্রেন/বাস সার্ভিস। • মদিনা ভার্সিটির অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা ঐতিহাসিক স্থানসমূহ জিয়ারাহ।
• বাংলাদেশে ও সৌদি আরবে অভিজ্ঞ আলেম, ইমাম ও খতিব দ্বারা হজের নিয়ম কানুন সম্মন্ধে আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর। • সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, রাতের খাবার।

সিলেট থেকে সরাসরি ফ্লাইটে সৌদি আরব, হজের পরে সৌদি আরব থেকে সরাসরি সিলেট অথবা অন্য যেকোনো এয়ারপোর্টে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 12 | Issue 24 | 15 - 21 August 2025

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

গাজায় ইসরাইলী হামলা বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ

পার্লামেন্ট স্কয়ারে ৪৬৬ জন গ্রেপ্তার

দেশ ডেস্ক, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: লন্ডনে 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন' সমর্থনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ থেকে শত শত মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মাসে ব্রিটিশ সরকার সংগঠনটিকে "সন্ত্রাসী সংগঠন" হিসেবে ঘোষণা করেছিল। গত শনিবার (৯ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, "প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন" করার অভিযোগে শনিবার স্থানীয় সময় রাত ৯টার মধ্যে পার্লামেন্ট স্কয়ার এলাকা থেকে অন্তত ৪৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে এক পোস্টে পুলিশ জানিয়েছিল, "যত সময় লাগুক, প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থনকারী যে কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে।"

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা স্কয়ারে বসে হাতে "আমি গণহত্যার বিরোধী, আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করি" লেখা প্ল্যাকার্ড ধরে আছেন, সেখান থেকে পুলিশ তাদের সরিয়ে নিচ্ছে।

প্রতিবাদের আয়োজক সংগঠন 'ডিফেন্ড আওয়ার জুরিস' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানায়, "মানুষ গাজায় গণহত্যা ও প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

বাংলাদেশি ও পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে ছাড়

বিচারের আগেই ভারতীয়দের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত ব্রিটেনের

-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদ বিক্রি হচ্ছে

তিন শতাধিক বাড়ি ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্ট, মূল্য ১৭ কোটি পাউন্ড

দেশ ডেস্ক ডেস্ক, ১৫ আগস্ট ২০২৫ : যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের একটি অংশ বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব সম্পদ বিক্রি করে তার দায়দেনা পরিশোধ করা হবে।

তার বিরুদ্ধে এর আগে ব্রিটেনে অর্থপাচারের অভিযোগ আনা হয়। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান শুরু করার পর যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামানের সম্পদের সাম্রাজ্যের বিষয়টি উন্মোচিত হয়। যুক্তরাজ্যে তার তিন শতাধিক বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে যার মূল্য ১৭ কোটি পাউন্ড।

সোমবার ব্রিটিশ দৈনিক টেলিগ্রাফ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাইফুজ্জামানের মালিকানাধীন ছয়টি আবাসন কোম্পানি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় (এডমিনিস্ট্রেশন) চলে গেছে। এসব কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে সাইফুজ্জামানের বিভিন্ন সম্পদ পরিচালিত হতো।

টেলিগ্রাফ বলেছে, বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান শুরু করার -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

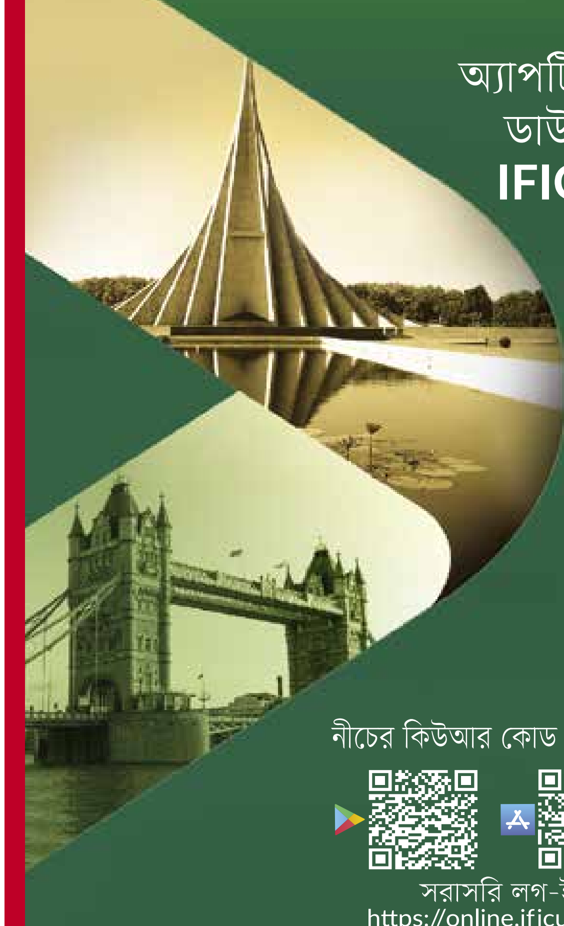

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

প্রধানমন্ত্রী পদে এক ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের বেশি চান না ৮৯ শতাংশ মানুষ: সুজন

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী পদে এক ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের বেশি চান না ৮৯ শতাংশ মানুষ। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও দলীয় প্রধানের পদে যাতে আগামীতে একই ব্যক্তি আসতে না পারেন, সেই বিধান চান ৮৭ শতাংশ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর জনমত জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে জনমত যাচাইয়ের তথ্য তুলে ধরা হয়। চলতি বছরের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত জরিপটি চালানো হয়। সারা দেশে এক হাজার ৩৭৩ জনের মতামত নেয়া হয় এবং ১৫টি নাগরিক সংলাপ হয়। অন্যদিকে, ৭১ শতাংশ মানুষ উচ্চকক্ষে সংখ্যানুপাতিক

প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে আসন বণ্টন চান। জরিপে অংশ নেয়া ৬৯ শতাংশ মানুষ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে মত দিয়েছেন। ঘূর্ণমান পদ্ধতিতে নিম্নকক্ষে নারী আসন সংরক্ষণের পক্ষে ৬৩ শতাংশ ও উচ্চকক্ষে নারীদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের পক্ষে ৬৯ শতাংশ মানুষ একমত বলে ওই জরিপে উঠে আসে।

বিরোধী দল থেকে নিম্নকক্ষে একজন ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন ৮৬ শতাংশ মানুষ। উচ্চকক্ষে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার চান ৮২ শতাংশ মানুষ। জরিপে অংশ নেয়া ৯২ শতাংশ মানুষ মনে করেন, চি্িত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দলের সদস্য হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত। সংবাদ সম্মেলনে সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'বিদ্যমান পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচার হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে।' যে কারণে এই ব্যবস্থা পরিবর্তন হওয়া দরকার বলেও মনে করেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

ধুঁকছে বিমান, এক মাসে ত্রুটির কবলে ৯ উড়োজাহাজ

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একের পর এক উড়োজাহাজে ধরা পড়ছে যান্ত্রিক ত্রুটি। গত এক মাসে অন্তত ১৫টি উড়োজাহাজে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। এর মধ্যে গত দু'দিনেই ত্রুটির কারণে বাতিল করা হয় অন্তত চারটি ফ্লাইট। কোনোটির ডানার ফ্ল্যাপে ত্রুটি, ইঞ্জিনে অতিরিক্ত কম্পন, কেবিনে অতিরিক্ত তাপ, টয়লেটের ফ্ল্যাশ নষ্ট, কোনোটির আবার ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা হচ্ছে না বন্ধ। এসব ত্রুটির কারণে একের পর এক ফ্লাইট বিলম্ব, বাতিল হওয়াসহ নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে যাত্রী ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করেছে। ইতালির রোমে ড্রিমলাইনারের ডানার ফ্ল্যাপ ত্রুটির কারণে তিন দিন ধরে ২৬২ জন যাত্রী ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। ফ্লাইট বিলম্বের কারণে যাত্রীদের হোটেলে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো ফ্লাইটের ব্যবস্থা না করায় হোটেলেই অবস্থান করতে হচ্ছে তাদের। অনেক যাত্রীই জরুরি প্রয়োজনে দেশে আসার কথা থাকলেও হোটেল রুমে তারা অলস সময় কাটিয়ে ক্ষোভ ঝাড়ছেন বিমান বাংলাদেশের ওপর। আর রোম বিমান বন্দরে অতিরিক্ত অবস্থানের কারণে বিমানকে গুনতে হবে বাড়তি টাকাও। এর ফলে শিডিউল বিপর্যয়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও বিমানের নিরাপত্তার মান ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, যেভাবে ঘন ঘন বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি দেখা দিচ্ছে উড়োজাহাজে এটি বড় কোনো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বিমানের প্রকৌশল বিভাগের দায়সারা কাজের জন্যও এমনটি হতে পারে। সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ না করা, পার্টসের কার্যকারিতা আগেই

শেষ হয়ে যাওয়া, বেশি পুরোনো উড়োজাহাজ দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনার কারণে এমনটি হতে পারে। তাই বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ছাড়া এসব ত্রুটির কারণে যেভাবে যাত্রী ভোগান্তি বাড়ছে বিমানের ভাবমূর্তি রক্ষা করাই এখন চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিমানের বহরে মোট ২১টি উড়োজাহাজ রয়েছে, যার মধ্যে ১৬টি বোয়িং। এগুলোর মধ্যে ছয়টি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার, চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ছয়টি ন্যারোবডি বোয়িং ৭৩৭। এ ছাড়া স্বল্প দূরত্বের রুটে চলাচলের জন্য বহরে পাঁচটি ড্যাশ-৮০০ উড়োজাহাজ রয়েছে। তবে এসব উড়োজাহাজের বড় একটি অংশ প্রায়ই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হয়ে থাকে। এতে উড়োজাহাজের সংকট দেখা দিয়েছে। কোনো উড়োজাহাজ মেরামতের পর উড্ডয়ন করছে আবার কোনোটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে নিয়মিত শিডিউল বিপর্যয় ও ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা ঘটছে।

গতকালও বাতিল হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-কুয়েত ও ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই রুটের দু'টি ফ্লাইট। বিমান সূত্র জানিয়েছে, গতকাল ঢাকা-কুয়েত ও দুবাই রুটের উভয় ফ্লাইটই বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার দিয়ে পরিচালনার কথা ছিল। কিন্তু উড়োজাহাজের সংকটে বিকল ৩টা ৪৫ মিনিটের ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি ৩৪৩ ফ্লাইট এবং বিকাল ৫টা ৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট দুটিই বাতিল করতে হয়েছে।

বিমানের সূত্রগুলো বলছে, গত এক মাসে উড্ডয়নের আগে-পরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অন্তত ১৫টি উড়োজাহাজে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। মে মাসে কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে শিশুসহ ৭১ যাত্রী যাত্রা করেছিল একটি উড়োজাহাজ। উড়ার পরপরই এর বামদিকের ল্যান্ডিং গিয়ারের একটি চাকা খুলে যায়। বিমানটির প্রকৌশল বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বিয়ারিং কাজ না করার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। পরে ক্যাপ্টেনের দক্ষতায় সেটি ঢাকায় নিরাপদে অবতরণ করে। এ ছাড়া সর্বশেষ গত ৩০ দিনে ঢাকাসহ আবুধাবী, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুর রুটের একাধিক আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে মাঝ আকাশে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোথাও টয়লেটের ফ্লাশ বিকল হয়ে ফেরত আসতে হয়েছে, কোথাও ইঞ্জিনে ত্রুটি ধরা পড়ে জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে। কিছু ফ্লাইট যাত্রা শুরু করার পরই মিয়ানমার বা ভারতের আকাশ থেকে ফিরে আসে, আবার কিছু ফ্লাইট উড্ডয়নের আগে রানওয়েতে আটকে যায়। এর ফলে শত শত যাত্রীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমান বন্দরে অপেক্ষা করতে হয়েছে, অনেকের সংযোগ ফ্লাইট মিস হয়েছে, কেউ কেউ গন্তব্যে যেতে পারেননি। অভিযোগ উঠেছে, বিমানের হ্যাঙ্গারে কর্মরত প্রকৌশলীরা উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষণে দায়সারা কাজ করছেন। নির্ধারিত 'চেক' ও 'সার্ভিসিং' সঠিকভাবে না হওয়া, অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর ঘাটতি এবং যন্ত্রাংশের অভাবে ত্রুটি বেড়ে চলছে। একের পর এক যান্ত্রিক ত্রুটির ঘটনায় চলতি মাসে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে যেকোনো উড়োজাহাজ উড্ডয়নের আগে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সর্বশেষ গত রোববার বিমানের প্রকৌশল বিভাগের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন এয়ারলাইন্সটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। কিন্তু এসব বৈঠক ও জরুরি নির্দেশনা কোনো কাজে আসছে না।

১০ই আগস্ট রোমে ডানার ফ্লাপ বিকল হওয়ার সমস্যা শেষ হতে না হতে পরদিন সোমবার ড্যাস-৮ মডেলের একটি উড়োজাহাজের কেবিনের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ২০ মিনিট উড়ে ঢাকায় ফিরে আসে চট্টগ্রামগামী একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট। পরে যাত্রীদের অন্য একটি উড়োজাহাজে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। এ দু'টি ঘটনা ছাড়াও চলতি আগস্ট মাসে আরও তিনটি উড়োজাহাজে যান্ত্রিক ত্রুটিতে পড়ে বিমান। ৬ই আগস্ট ব্যাংককগামী একটি বোয়িং ৭৩৭ ইঞ্জিনে অতিরিক্ত কম্পন অনুভূত হওয়ায় মিয়ানমারের আকাশ থেকে ফিরে আসে। ৭ই আগস্ট আবুধাবীগামী একটি বোয়িং তিনটি টয়লেটের ফ্লাশ বিকল হওয়ায় ১ ঘণ্টা উড়ে ঢাকায় ফিরে আসে। ৯ই আগস্ট সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমান বন্দরে পৌঁছানোর পর একটি বোয়িংয়ে সমস্যা দেখা দিলে তা সারিয়ে ২ ঘণ্টা বিলম্বে ঢাকায় ফেরানো হয়। বিমানের প্রকৌশল বিভাগের তথ্য বলছে, ৬ই আগস্ট মিয়ানমারের আকাশ থেকে ফিরে আসা ব্যাংককগামী বোয়িং ৭৩৭ উড়োজাহাজটি প্রায় আট মাস হ্যাঙ্গারে রেখে মেরামত করা হয়েছিল। গত জুলাই মাসেও বিমানের উড়োজাহাজে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে। ১৬ই জুলাই দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে 'চাকায় ত্রুটি'র কারণে একটি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার গ্রাউন্ডেড হয়, যা মেরামতের পর ৩০ ঘণ্টা বিলম্বে দেশে ফেরে। ২৪শে জুলাই দুবাই থেকে আসা আরেকটি ড্রিমলাইনারের ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা ঠিকভাবে বন্ধ না হওয়ায় সেটি চট্টগ্রামে ফিরে আসে এবং ত্রুটি সারিয়ে ২ ঘণ্টা পর আবার ঢাকায় যায়। ২৮শে জুলাই দাম্মামগামী একটি বোয়িং ৭৭৭-ইআর কেবিন প্রেশারের ত্রুটির সংকেত পেয়ে ঢাকায় ফিরে আসে, পরে যাত্রীদের অন্য উড়োজাহাজে পাঠানো হয়। ৩০শে জুলাই শারজা বিমান বন্দরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে একটি বোয়িং ৭৩৭ ছয় ঘণ্টা আটকে থাকে।

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফ্লাইট পরিচালনা শেষে পাইলটরা টেকনিক্যাল সব সমস্যার কথা লিখে রাখেন। সেগুলো রেক্টিফাই করা ও পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য এয়ারক্রাফট সঠিকভাবে প্রস্তুত রাখা ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের দায়িত্ব। মেরামত করেই উড়োজাহাজটি পাইলটকে বুঝিয়ে দিতে হয়। বিমানের সাম্প্রতিক ধারাবাহিক যান্ত্রিক ত্রুটিগুলো কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং এটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যবস্থার প্রতিফলন। তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বহরের উড়োজাহাজগুলো নিয়মিত ও পূর্ণাঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষার আওতায় না আসায় ছোটখাটো কারিগরি সমস্যা সময়মতো ধরা পড়ছে না। ফলে এসব ত্রুটি ধীরে ধীরে জটিল আকার ধারণ করে উড্ডয়ন-নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না, যা শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, যাত্রীদের জীবনহানির ঝুঁকিও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ বি এম রওশন কবীর বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। এ জন্য ফ্লাইট বিলম্ব হয়েছে। যাত্রীদের কিছুটা অসন্তুষ্টি তো আছেই। আমাদের প্রকৌশলীরা দিনরাত পরিশ্রম করছেন। তারা অনুসন্ধানও করেছেন কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তবে প্রতিটা সমস্যাই আলাদা সমস্যা। একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নাই। যখনি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ছে সেটি সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা হচ্ছে। হ্যাঙারে নেয়া হচ্ছে বা কোথাও গ্রাউন্ডেড হচ্ছে। এজন্য ফ্লাইট বিলম্বিত হচ্ছে এবং অন্য এয়ারক্রাফটগুলোর ওপর চাপ পড়ছে।

dragon security
SIA সিকিউরিটি লাইসেন্স করতে চান?
আপনি কি সিকিউরিটি কোর্স এবং লাইসেন্স করতে চান?
Classroom based with E-learning (ACT)
প্রত্যেক সপ্তাহে সার্টিফাইড ক্লাশ, আর দেরী নয়, আজই বুকিং দিন!
DOOR SUPERVISION (SIA)
CCTV SURVEILLANCE (SIA)
SECURITY GUARD (SIA)
SIA TOP-UP REFRESHER
CSCS CARD
Head Office: Room 207
2-4 Commercial Street (2nd Floor)
London E1 6LP
(Nearest Train Station: Aldgate East, Liverpool Street and Fenchurch Street Station)
Book & Pay online
www.dragon-security.com
Email : info@dragon-security.com
Tel : 0208 127 1770, 0776 9063 939
WHITECHAPEL | FOREST GATE | SOUTHALL | WEMBLEY | SLOUGH | LUTON
15 years of experience within the private security industry
TERMS & CONDITION APPLY

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship.
Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

সুষ্ঠু ভোটের গ্যারান্টি না থাকলে নির্বাচন ‘চায় না’ ইসলামী আন্দোলন

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : সুষ্ঠু ভোটের গ্যারান্টি না থাকলে নির্বাচন না দিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) কাছে দাবি জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাত শেষে সাংবাদিকদের

এই কথা জানান তিনি।

এ সময় গাজী আতাউর মন্তব্য করেন, সংখ্যানুপাতিক বা পিআর পদ্ধতিতে হলে যে কোনো সময় নির্বাচনে রাজি তার দল। জুলাই সনদ দেওয়ার আগেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ৭ দফা দাবি সিইসিকে তুলে দেয় ইসলামী আন্দোলনের ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

গাজী আতাউর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ‘সুষ্ঠু ভোটের গ্যারান্টি না থাকলে নির্বাচন না দেওয়ার দাবি জানিয়েছি সিইসিকে। নয়তো বিগত সিইসিদের মতো পরিণতি হবে।

অবশ্যই জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হতে হবে। যেনতেন নির্বাচন নয়। কোনো দলকে একতরফা সুযোগ দেওয়া যাবে না।’

পিআর পদ্ধতি না মানলে আন্দোলন: জামায়াতপিআর পদ্ধতি না মানলে আন্দোলন: জামায়াত

সিইসিকে সুষ্ঠু নির্বাচনের বার্তা দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচন যাতে জুলাই সনদের ভিত্তিতে হয়। বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে। স্থানীয় নির্বাচনের আইন নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেই। জুলাই সনদের আগেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে প্রধান উপদেষ্টা সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।’

পিআর এখন গণদাবি মন্তব্য করে গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করবো। সংসদের নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আগে হতে হবে। পরিবেশের উপর নির্ভর করবে ইসলামী আন্দোলন নির্বাচনে যাবে, কি যাবে না। নির্বাচন ডিসেম্বরেও হতে পারে, পিআর পদ্ধতিতে হলে যেকোনো সময় নির্বাচনে রাজি ইসলামী আন্দোলন।’

গত ৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়ার কথা জানান। এরপর নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে নির্বাচন কমিশন। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া এরই মধ্যে শুরু হয়েছে।

বিএনপি নির্বাচনের সময় ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। আর জামায়াত বলছে, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

হাসিনার পক্ষে লড়তে পান্নার আবেদন, ট্রাইব্যুনালের ‘না’

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হতে আবেদন করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। তবে আইনসঙ্গত না হওয়ার কারণে আবেদনটি গ্রহণ করেননি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। মঙ্গলবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল-১ এই আবেদন গ্রহণ না করে এ সিদ্ধান্ত জানান। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আইনজীবী জেড আই খান পান্নার পক্ষে এদিন ট্রাইব্যুনালে আবেদনটি উত্থাপন করেন এডভোকেট আসাদুজ্জামান বাবু। তার সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী নাজনীন নাহার। শুরুতেই আইনজীবী নাজনীন নাহার আদালতকে বলেন, জেড আই খান পান্না আজকে এখানে আসতে পারেননি। তিনি শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ পেতে চান। তখন ট্রাইব্যুনাল বলেন, শেখ হাসিনার পক্ষে স্টেট ডিফেন্স (রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী) ইতিমধ্যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এটা ওভার (শেষ)। উনি সিভি দিলে অন্য মামলায় তাকে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি দেখবেন ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনাল আরও বলেন, তিনি প্রসিডিওর ভালো করেই জানেন। যে মামলায় আসামি উপস্থিত নাই, এমন পার্টিকুলার মামলায় আসবেন কেন? তা ছাড়া এ মামলায় যখন ডিফেন্স নিয়োগ

দেয়া হচ্ছিল, পলাতক আসামিদের পক্ষে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি, তখন তিনি এসে বলতে পারতেন। তখন বিবেচনা করা যেত কাকে নিয়োগ দেয়া হবে। ট্রাইব্যুনাল বলেন, ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশন মাস্টারকে বলে ট্রেনে ওঠার সুযোগ নেই। পরে আইনজীবী নাজনীন নাহার ট্রাইব্যুনালকে বলেন, শেখ হাসিনার পক্ষে যাকে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাকে সহযোগিতা করতে চান জেড আই খান পান্না। ট্রাইব্যুনাল এই আবেদনও গ্রহণ করেননি।

পরে আসাদুজ্জামান বাবু বলেন, এই মামলায় শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হতে ইচ্ছুক প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। তিনি অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে আমি ট্রাইব্যুনালে আবেদনটি করি। কিন্তু আবেদনটি ট্রাইব্যুনাল গ্রহণই করেননি। তবে বিচারের এই পর্যায়ে এসে আবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটি পান্না স্যারই বলতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম বলেন, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে নিয়োগের আবেদন নিয়ে প্রসিকিউশনে আসলে, তাকে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার পরামর্শ দেয় প্রসিকিউশন। কিন্তু আজকে ট্রাইব্যুনালও তাদের আবেদন গ্রহণ করেননি। ট্রাইব্যুনাল বিচারের এই পর্যায়ে আবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের আবেদন গ্রহণ করেননি।

নির্বাচনী দায়িত্বে সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা বাড়ছে

ঢাকা, ১২ আগস্ট : নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) ‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থা’র সংজ্ঞায় ‘সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনী’ যুক্ত করার প্রস্তাব চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আইনে এটি যুক্ত হলে তিন বাহিনীকে নির্বাচনী দায়িত্ব দিতে আলাদা কোনো আদেশের প্রয়োজন হবে না। এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও পুলিশের মতো ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পাবেন।

গতকাল সোমবার ইসির বৈঠকে আরপিও সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। সেখানে সশস্ত্র বাহিনীকে সংজ্ঞাভুক্ত করা ছাড়াও কোনো আসনে একক প্রার্থী থাকলে ‘না’ ভোটের ব্যবস্থা রাখা, ভোট বন্ধে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের শাস্তির বিধান স্পষ্ট করা, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার সম্পর্কিত সব বিধান বাদ দেওয়াসহ আরও কিছু প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। তবে এগুলো আইনে অন্তর্ভুক্ত হবে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করার পর।

গতকাল ইসির বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সাংবাদিকদের কাছে ইসির সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরেন। গত বৃহস্পতিবার আরপিওর সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক করেছিল ইসি। সেদিন আলোচনা মুলতবি করা হয়। গতকাল সকাল থেকে শুরু হয় মুলতবি আলোচনা। সন্ধ্যা সাতটার দিকে বৈঠক শেষ হয়। সশস্ত্র বাহিনীকে সংজ্ঞাভুক্ত করাসহ আরপিওতে বেশ কিছু সংশোধনী আনার সুপারিশ করেছিল নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। তবে কমিশনের সব সুপারিশ হুবহু রাখা হয়নি।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, ঐকমত্যের বিষয়

জড়িত নয়, এমন বিষয়গুলো নিয়ে গতকাল ইসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে আরপিও-সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিধান আসতে পারে, ইসি সবটা বিবেচনায় রাখছে। ইসি আশা করছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আরপিও সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া চূড়ান্ত করে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিতে পারবে। এ ছাড়া ঐকমত্য কমিশনের কোনো সিদ্ধান্ত এলে এবং ইসিকে অনুরোধ করা হলে সেটা সংশোধনীর জন্য উপস্থাপন করা হবে।

সাধারণত নির্বাচনী আইন সংশোধনের আগে ইসি একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে। তারপর আইন মন্ত্রণালয় তা ভেটিং করে। পরে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিসভা অনুমোদন করার পর সংসদে বিল তোলা হয়। তবে সব সময় ইসি যেভাবে প্রস্তাব করে সেভাবেই আইন পাস হয়, তা নয়। মন্ত্রিসভা বা সংসদ এখানে পরিবর্তন আনতে পারে। এখন সংসদ না থাকায় ইসির প্রস্তাব যাবে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে। পরে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। কতটুকু সংশোধনী আসবে, তা মূলত নির্ভর করবে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যে পরিবর্তন আসবে

ইসির কর্মকর্তারা জানান, আরপিওতে ২০০১ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনী যুক্ত করা হয়েছিল। এই বিধান ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০৯ সালে এটি বাদ দেওয়া হয়। আইনে সশস্ত্র বাহিনী সংজ্ঞাভুক্ত না থাকলে নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। গত তিনটি জাতীয় নির্বাচনের আগে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপে অনেকেই সশস্ত্র বাহিনীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন।

বিদ্যমান আইনে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় বলা আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ন আনসার, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্টগার্ড বাহিনী।

আরপিওর ৮৭ নম্বর ধারায় আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর ক্ষমতার বিষয়ে বলা আছে। এই আইন অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তা না হলেও নির্বাচনসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত ‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থার’ কোনো সদস্য ভোটের দিন ভোটকেন্দ্র বা ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্বাচনী অপরাধের জন্য বা শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারেন। ইসি যেভাবে প্রস্তাব তৈরি করেছে, সেভাবে আইনে সংশোধনে এলে সশস্ত্র বাহিনীও নির্বাচনের সময় এসব ক্ষমতা পাবে।

আইনে সংজ্ঞাভুক্ত না থাকলেও নবম সংসদের পরে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনগুলোতেও সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। সেটা করা হয়েছিল ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’-এর (বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে) আওতায়। এভাবে মোতায়েন করা হলে তাঁরা মূলত স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলা আদালতে শাহজালালের স্বীকারোক্তি

ঢাকা, ১২ আগস্ট : সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া সাত আসামিকে দুইদিনের রিমান্ড শেষে আদালতে হাজির করা হয়েছে। গত ১১ আগস্ট দুপুরে আদালতে আসামি শাহজালাল হত্যার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। পরে রিমান্ডে থাকা সাতজনকেই জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই দুলাল চন্দ্র দাস জানান, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বাসন থানায় রিমান্ডে থাকার সময়ে জিজ্ঞাসাবাদে তারা তুহিনকে হত্যার বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। এ ছাড়া আসামিদের মধ্য থেকে একজন ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

অন্যদিকে, নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের মরদেহের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে পুলিশ। রোববার রাতে ওই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তির গলা, ঘাড়, বুক, পিঠ ও হাতে ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর ৯টি গভীর আঘাতের চি□ পাওয়া গেছে।

নিহত আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৮) দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুর প্রতিনিধি ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা নগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ থেকে শনাক্ত করে এ

পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে, তুহিন হত্যা মামলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাতজনকে গ্রেপ্তারের পর শনিবার দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরের হলরুমে এ বিষয়ে এক প্রেস ব্রিফিং করেন জিএমপি কমিশনার ড. নাজমুল করিম খান। বিকালে তাদেরকে গাজীপুরের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর আল মামুনের আদালতে হাজির করে ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি শেষে প্রত্যেকের দুইদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এরপরই তাদের রিমান্ডে নেয়া হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো- মিজান ওরফে কেটু মিজান ও তার স্ত্রী পারুল আক্তার ওরফে গোলাপি, আল-আমীন, স্বাধীন, মো. শাহজালাল, মো. ফয়সাল হাসান, সুমন ওরফে সাব্বির।

আন্দোলনকারীদের ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা

ঢাকা, ১২ আগস্ট : আন্দোলনকারীদের ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তুল ইসলাম। তাঁর এই বক্তব্যের সপক্ষে শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামালের টেলিফোন কথোপকথন (অডিও রেকর্ডের লিখিত রূপ) তুলে ধরেন।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ছয়জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গতকাল সোমবার সূচনা বক্তব্য দেন চিফ প্রসিকিউটর। তাঁর বক্তব্যে ওই অডিও রেকর্ডের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে অডিও রেকর্ডে কী আছে, তা ট্রাইব্যুনালে পড়ে শোনান তিনি।

শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে মাকসুদ কামালের কথা হয়েছিল গত বছরের ১৪ জুলাই। ওই কথোপকথনের বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, সেদিন মাকসুদ কামাল বলেছেন, ‘প্রত্যেক হল থেকে তো ছেলেমেয়েরা তালা ভেঙে বের হয়ে গেছে। এখন তারা রাজু ভাস্কর্যে, চার-পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে জমা হইছে। মল চত্বরে জমা হয়েছে এবং যেকোনো মুহূর্তে আমার বাসাও অ্যাটাক (আক্রমণ) করতে পারে।’

এরপর শেখ হাসিনা বলেন, ‘তোমার বাসা প্রটেকশনের (সুরক্ষার) কথা বলে দিছি।’ তখন মাকসুদ কামাল বলেন, ‘জি জি।’ এরপর শেখ হাসিনা বলেন, ‘আগে একবার করছে...।’

পরে মাকসুদ কামাল বলেন, ‘ওই রকম একটা প্রস্তুতি...লাঠিসোঁটা নিয়ে বের হইছে।’

এ সময় শেখ হাসিনা বলেন, ‘লাঠিসোঁটা নিয়ে বের হলে হবে না, আমি পুলিশ এবং বিডিআর হয়ে বিজিবি আর...বলছি খুব অ্যালার্ট (সতর্ক) থাকতে এবং তারা রাজাকার হইতে চাইছে তো, তাদের সবাই রাজাকার। কী আশ্চর্য কোন দেশে বসবাস করি।’

জবাবে মাকসুদ কামাল বলেন, ‘জি জ্বিবলতেছে আমরা সবাই রাজাকার।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘তো রাজাকারের তো ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও তাই করব। একটাও ছাড়ব না, আমি বলে দিছি। এই এত দিন ধরে আমরা কিন্তু বলিনি, ধৈর্য ধরছি, তারা আবার বাড়ছে।’

এরপর মাকসুদ কামাল বলেন, ‘বেশি বেড়ে গেছে এবং অতিরিক্ত বেড়ে গেছে, অতিরিক্ত...। আপা একটু ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাটা আরেকটু বাড়ানো...। আর আমার বাসার ওইখানেও...।’

তখন শেখ হাসিনা বলেন, ‘ক্যাম্পাসের...ব্যবস্থা করছি, সমস্ত ক্যাম্পাসেবিজিবি, র‍্যাব এবং পুলিশ–সব রকম ব্যবস্থা হইছে। তোমার বাসার ভেতরে লোক রাখতে বলছি। ভেতরে কিছু রাখা আছে...এত বাড়াবাড়ি ভালো না।’

‘বহিষ্কার করব ইউনিভার্সিটি থেকে’

শেখ হাসিনা ও মাকসুদ কামালের কথোপকথনের পুরোটাই সূচনা বক্তব্যে পাঠ করেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সেদিন মাকসুদ কামাল আরও বলেছিলেন, ‘বিজয় একাত্তর হলে

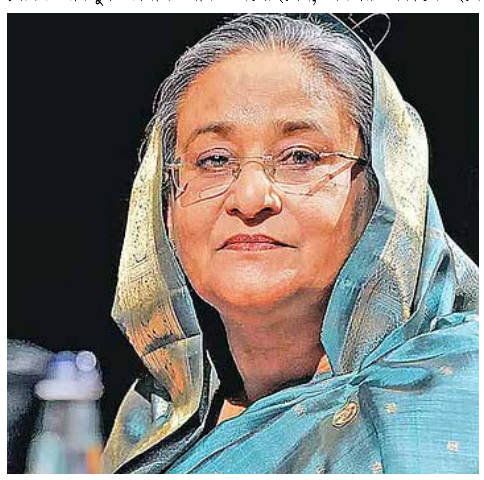

ছাত্রলীগের ছেলেদেরকে মেরেছে। আরও দু-একটা হলে একই কাজ করেছে। ছাত্রলীগের ছেলেপেলে সাদ্দাম (এখন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সভাপতি), ইনান (নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক), শয়ন (নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি) ওরা আমার বাসায় ছিল সন্ধ্যা থেকে। আমি খবর পাচ্ছিলাম, ওদেরকে আমি ডেকে নিয়ে আসছি, ওরাও আসছে। ওদের সাথে বসে ওদের হলে হলে যেন ছাত্রলীগকে সংঘবদ্ধ রাখে এবং ঢাকা উত্তর, দক্ষিণকে যেন খবর দেয়। এগুলা করতে করতেই হাজার হাজার ছেলেমেয়ে একত্র হয়ে গেছে।’

এরপর শেখ হাসিনা বলেন, ‘কোন দেশে বাস করি আমরা। এদেরকে বাড়তে বাড়তে তো...রাজাকারদের কী অবস্থা হয়েছে দেখিস নাই, সবগুলাকে ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও ছাড়ব না।’

তখন মাকসুদ কামাল বলেন, ‘হ্যাঁ, এবার এই ঝামেলাটা যাক, এরপরে আমিও নিজে ধরে ধরে যারা এই অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, মেইন যারা আছে, এদের বহিষ্কার করব ইউনিভার্সিটি থেকে।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘সব এইগুলাকে বাইর করে দিতে হবে...আমি বলে দিচ্ছি আজকে সহ্য করার পরে অ্যারেস্ট (গ্রেপ্তার) করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে...কারণ ইংল্যান্ডে এ রকম ছাত্ররাজনীতির জন্য মাঠে নামল, কতগুলি মেরে ফেলায় দিল না?’

জবাবে মাকসুদ কামাল বলেন, ‘জি জি জি।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘ওই অ্যাকশন না নেওয়া ছাড়া উপায় নাই। আমরা এত বেশি সহনশীলতা দেখাই আজ এত দূর পর্যন্ত আসছে।’

এরপর মাকসুদ কামাল বলেন, ‘এটা তো...আমরাও তো সহনশীলতা...আমি ছাত্রলীগকে বলছি যে তোমরা কোনো ধরনের ইয়ে করতে যাইও না। যেহেতু আদালতের বিষয়, আদালত নিষপত্তি করবে।’

জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, ‘না, এ আদালত হবে না, আবার ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিছে।’

তখন মাকসুদ কামাল বলেন, ‘আবার রাষ্ট্রপতিকে কেউ এই রকম বলে যে ২৪ ঘণ্টার রাষ্ট্রপতিকে কেউ আলটিমেটাম দেয় একটা দেশে।’

এরপর শেখ হাসিনা বলেন, ‘রাষ্ট্রপতিকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিচ্ছে...বেয়াদবির একটা সীমা থাকে!’

মাকসুদ কামাল বলেন, ‘আপা, আমি আপনাকে যদি অন্য কোনো খারাপের দিকে যায়, আমি আবার একটু জানাব। কিন্তু রাতের বেলা জানাব না, হয়তোবা আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যে হলে জানাব।’

তখন শেখ হাসিনা বলেন, ‘কোনো অসুবিধা নাই...আমি আমি সব সময়ই ফ্রি।’

মাকসুদ কামাল বলেন, ‘জি জি জি, ামুআলাইকুম।’

‘সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ’

শেখ হাসিনা ও মাকসুদ কামালের কথোপকথনের বিষয়টি তুলে ধরার পর চিফ প্রসিকিউটর তাঁর সূচনা বক্তব্যে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তৎকালীন কমিশনার হাবিবুর রহমানের বেতার বার্তাও (পুলিশের ওয়্যারলেসে দেওয়া) হুবহু পড়ে শোনান। তিনি বলেন, গত বছরের ১৮ জুলাই বেতার বার্তায় হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমাদের সকল অফিসার যে যেখানে আছেন ডিউটি করছেন আমাদের নিজের জীবন-সম্পদ রক্ষা, অফিস-আদালত রক্ষা, জনগণের জীবন-সম্পদ রক্ষা করার জন্য আপনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

একের পর এক গণপিটুনি, ১০ দিনে নিহত ৯

ঢাকা, ১২ আগস্ট : দেশে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি আগস্ট মাসের প্রথম ১০ দিনে দেশে অন্তত ১৩টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৯ জন, আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন।

মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএফএস) তথ্য বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সারা দেশে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন ৭৮ জন। এর সঙ্গে আগস্ট মাসের প্রথম ১০ দিনের ঘটনা যুক্ত করলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৭। এই সময়ে আহত হয়েছেন ২৬৬ জন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত জানুয়ারি থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত কমপক্ষে ১১১ জন মানুষ 'মব' (উচ্ছৃঙ্খল জনতা) সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন। সর্বশেষ ৯ আগস্ট রংপুরে চোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। একই দিন মাদারীপুরে চোর সন্দেহে তিনজনকে গণপিটুনির পর একজনের চোখ তুলে ফেলার চেষ্টা হয়।

দুজনকে হত্যা করা হয় রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায়। তাঁদের নাম রূপলাল দাস ও প্রদীপ দাস। সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন জামাই-শ্বশুর। স্বজনেরা বলছেন, প্রদীপকে এগিয়ে আনতে গিয়েছিলেন রূপলাল। তাঁরা দুজন বাড়ি ফিরছিলেন। প্রদীপ নিজের ভ্যানগাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভ্যানচোর সন্দেহে তাঁদের হত্যা করা হয়।

নিহত রূপলাল দাসের মা বৃদ্ধ লালিচা দাস বলেন, তাঁর ছেলে চোর নন। জুতা সেলাই করে সংসার চালান। মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করার জন্য তিনি (রূপলাল) ভাগনি জামাইকে বাড়িতে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'মোর ছাওয়ার ঘরোক

যায় মারছে, তাঁর বিচার চাও।'

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর পুলিশি কার্যক্রমের দুর্বলতার সুযোগে দেশে চুরি, ডাকাতি ও দস্যুতার (ছিনতাই) একের পর এক ঘটনা মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। পাশাপাশি আগে থেকেই এ ধরনের অপরাধে বিচার না হওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাজ্জাদ সিদ্দিকী বলেন, যখন বিচারহীনতার সংস্কৃতি বেড়ে যায়, তখন মানুষও মানুষের প্রতি সহিংস হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিক মব ও সংঘবদ্ধ মবের ঘটনা ঘটছে। সংঘবদ্ধ মবের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে।

আগস্টের প্রথম ১০ দিনের ১৩টি গণপিটুনির ঘটনা তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮টিতেই চোর সন্দেহে মারধর করা হয়েছে। বাকি পাঁচটি ঘটনার কোনোটি চাঁদাবাজি, কোনোটি পূর্বশত্রুতার কারণে, কোনোটি বিরোধ থেকে ঘটানো হয়েছে।

দেশে মব সন্ত্রাস নিয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) 'পালস সার্ভে ৩' শিরোনামের এক জরিপে উঠে এসেছে, মব সহিংসতা নিয়ে উদ্বিগ্ন মানুষের হার ৮০ শতাংশ। নারীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ৫৬ শতাংশ, রাতে চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ৬১ শতাংশ এবং পোশাকের কারণে রাস্তায় হয়রানি নিয়ে উদ্বিগ্ন ৬৭ শতাংশ মানুষ। জরিপটি গতকাল প্রকাশিত হয়েছে।

সরকারও মব নিয়ে স্বস্তিতে নেই। ১ আগস্ট দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও বলেন, 'মব সন্ত্রাস দমন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, পুলিশের মোরাল (নৈতিক অবস্থান) ছিল না। যে পুলিশ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিপক্ষ ছিল, সেই পুলিশ যখন দেখে গণ-অভ্যুত্থানের দাবিদার বলে কিছু মহল মব করছে, তখন সেটা দমন করতে পারেনি।'

অবশ্য মানবাধিকারকর্মীরা মনে করেন, গণপিটুনি ও মব দমনে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি বলেই অভ্যুত্থানের এক বছর পরও একের পর এক ঘটনা ঘটছে।

গুম তদন্ত কমিশনের সদস্য ও মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলেন, সরকারের দিক থেকে দৃশ্যমান পদক্ষেপ দুর্বল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার পরেও তারা একধরনের বিভ্রান্তিতে ভুগছে বলে মনে হয়। মানুষ এসব ঘটনায় সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।

মব তৈরির পেছনে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নও কাজ করছে বলে মনে করেন নূর খান লিটন। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত সবখানে মব-ভীতি কাজ করছে। পুলিশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সাহস পাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের দৃশ্যমান শক্ত পদক্ষেপ দরকার।

কোনো ব্যক্তি বা দলের কথায় নির্বাচন বন্ধ হবে না : অর্থ উপদেষ্টা

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : কোনো ব্যক্তি বা দলের কথায় নির্বাচন বন্ধ হবে না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বুধবার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের 'ইউ পেনশন অ্যাপ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় সব ধরনের সহায়তা করছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সব ধরনের লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

কোনো ব্যক্তি বা দলের কেউ বললেই নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাবে না জানিয়ে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে। আগামী নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার বন্ধে অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নেবে। তবে এটা নির্ভর করবে রাজনীতিবিদদের ওপর।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্কিমে চাকরিজীবী ও শিক্ষকসহ সব পেশার মানুষ অংশ নিচ্ছেন না। এটি কেন হচ্ছে এবং মানুষের অনীহা কোথায় সেটি খতিয়ে দেখতে হবে।

স্কিমে কোনো ভুল বা ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি সর্বজনীন পেনশন স্কিম নিয়ে প্রচারের উদ্যোগ বাড়াতে হবে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, 'ইউ পেনশন' মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমেই এখন থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বজনীন

পেনশনের স্কিম দেওয়া যাবে। মোবাইল থেকে লগ-ইন, যাবতীয় তথ্য যাচাই করা এবং নোটিফিকেশন পাবেন গ্রাহকরা। অ্যাকাউন্টের নমিনি পরিবর্তন বা অন্যান্য সব কাজই অ্যাপসের মাধ্যমে করা সম্ভব।

সর্বজনীন পেনশন দেশের একটি রাষ্ট্রীয় অবসরভাতা ব্যবস্থা, যা দেশের সব নাগরিকের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে বলে জানানো হয়। এই স্কিমের আওতায় চারটি আলাদা স্কিম রয়েছে। এগুলো হলো– প্রবাস স্কিম, প্রগতি স্কিম, সুরক্ষা স্কিম ও সমতা স্কিম।

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS

ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স

সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

We have Legal Aid

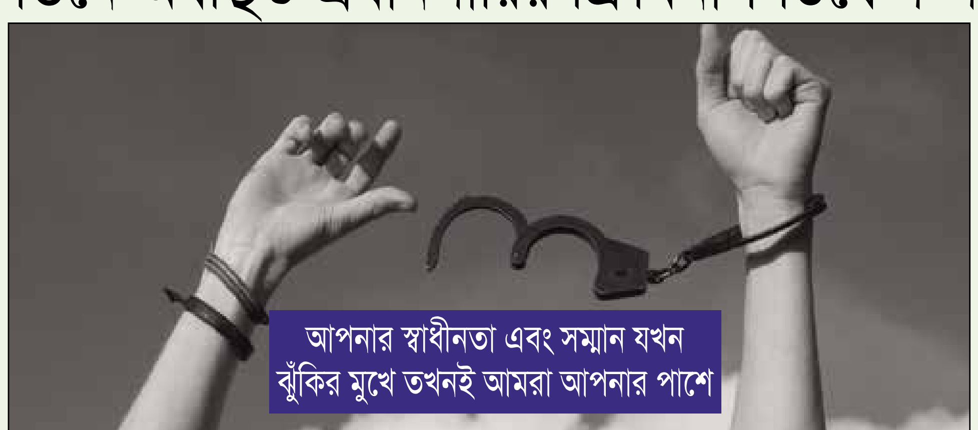

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

Jack ward
Solicitor
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে তা হবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা: গোলাম পরওয়ার

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে নতুন ফ্যাসিবাদের জন্ম হতে পারে। নির্বাচনের সময় ঘোষণাকে ইতিবাচক বলা হলেও, প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে তা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা হবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে ডুমুরিয়া উপজেলার আরাফাত আবাসিক এলাকায় উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে জুলাই ঘোষণা এবং জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ভোটার সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

নির্দলীয় সরকারের অধীনে 'জুলাই সনদের' আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে সেই আলোকে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, সারা দেশে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের অনুকূলে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ অবাধ ও নির্বিঘ্নে নিজেদের ভোট প্রয়োগ করতে পারলে ইসলামী আদর্শের শক্তিকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবে।

তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট-বাকশালী আওয়ামী লীগ সরকার ভিন্ন একটি দেশের প্রেসক্রিপশনে ক্ষমতায় এসে দেশের আলেম-ওলামাদের ওপর জেল-জুলুম চালিয়েছে। ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের লজ্জাজনক পতন হয়েছে। তাই আগস্ট বিপ্লবকে অর্থবহ ও টেকসই করতে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

রাষ্ট্রের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পতিত স্বৈরাচারের অনুসারীরা সক্রিয় রয়েছে মন্তব্য করে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে হবে। আগামী নির্বাচনে দেশে ভোট বিপ্লব ঘটানোর জন্য নেতাকর্মীদের এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের মানুষ এখন ইসলামী দলগুলোকে নেতৃত্বের আসনে দেখতে চায়। দেশে ইসলামের পক্ষে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে- তাতে অচিরেই জনগণের সে আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ। কোনো ষড়যন্ত্রই জনতার বিজয়কে ঠেকাতে পারবে না। এখন দু'টি স্লোগান মানুষের মুখে মুখে- একটি হচ্ছে, নতুন বাংলাদেশ আর অপরটি হলো দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আরাফাত নগরের চকমথুরাবাদ ভোট কেন্দ্র কমিটির সভাপতি মো. মতিউর রহমান হাওলাদার।

নগরীর হরিণটানা থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি মো. আমির হোসাইনের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তৃতা করেন খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মুন্সি মঈনুল ইসলাম ও মিয়া গোলাম কুদ্দুস, ডুমুরিয়া উপজেলা আমীর মাওলানা মোক্তার হোসেন, হরিণটানা থানা আমীর আব্দুল গফুর, ডুমুরিয়া উপজেলা হিন্দু কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ দেবক প্রসাদ, সোনাডাঙ্গা থানা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাওলানা জাহিদুর রহমান নাঈম প্রমুখ।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হচ্ছে না

ঢাকা, ১৩ আগস্ট : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) 'জাতীয় যুব সম্মেলন-২০২৫'-এ তিনি এ সব কথা বলেন। এনসিপি'র যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তি আয়োজিত এ সম্মেলনে বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের ও এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, যদি ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হয়, আমার যে ভাইয়েরা শহীদ হয়েছিল, রক্ত দিয়েছিল সংস্কারের জন্য, তাহলে কবরে গিয়ে তার লাশটা ফেরত দিতে হবে এই সরকারকে। আমার যে ভাইয়ের হাতটা চলে গিয়েছিল, যদি সংস্কার কাজ শেষ না করে নির্বাচন হয়, তাহলে এই সরকারকে আমার ভাইয়ের হাতটা ফিরিয়ে দিতে হবে। যে মায়ের বুক খালি হয়েছিল, ওই মায়ের বুকের সন্তানকে ফেরত দিতে হবে। একই ধরনের সংস্কৃতিতে নির্বাচন হলে মানুষ কেন আহত-নিহত হলো সে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, একই সংস্কৃতির ডামাডোলে, একই ফ্যাসিবাদী সংবিধানে, একই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি। তাহলে এতগুলো মানুষ শহীদ হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? এতগুলো মানুষ আহত হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী বলেন, গণমাধ্যম আগে ছিল 'হাসিনামাধ্যম', এখন কি মাধ্যম সেটা বললে চাকরি থাকবে না। গণ-অভ্যুত্থানের পরে সকল মিডিয়ার সম্পাদকের সঙ্গে বসেছিলাম, তাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম, যা আকাম করেছেন, ঘরের ভিতরে বসে থাকেন। যদি লজ্জা থাকে, ঘরের ভেতর থেকে বের হবেন না। কিন্তু তাদের লজ্জা নাই। তারা বারবার বাংলাদেশের মানুষদের ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। আয়নাঘর ও একটি গোয়েন্দা সংস্থার কাজের সমালোচনা করে নাসীরুদ্দীন বলেন, একটা গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশে-ডিজিএফআই আপনার আমার পকেটের টাকায় চলাফেরা করে। তারা কত টাকা খরচ করে বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারবে না। তাদের কোনো দায়িত্ববোধ নাই, জবাবদিহি

নাই, স্বচ্ছতা নাই। তাদের একটাই কাজ, মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে কিছু হলেই আয়নাঘরে তুলে নিয়ে আসবো। আপনার আয়নাঘর আমরা ভেঙে দিয়েছি। সামনে যদি একই ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়, আমরা আয়নাঘর কেন, ডিজিএফআই'র হেডকোয়ার্টার আমরা ভেঙে দেবো। যথেষ্ট সহ্য করেছি। বাংলাদেশ যদি ডিজিএফআই থাকতে হয়, অবশ্যই এটার সংস্কার করতে হবে। সম্মেলনে এনসিপি'র জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব জাহেদুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

বার্মিংহামে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

জুলাই ঘোষণায় প্রবাসীদের অবদানের অনুপস্থিতি হতাশাজনক

গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিভিন্ন দেশে তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দূতাবাস ও হাইকমিশন ঘেরাও করেছেন, সভা-সমাবেশ করেছেন ঐতিহাসিক পার্ক ও ভেন্যুতে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মধ্যপ্রাচ্যে বিক্ষোভ করতে গিয়ে অর্ধশত প্রবাসী জেল খেটেছেন। দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিক। তারা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখেন। পৃথিবীর প্রায় ১২০টি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ আছে, যাদের একেকটির জনসংখ্যা দেড় কোটি নয়। দেশের প্রায় এক-দশমাংশ, তথা দেড় কোটি প্রবাসীর অবদান জুলাই ঘোষণায় অনুপস্থিতি প্রবাসীদের হতাশ করেছে।

গত মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বার্মিংহামে জুলাই বিপ্লব ফাউন্ডেশন ওয়েস্ট মিডল্যান্ড কর্তৃক আয়োজিত "রক্তের সিঁড়ি বেয়ে নতুন বাংলাদেশ" শীর্ষক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে কীনোট স্পিকার হিসেবে মূল বক্তব্য প্রদানকালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, বৃটিশ সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লন্ডনের নিউহ্যাম বারার টানা তিন বারের সাবেক ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ।

বার্মিংহামে জুলাই বিপ্লব ফাউন্ডেশন ওয়েস্ট মিডল্যান্ড-এর আহ্বায়ক শাইখ এটিএম মোকাররম হাসানের সভাপতিত্বে এবং ওমর ফারুক টিপু ও সলিসিটর মাসুম আহমদের যৌথ সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান, বিশিষ্ট সংগঠক ও সমাজসেবী সৈয়দ জামিরুল ইসলাম বাবু, আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ মো: আমিনুল হক চৌধুরী, মানবাধিকার সংগঠক আমিনুল ইসলাম মাহমুদ। এ ছাড়া মিডল্যান্ডের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও ওলামায়ে কেরামরা বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ হাই কমিশন বার্মিংহামের সহকারী হাইকমিশনার মোঃ আলিমুজ্জামান রেকর্ডেড মেসেজ পাঠান। লাইভে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন ফ্রান্স থেকে বিশিষ্ট অনলাইন এক্টিভিস্ট ও ইনফ্লুয়েন্সার ডাঃ পিনাকী ভট্টাচার্য এবং ঢাকা থেকে গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক সাদেক কাইয়িম। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে সাংস্কৃতিক শিল্পীগোষ্ঠী চমৎকার গান, সঙ্গীত ও পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

লাইভে দেয়া বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডাঃ পিনাকী ভট্টাচার্য বলেন, ভারতের আধিপত্যবাদ রুখতে হলে এখন আমাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে হবে। বিপ্লব উত্তর বাংলাদেশে যদি আমরা ন্যায় ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে মোটামুটি আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ঢাকা থেকে গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক সাদেক কাইয়িম অনলাইনে যোগ দিয়ে বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তিনি এজন্য প্রবাসীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান বলেন, কাঁটা ছেঁড়া করে পতিত সরকারের রেখে যাওয়া সংবিধান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও গণঅভ্যুত্থানের নায়কদের করুন পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। তিনি বর্তমান সংবিধান বাতিল করে যোগপোযোগী সংবিধান প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ আমিনুল হক চৌধুরী বলেন, গণহত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ফ্যাসিবাদ আর বাংলাদেশে কখনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এবং কেউ যেন গণহত্যাকারী হয়ে উঠতে না পারে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ছাতক উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন

ছাতক উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ আগস্ট ইস্ট লন্ডনের মায়েদা গ্রিল ব্যাংকুয়েট হলে অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও সাবেক পুলিশ ইন্সপেক্টর আহবাব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মোঃ মনচব আলী জে.পি ও সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মোঃ ছানাওর আলী কয়েছের সঞ্চালনায় অধিবেশন শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, যা পাঠ করেন মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ মুফতি।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইমমান আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আবুল হাসিম, বিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি শাহগীর বখত ফারুক, জি.এস.সি'র চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, বিসিএ'র সেক্রেটারি মিটু চৌধুরী, কাউন্সিলর ভি.পি ইকবাল হোসেনসহ যুক্তরাজ্য প্রবাসী ছাতকবাসীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

প্রথম পর্বে সেক্রেটারি বার্ষিক রিপোর্ট এবং কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট আমির উদ্দিন আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে জানানো হয়, দক্ষিণ ছাতকের সিরাজগঞ্জ বাজারে ৩০ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিজনকে একটি করে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে আরও ৩০ জন নারী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে ছাতকের প্রতিটি ইউনিয়নে এ প্রকল্প বিস্তারের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে একটি বিশ্বমানের কারিগরি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

অতিথিরা ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইমমান আলীকে ট্রাস্টের পেট্রোন ঘোষণা করা হলে উপস্থিতরা করতালির মাধ্যমে তা স্বাগত জানান।

সভা শেষে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ছাতকের সকল সচেতন প্রবাসীকে ট্রাস্টের সদস্য হয়ে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়ে বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

HAMLET ACCOUNTANTS
ACCA
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax
266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
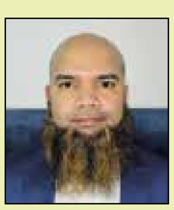
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal
*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"
OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT

London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR
www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk
Call US Today
020 80904780

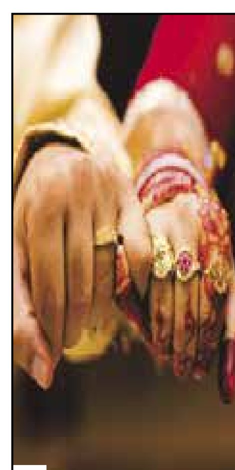
অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)

আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
ALL SEASON FOODS
88 Mile End Road,
London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

53a Mile End Road
London E1 4TT

Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি জানমাল-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা কে দেবে?

এক বছরেও স্থিতিশীল হয়নি বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা ক্ষেত্রে চাঁদাবাজি, মব সন্ত্রাস, কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যসহ বহুমুখী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জেলা-উপজেলা এমনকি শহরতলি পর্যন্ত হয়ে উঠছে ক্রাইম জোন। চাঁদাবাজি-ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, খুন নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। যেন এসব দেখা এবং প্রতিরোধের কেউ নেই। কিংবা সেসব বাহিনী সক্ষমতা হারিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে।

'ক্রাইম জোন গাজীপুর : মারধরের ভিডিও করায় সাংবাদিক তুহিন খুন। মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা। কক্সবাজারে হত্যার পর অ্যাম্বুলেন্সে লাশ এনে ফেলা হলো সৈকতে। নাটোরে সড়কে রক্তমাখা প্রাইভেট কার, পাশে গলা কাটা লাশ'- এই শিরোনামগুলো মঙ্গলবার ছাপা হয়েছে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন তলানিতে ঠেকেছে- এ থেকে সে চিত্র খুবই স্পষ্ট। এবং অবশ্যই তা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক। দেশের মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। খোদ পুলিশ সদরের এক তথ্যে প্রকাশ- চব্বিশের জুলাই থেকে এ বছর জুন পর্যন্ত দেশে খুনের মামলা প্রায় ৪ হাজার। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেও এ সংখ্যা হাজার-ছোঁয়া। এ ছাড়া ডাকাতি-দস্যুতা, অপহরণ-ধর্ষণ, দাঙ্গা, পিটিয়ে হত্যার দীর্ঘ উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান রয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যায়- চব্বিশের আগস্ট থেকে পঁচিশের জুন পর্যন্ত দেশে অন্তত ১৬৪ জন সাংবাদিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এরপরও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কেউ বলছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীলতার দিকে এগোচ্ছে। কেউ বলছেন উন্নতি হচ্ছে। কী বিস্ময়কর বক্তব্য! আবার এখনো অনেকে মনে করেন, স্বৈরাচার পতনের পর যে কদিন পুলিশের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, গণ আন্দোলনে বিতর্কিত ভূমিকায় তাদের ভাবমূর্তির যে ক্ষতি হয়- তা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি এই বাহিনী। জুলাই গণ অভ্যুত্থানের বছর পেরিয়ে এসেও এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত যখন তাদের পাশে বিচারিক ক্ষমতা নিয়ে সেনাবাহিনীও মাঠে রয়েছে। সার্বিক বিষয় নিয়ে সরকারকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। জনগণের জানমাল, সমের নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের অবশ্যকর্তব্য। এখানে কোনো অজুহাতের সুযোগ নেই।

ওদের সামলাতে হবে এখনই

ফাইজুস সালেহীন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটা টাইমফ্রেম পাওয়া গেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রোজার আগে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিএনপি বোধগম্য কারণেই এ ঘোষণায় খুশি। নির্বাচন প্রশ্নে প্রধান উপদেষ্টাকে তাঁর অবস্থান থেকে সরিয়ে আনতে পারা নিঃসন্দেহে দলটির কৌশলগত বিজয়। বিএনপির মিত্র দলগুলোও নির্বাচনের সময়-সংকেত পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। জামায়াতে ইসলামী মনে হয় দম নিচ্ছে। স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। এই ইসলামিক দলটির নীতি-কৌশলের খোঁজখবর যারা রাখেন তাদের অনেকে বলছেন, কিছুটা মুলামুলি করে শেষমেশ তারা অবস্থান বদলাবে। নির্বাচনের মাঠে সর্বশক্তি নিয়ে নেমে পড়বে। সব আসনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার কোশেশ করবে। সেই প্রস্তুতিও জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে। এখনই তাদের ২৮৮টি আসনে শুনেছি প্রার্থী তৈরি। ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতারা মঞ্চে ও ময়দানে যেরূপ বয়ানই দিয়ে থাকুন না কেন, গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া প্রার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় পুরোদমে ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে জামায়াত বিএনপির থেকে অনেকটাই এগিয়ে।

প্রসঙ্গত ইতিহাসের আলোকে জামায়াতে ইসলামী কত দ্রুত কৌশল বদলাতে পারে তার দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালেও গণহত্যা শুরু হলে জামায়াত কী ভূমিকা নিয়েছিল তা কমবেশি সবাই জানে। এরশাদ জমানায় জামায়াত আন্দোলনে ছিল। সামরিক শাসক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে আন্দোলনকারী দল ও জোটের সঙ্গে যুগপৎ কর্মসূচি দিয়ে রাজপথেও ছিল। আন্দোলনরত দলগুলো বলছিল যে সামরিক শাসনের অধীনে তারা কোনো ইলেকশনে যাবে না। জামায়াতে ইসলামী ছিল আরও এককাঠি সরেস। তারা কেয়ারটেকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটা টাইমফ্রেম পাওয়া গেছেসরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছিল। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন (আন্দোলনের) পিঠে ছুরিকাঘাত করে মধ্যরাতে শেখ হাসিনা এরশাদের পাতানো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে জামায়াতে ইসলামীও অবস্থান বদলে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং ১০টি আসনে জয়লাভ করে।

নব্বই দশকেও জামায়াত একাধিকবার অবস্থান পরিবর্তন করে। ১৯৯৪ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন করে। আবার ২০০১ সালে এসে বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচন করে। সেবার জামায়াত ১৭টি আসন পায়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকারে জামায়াতের মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

তাঁদের গাড়িতে ওঠে জাতীয় পতাকা। বিষয়টি আওয়ামী লীগ ও সমমনা রাজনৈতিক সমাজ এবং 'প্রগতিশীল' মহলে নিন্দিত হয়। যদিও নির্বাচন অ্যালায়েন্সটি ছিল চারদলীয় জোট, তথাপি আওয়ামী লীগের লোকেরা তখনকার সরকারের নাম দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত সরকার। বিএনপি ২০০১ সালের নির্বাচনে ১৯৩টি আসন পেয়েছিল। সরকার গঠনের জন্য দরকার ছিল ১৫১টি আসন। বিএনপি একাই সরকার গঠন করতে পারত। তা সত্ত্বেও জোটের নৈতিক দাবির প্রতি কমিটমেন্ট রাখতে গিয়েই হয়তো মন্ত্রিসভায় জামায়াতের দুজনকে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা করে বিএনপির কতটা লাভ বা ক্ষতি হয়েছিল সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

> প্রশাসন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিএনপির সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত আমলে নেয়নি বা নিচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের মাঠপর্যায়ে 'উহাদের' সঙ্গে দহরমমহরম ছিল এবং আছে। সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে লোকপ্রচার রয়েছে এরকমই। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজেও এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

যা-ই হোক জামায়াতের অবস্থান এখন জাতীয়তাবাদী দলের বিপরীতে। এতে বোঝা যায়, জামায়াতে ইসলামী সময় বুঝে অবস্থান বদলাতে বিলম্ব করে না। দলটি ঘন ঘন কৌশল পরিবর্তন করে। হতে পারে এটা তাদের রণকৌশল। সুতরাং বলাই যায়, জামায়াত নির্বাচনে আসবে তা প্রায় নিশ্চিত। সংবাদ সম্মেলন করে সেই ইঙ্গিত ইতোমধ্যে তারা দিয়েছেও। বস্তুত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লাই হবে ধানের শীষের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

এনসিপি কী করবে? এখনো নবীন এই দলটির নিবন্ধন হয়নি। মার্কাও নেই। দলের প্রধান ছিলেন জুলাই ঘোষণার মঞ্চে। কিন্তু সম্মুখসারির কয়েকজন নেতা ছিলেন সমুদ্রবিলাসে। এ নিয়ে অনেক গুঞ্জন, অনেক কথা! তাঁরা নাকি সাগরপাড়ে গিয়েছিলেন পিটার হাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কোনো কোনো পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে কিন্তু পিটার হাস তখন ওয়াশিংটনে ছিলেন। তাহলে গুঞ্জন উঠল কেন? মি. হাস বাংলাদেশে তসরিফ এনেছেন কি আনেননি সে বিষয় ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসও কিছু বলেনি, যদিও বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে- মি. হাসের সঙ্গে দূতাবাসের কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি এখন বেসরকারি লোক। বেশ তো! তাহলে দূতাবাসের এরকম একটা বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন হলো কেন? তাহলে কি ডাল মে কুচ কালা হ্যায়! কে জানে, আল্লাহ মালুম।

এনসিপির এক নেতা জুলাই ঘোষণার রাতেই তাৎক্ষণিক জানিয়েছিলেন যে তারা নির্বাচন নিয়ে এখনই কিছু ভাবছেন না। পরে গত বুধবার দলটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের যে সময় ঘোষণা করেছেন, এনসিপির তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে শর্ত আছে, এনসিপির শর্তগুলো জামায়াতের পূর্ব শর্তগুলোর প্রায় অনুরূপ। জুলাই ঘোষণাপত্রের অপূর্ণতার অনুযোগ করে জামায়াত যে বিষয়গুলোর কথা বলেছে এনসিপিও একই রকম বলেছে। এটা হতে পারে কাকতালীয় অথবা রাজনৈতিক আত্মীয়তার সূত্রেও। সময়ই সব বলে দেবে। ছোট-বড় সব রসুনের ঝাঁজ একই রকম হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় এনসিপি নির্বাচন প্রশ্নে কী কৌশল অবলম্বন করে তা বেশ একটা কৌতূহলের বিষয়। দলটির অস্তিত্বের সংকটও দেখা দিতে পারে।

মাঠে যখন আওয়ামী লীগ নেই তখন বিএনপির হালফিল জনসমর্থন যে সবচেয়ে বেশি তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তার চেয়েও বড় কথা, বৃহত্তম এ দলের দায়দায়িত্বও এখন অনেক বেশি। এ দলের কাছে গণতন্ত্র ও শান্তিকামী মানুষের দাবি এবং প্রত্যাশাও অনেক। সেদিন এ কথাটিই বললেন আমার পরিচিত বিদগ্ধ একজন ট্রেড ইউনিস্ট, যিনি এখন রিটায়ার্ড। তাঁর মতে, বিএনপি বাধা না দিলে এই এক বছরে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন ধূলিসাৎ হয়ে যেত। ১৯৭১ সাল যে জাতীয় জীবনে এসেছিল, সেই সত্যটিই হয়তো ভুলিয়ে দেওয়া হতো। প্রকট হয়ে দেখা দিত সাংবিধানিক সংকট। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের ইস্যু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেত। যারা বুলডোজার দিয়ে ৩২ ভেঙেছে, যারা জাতীয় সংগীত বদলাতে চেয়েছে, যারা বিনা ভোটে বছরের পর বছর ক্ষমতায় থাকার রসনা ও বাসনা পোষণ করেছে, তাদের সামলানো যেত না বিএনপি না থাকলে। কার্যত বিএনপির নেতৃত্ব এবার ভ্যানগার্ডের ভূমিকা পালন করেছে, যদিও তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের অনেকেই চলেছে গড্ডলিকা প্রবাহে। এ বাস্তবতায় বিএনপির কাছে মানুষের অনেক দাবি ও প্রত্যাশা। আরেকজন অশীতিপর বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন, আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে, শান্তি আসবে কি না, তা এখন নির্ভর করছে বিএনপির ওপর।

বিএনপি বড় দল। সমস্যাও কিন্তু তার অনেক। প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় দলের মধ্যে দলাদলি আছে কমবেশি। একশ্রেণির অপরিণামদর্শী ও নীতিবিবর্জিত নেতা-কর্মীর মধ্যে খাই খাই ভাবটা প্রবল। এ খানেওয়ালা নেতা-কর্মীদের মধ্যে যারা অতিমাত্রায় চাঁদাবাজি, খুনাখুনি, মবোক্র্যাসি করে সামাজিক ও গণমাধ্যমে খবর তৈরি করেছে বিএনপি তৎক্ষণাৎ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ওদের ধরতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছে। কিন্তু বিএনপি সরকারে নেই। প্রশাসন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিএনপির সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত আমলে নেয়নি বা নিচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের মাঠপর্যায়ে 'উহাদের' সঙ্গে দহরমমহরম ছিল এবং আছে। সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে লোকপ্রচার রয়েছে এরকমই। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজেও এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্রাইম করে যারা দলের নজরে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে কেবল সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; কিন্তু পাড়ায়-মহল্লায়, গ্রাম ও শহরতলির নানান স্পটে দলের নাম ভাঙিয়ে ছোটমাপের যেসব পাতিনেতা মানুষের ওপর জুলুম করছে তাদের খবর অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে। কেউ একটা ঘর তুলছে, জমি বিক্রি করছে, ছোট ব্যবসা করছে, সেখানেও এরা চাঁদা আনতে যায়। বালুমহালে, ইটের ভাটায়, রিকশাস্ট্যান্ডে এরা চাঁদাবাজি করে। এদের সবাই যে বিএনপির, তা অবশ্য নয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নামধারীও আছে। অন্যান্য দলেরও আছে। কিন্তু বিএনপিরটাই চোখে পড়ে বেশি।

কারণ দল বড়। কর্মীও বেশি। সংখ্যায় যারা বেশি সবকিছুতেই তারা বেশি। এমতাবস্থায় পাড়া-মহল্লার ক্ষুদ্র চাঁদাবাজদেরও দমন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, পচা ও গুঁড়া শামুকে পা বেশি কাটে। গ্রামের মানুষ আড়চোখে এদের দেখছে এবং বুকের মধ্যে লিখে রাখছে। ব্যালটে জবাব দেবে। কাজেই খুদে চান্দাবাজদেরও সামলাতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের এ বিষয়ে সতর্ক করতে হবে। তারা যেন তাদের দুষ্ট কর্মীদের প্রশ্রয় না দেয়। মনে রাখা জরুরি, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ভোটের কারবারে চাঁদাবাজ- ধড়িবাজরা মূল্যহীন। ওরা বরং ভোট নষ্ট করবে। ভবিষ্যতেও ওরা সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করবে। কাজেই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের এখনই সময়। ওদের সামলাতে হবে দল ও দেশের স্বার্থে।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

আরাফাত রহমান কোকোর ৫৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত

লন্ডনে খতমে কুরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছোট ভাই শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর ৫৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। এ উপলক্ষে ১২ আগস্ট আসরের পর পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়ার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফিরাত এবং জিয়া পরিবারের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন। কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্নাও স্মৃতিচারণ করে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও জিয়া পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন।

মিলাদ ও দোয়ায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের রুহের মাগফিরাত, আহতদের সুস্থতা এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমামবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক এবং যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তরাজ্য বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, আইনজীবী ফোরাম, বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখা বিএনপির সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বিএনপি নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত কমনা করা হয় । সেই সাথে বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংগ্রামে আত্মাহুতি দানকারী শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও যারা আহত হয়েছেন তাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমামবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে 'রয়্যাল মাউন্ট অ্যাস্থেটিক ক্লিনিক' উদ্বোধন

শারীরিক সৌন্দর্য ও মানসিক প্রশান্তিতে ভূমিকা রাখবে

খালেদ মাসুদ রনি: লন্ডনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক ডা. সম্পা দেওয়ান উদ্বোধন করেছেন রয়্যাল মাউন্ট অ্যাস্থেটিক ক্লিনিক। যা প্রবাসী কমিউনিটির মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ট্রাভেল বেক টু দ্যা কনফারেন্স অব টোয়েন্টি ওয়ান স্লোগানে গত ৮ আগস্ট শুক্রবার দুপুরে উদ্বোধন হয়। ক্লিনিকের কার্যক্রম ইতিমধ্যেই প্রবাসী বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিতে ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, রয়্যাল মাউন্ট অ্যাস্থেটিক ক্লিনিক শুধু চিকিৎসা নয়, বরং প্রবাসী জীবনে নতুন উদ্যম, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনার এক উজ্জ্বল দিগন্ত। এই প্রতিষ্ঠান প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন মি. কামাল দেওয়ান। ডা. সম্পা দেওয়ান এই ক্লিনিকে আছেন অ্যাস্থেটিক কনসালট্যান্ট হিসেবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউহাম কাউন্সিলের সিভিক চেয়ার ও কাউন্সিলর রহিমা রহমান, কাউন্সিলর মজিবুর রহমান, সাবেক মেয়র ও কাউন্সিলর মঈন কাদেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. রহমান জিলানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এনামুল হক চৌধুরী, ডা. কুসুম চৌধুরী, ডা. আজিজ, ডা. রুবেল, ডা. রাশেদ, ডা. ফিরোজা, ডা. সেতারা, ডা. রুমু, ডা. সাঈদ, ডা. শামীম, প্রখ্যাত শিল্পী হিমাংশু গুসামী, ইসলামী সংগীতশিল্পী আলাউর রহমান, জীবন, হুমাইয়া সাধু, ভারত থেকে আগত সৌরভ মণি, বিবিসিসিআইয়ের ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর হেলাল উদ্দিন খান, বেলাল খান ও রাজু দা।

অনুষ্ঠানে ডা. সম্পা দেওয়ান বলেন, বয়স

নিজেই একটি রোগের মতো। আমরা বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে থামাতে পারি না, তবে বয়সজনিত জটিলতাগুলোকে চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত করা সম্ভব। তিনি বলেন, বলিরেখা দূরীকরণ, নন-সার্জিক্যাল রাইনোপ্লাস্টি, মুখের আকৃতি সৌন্দর্যায়ন, শরীরের গঠন ঠিক করা ইত্যাদি। আমাদের চিকিৎসা হবে পুনর্গঠনমূলক ও পুনর্জীবনী ক্ষমতাসম্পন্ন, যা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও সজীব রাখতে সহায়তা করবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এশিয়ান কমিউনিটির এক বিশেষ দিক হলো, আমরা প্রায়ই পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের সমস্যার সমাধান নিয়েই ব্যস্ত থাকি। কিন্তু নিজেদের জন্য সময় বের করতে ভুলে যাই। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য নিজেদের যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। নিজের দিকে নজর দেওয়া মানেই আত্মবিশ্বাস ও জীবনমান উন্নত করা।

চুলের বৃদ্ধির জন্য পিআরপি এবং আই-পিআরএফ, বলিরেখার জন্য বোটক্স, মুখের কনট্যুরিংয়ের জন্য ডার্মাল ফিলার, শরীরের কনট্যুরিংয়ের জন্য ফ্যাট রিজলভিং ট্রিটমেন্ট, মেনোপজকালীন মহিলাদের জন্য হরমোনাল ট্রিটমেন্ট। মাইক্রোনিডলিং ত্বকের ক্ষুদ্র ছিদ্র তৈরি করে যা কোলাজেন উৎপাদনকে ট্রিগার করে, ত্বকের গঠন ও দৃঢ়তা উন্নত করে এবং দাগ ও বলিরেখা কমায়।

জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী এবং ভারতীয় অতিথিদের জন্য ছিলো নানা আয়োজন।

সু-স্বাদু খাবারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

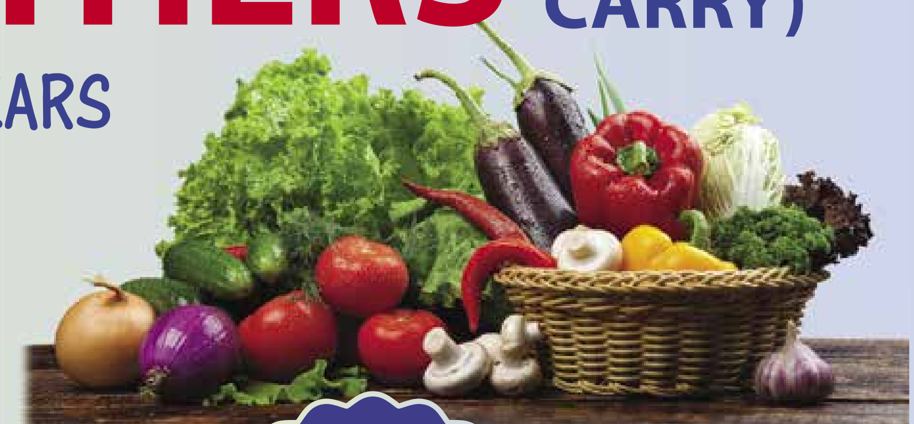

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

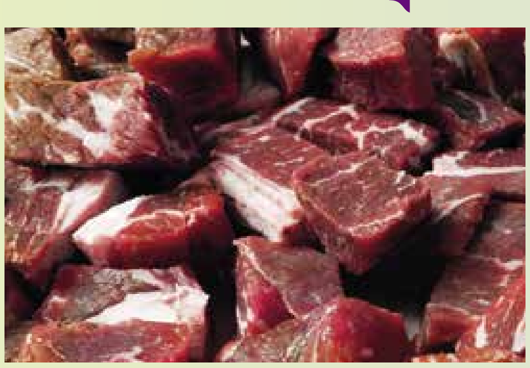

VISA | Maestro | MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

কার্ডিফ দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার সভা অনুষ্ঠিত

ওয়েলসের কার্ডিফে নব প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে দারুস সুন্নাহ উইকেন্ড মাদ্রাসা। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার এর ওপেনিং ডে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে মাদ্রাসার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা গত ১০ আগস্ট কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ, পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক ক্বারী মাওলানা আসাদুল ইসলাম।

সভায় কন্সটিটিউশন ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদনসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩১ আগস্ট রবিবার প্যারেন্টস মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে প্রেসিডেন্ট হাফিজ

মাওলানা ফারুক আহমদ, সেক্রেটারি আনসার মিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলর দিলোয়ার আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্বারী নুরুল ইসলাম, জয়েন্ট সেক্রেটারি মকিস মনসুর, সাংগঠনিক সম্পাদক আসকর আলী, সহকারী শিক্ষক ও ট্রেজারার মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন, এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার শেখ মোঃ আনোয়ার, স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন সেক্রেটারি শাহ গোলাম কিবরিয়া, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি ক্বারী মোঃ মোজাম্মেল আলী, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম বাবু ও অভিভাবক সৈয়দ কাহের।

২০২৫-২০২৬ সেশনের কার্যকরী কমিটি: চেয়ারপার্সন এম এ হান্নান, ভাইস চেয়ারপার্সন কাউন্সিলর দিলোয়ার আলী, ক্বারী নুরুল ইসলাম ও ক্বারী শাহ মোঃ তাসলিম, সেক্রেটারি প্রধান শিক্ষক ক্বারী মাওলানা আসাদুল ইসলাম, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সাংবাদিক মোঃ মকিস মনসুর, ট্রেজারার মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন, এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আসকর আলী, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম বাবু, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি ক্বারী মোঃ মোজাম্মেল আলী, স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন সেক্রেটারি শাহ গোলাম কিবরিয়া। নির্বাহী সদস্যবৃন্দ: হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, মাওলানা কাজী ফয়জুর রহমান, মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, শাহ মো. আলী আকবর, আনসার মিয়া, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, নৌশাদ চৌধুরী, আব্দুল কাদির, সৈয়দ কাহের, অজিহুর রহমান মিজান, বিলাল খান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো গ্রেটার চারখাই সামার ফেস্টিভ্যাল

লন্ডনের ভ্যালেন্টাইনস পার্কে গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো চারখাই সামার ফেস্টিভ্যাল-২০২৫। প্রবাসে বসবাসরত চারখাই অঞ্চলের মানুষকে একত্রিত করার এই কমিউনিটি মিলন মেলা ছিলো দিনব্যাপী আনন্দ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক মিলনের উৎসব।

গত ১০ আগস্ট রবিবার সকালের শুরু থেকেই লন্ডন, বার্মিংহাম, ওয়েলস, পোর্টসমাউথ, স্কটল্যান্ডসহ বিভিন্ন শহর থেকে আগত দুই শতাধিক অতিথি পার্ক প্রাঙ্গণকে মুখর করে তুলেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে পরিবেশিত হয় দেশীয় স্বাদের দুপুরের খাবার ও বিকেলের চা-নাস্তা, যা প্রবাসে থেকেও ঘরের উষ্ণতার অনুভূতি দেয়।

খেলা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিলো পুরুষদের জন্য দৌড়, হাড়ি ভাঙা ও ফুটবল ম্যাচ। মহিলাদের জন্য বালিশ বদল ও হাড়ি ভাঙা, শিশুদের জন্য দৌড়, এগ রেস, দড়ি লাফ, ছাঁক দৌড়সহ বিভিন্ন খেলা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের ফুটবল ম্যাচ ছিলো রোমাঞ্চকর, বিজয়ী দলকে দেওয়া হয় পুরস্কার ও মেডেল।

সমাপনীতে র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীরা আনন্দিত হন এবং দর্শকরাও উৎসবের উচ্ছ্বাস উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপার্সন আব্দুল কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক জয়নুল ইসলাম চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হেলাল আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট বদরুল হক চৌধুরী, জাবেদ আহমদ চৌধুরী, সিনিয়র উপদেষ্টা সাহাব উদ্দিন, ব্যারিস্টার কালাম চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর ছুলুক আহমদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেডব্রিজ বরোর কাউন্সিলর সাইদা চৌধুরী, প্রফেসর বক্কর চৌধুরী, বাহারুল আলম মাহমুদ চৌধুরী, রোটারিয়ান শাহিন শাহ আলম, রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল, সলিসিটর মনির হোসেন, সাবেক এমপি সেলিম উদ্দিন এবং এটিএন বাংলা, বাংলা টিভি, আইওন টিভি টাওয়ার হ্যামলেটস ভয়েসসহ গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ফেস্টিভ্যাল প্রবাসে থেকেও মানুষকে একত্রিত করেছে, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গভীর করেছে। শেষপর্যন্ত চেয়ারপার্সন আব্দুল কুদ্দুস ও সাধারণ সম্পাদক জয়নুল ইসলাম চৌধুরী সকল অতিথি ও সহযোগীদের ধন্যবাদ জানান উৎসব সফল করার জন্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

ALAM PROPERTY MAINTENANCE LTD
Plumbing, Heating & Gas Services
Boiler Repair & Servicing
Power Flushing
Bathroom & Kitchen Fittings
Roofing, Gutter Repair & Cleaning
Garden Paving, Fencing & Flooring
Architectural Design & Planning
Electrical & Lighting Solutions
Loft, Extension & Carpentry
Painting, Decorating
Floor/Wall Tilling
Lock Supply & Fitting
Appliance Repairs
Leak & Blockage Repairs
Gas & Electric Certificates
Your 24/7 Home Solution
Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.
07957148101
Elevate your home today!
Email: alampropertymaintenance@gmail.com

গ্রেটার কামাল বাজার ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত

পূর্ব লন্ডনে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসে গ্রেটার কামাল বাজার ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকের ট্রাস্টি বোর্ডের এক সভা গত ২৯ জুলাই মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

ট্রাস্টের জেনারেল সেক্রেটারি বখতিয়ার খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারপার্সন এমদাদ আহমেদ। ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর সর্বসম্মতিক্রমে

আগামী ৩ বছরের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটির সদস৷্যরা হলেন, চেয়ারপার্সন এমদাদ আহমেদ, ভাইস চেয়ারপার্সন যথাক্রমে আব্দুল বাছিত চৌধুরী ও মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, সেক্রেটারি বখতিয়ার খান, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি সাহেদ মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক পারভেজ আহমেদ, ট্রেজারার হারুনুর রশিদ, এসিসটেন্ট ট্রেজারার আজাদ আলী এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাফিজুর রহমান। কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন যথাক্রমে কুতুব উদ্দিন খান, আব্দুল শহীদ, আব্দুল মুকিত নানু, শাহ আলম হুবেব, আব্দুল মান্নান ও মাহবুব আহমেদ । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফ্রান্স দর্পণের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার নাজির

সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দেশ ও কমিউনিটিতে বিরাট অবদান রাখে

'সাংবাদিকতা এক মহান পেশা। অন্যান্য লাভজনক পেশা রেখে যারা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই অর্থকে জীবনে প্রাধান্য দেননি। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সাংবাদিকদের বাঘের মতো ভয় পায়। সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র তাদের সাড়ে তিন ইঞ্চি কলম ও সততা। সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দেশ, জাতি ও কমিউনিটির বিরাট অবদান রাখে। হলুদ সাংবাদিকতা যেমন পরিত্যাজ্য, তেমনি সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে সমাজে প্রমোট করা আমাদের দায়িত্ব। ফ্রান্স দর্পণের উত্তোরত্তর সফলতা কামনা করছি।'

গত রোববার (৯ আগস্ট) প্যারিসের এক অভিজাত হলে আয়োজিত ফ্রান্স দর্পণের "দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫" শীর্ষক অনুষ্ঠানে কীনোট স্পিকার হিসেবে মূল বক্তব্য প্রদানকালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন বিশিষ্ট লেখক, প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ ও বৃটিশ সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লন্ডনের নিউহ্যাম বারার টানা তিন বারের সাবেক ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ।

ফ্রান্স দর্পণের নির্বাহী সম্পাদক সাংবাদিক ফেরদৌস করিম আখঞ্জী ও ইশারাত মেঘলার যৌথ সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত পাঠ করা হয়। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ফ্রান্স দর্পণের সম্পাদক সাংবাদিক সামছুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিবিসি ওয়ার্লড বাংলা সার্ভিসের খ্যাতিমান সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন, ফ্রান্স বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জুনায়েদ আহমেদ প্রমুখ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ ও ফ্রান্স কমিউনিটি প্রবীন ব্যক্তিত্ব হাসনাত জাহান, মোজ্জামেল হক, ফ্রান্স দর্পণের প্রকাশক মিয়া মাসুদ এবং এমডি নূর, রাজনীতিবিদ মিলটন সরকার, ফারুক আহমেদ, মামুন মিয়া, শাহিন আরমান চৌধুরী, নাজমুল কবির, ফ্রান্স ক্রিকেট বোর্ডের সদস্য সোনিয়া জামান প্রমুখ। ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে সাংবাদিক, কমিউনিটি নেতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অনুষ্ঠানটিতে যোগ দেন।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের অবদান ছিল অপরিসীম। রেমিট্যান্স পাঠিয়ে প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন। এতো কিছুর পরও সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার জুলাই ঘোষণায় প্রবাসীদের অবদান পাশ কাটিয়ে যাওয়া হতাশাজনক। অবিলম্বে জুলাই ঘোষণা সংশোধন করে প্রবাসীদের অবদান অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

ফ্রান্স দর্পণের সম্পাদক সাংবাদিক সামছুল ইসলাম বলেন, দশ বছরের পথচলায় আমরা সবসময় প্রবাসীদের কথা বলেছি। তাদের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। আগামী দিনেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা সমাজের দর্পণ। তিনি সাংবাদিকদের গুণগত মান বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী সমাজে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের হাতে কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। সংস্কৃতি, সমাজসেবা, ইসলামী ও নৈতিকতা শিক্ষা, উদ্যোক্তা, ক্রীড়া উন্নয়নসহ একাধিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য এই সম্মাননা দেওয়া হয়। ইসলামী ও নৈতিকতা শিক্ষা ক্যাটাগরিতে শাঈখ বদরুল বিন হারুন এমসিসি ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল, বর্ষসেরা সামাজিক সংগঠন ক্যাটাগরিতে বিসিএফ, বর্ষসেরা নারী অধিকার কর্মী ক্যাটাগরিতে বিকশিত নারী সংঘের সভানেত্রী সৈয়দা তাওফিকা সাহেদ, বর্ষসেরা ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে মোঃ ফেরদৌস রহমান এবং বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হিসেবে নাজিবুল্লাহ পিয়াস এই সম্মাননা পান। এওয়ার্ড প্রাপ্তরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এই স্বীকৃতি তাদের দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দেবে।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ছিলো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন সংগীত শিল্পী প্রিয়ন্তি ও মৌসুমি চক্রবর্তী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়

তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

সামারজুড়ে 'ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস' এর অনুষ্ঠানমালা

এই সামার হলিডে বা গ্রীষ্মকালীন ছুটির আগস্ট মাসে ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস (ওয়াইটিএইচ) নিয়ে আসছে তাদের অষ্টম সামার অনুষ্ঠানমালা। এ সপ্তাহে তাদের প্রথম দুটি অনুষ্ঠান হয়েছে বিগল্যান্ড গ্রীন স্কুল এবং মাইলএন্ড পার্কে। এ দুটি অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগের জন্যে বার্গার, বাংগি দৌড়, ইনফ্ল্যাটেবল, বাস্কেটবল শাউটআউট, বিএমএক্স বাইকিং, স্কেটবোর্ডিংসহ নানা ধরনের মজাদার আয়োজন। পরবর্তী অনুষ্ঠান হবে আগামী ১২ আগস্ট, মঙ্গলবার ম্যাকডুগল পার্কে এবং আগামী ১৪ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার রো প ওয়াক গার্ডেন্সে। দুদিনই বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। আমাদের অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ওয়েব সাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জিসিএসই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা ২১ আগস্ট শিক্ষার্থীদের জন্যে কাউন্সিলের পরামর্শ ও নির্দেশনা

জিসিএসই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন তারিখ ঘনিয়ে আসছে। দিনটিকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সহযোগিতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের 'ইয়ং ওয়ার্কপাথ' সার্ভিস। জিসিএসই রেজাল্ট প্রকাশিত হবে ২১ আগস্ট। ফলাফল হাতে পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন বা নির্দেশনা, পরামর্শ এবং সহযোগিতা দিবে ইয়ং ওয়ার্কপাথ। ওয়াটনি মার্কেট আইডিয়া স্টোরে (২৬০ কমার্শিয়াল রোড, ই১ ২এফবি) দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত 'ইয়ং ওয়ার্কপাথ' এর সাথে সরাসরি কথা বলা যাবে। 'ইয়ং ওয়ার্কপাথ' কেরিয়ার সার্ভিসে টেলিফোন এবং ভিডিও কলের মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন। ০৮০০ ৩৫৮১ ২৪১০ (ফ্রি ফোন) অথবা ০২০৭ ৩৬৪ ১৪০১ নাম্বারে কল করতে পারেন। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আর কী ধরনের সহযোগিতা করে থাকে এবং ইয়ং পিপল, যারা কাউন্সিলের ক্যারিয়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করছে তাদের ব্যাপারে জানতে হলে ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটস ওয়েবসাইট ভিজিট করা যাবে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ১৪ আগস্ট এ-লেভেল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য একই গাইডলাইন ও নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হোয়াইটচ্যাপেলে চালু হবে নতুন নারী সহায়তা কেন্দ্র "নারী সেন্টার"

টাওয়ার হ্যামলেটসে স্থানীয় নারীদের জন্য একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহানুভূতিশীল পরিবেশ গড়ে তুলতে, "নারী সেন্টার" নামে নতুন একটি নারী সহায়তা কেন্দ্র চালু হচ্ছে।

চলতি বছরের নভেম্বর মাসে হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় এই কেন্দ্রটি চালু হবে, যা বিশেষভাবে স্থানীয় নারীদের বৈচিত্র্যময় চাহিদার প্রতি সংবেদনশীলতা রেখে তৈরি করা হচ্ছে এবং এটি নারীদের ক্ষমতায়ন, উপকার এবং সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নানা ধরণের সেবা প্রদান করবে।

এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "নারী সেন্টার আমাদের অঙ্গীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন-যেখানে এই বারার প্রত্যেক নারী সম্মান, সমতা ও সহানুভূতির সাথে সেবা পাবেন। এটি শুধু একটি কেন্দ্র নয়, এটি হবে নারীদের জন্য একটি আশ্রয়, উন্নয়নের স্থান এবং সংযোগের প্ল্যাটফর্ম।"

২৪ জুলাই কেবিনেট মেম্বার ফর কাস্টমার সার্ভিসেস, ইকুয়ালিটি এন্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন, কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী এবং কেবিনেট মেম্বার ফর হেলথ, ওয়েলবিয়েং এন্ড সোশ্যাল কেয়ার কাউন্সিলর সাবিনা আখতার কাউন্সিল কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখতে নারী সেন্টার-এর সাইট পরিদর্শন করেন।

'নারী সেন্টার' হবে একটি শিক্ষা ও বিকাশ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিতে

থাকবে বিভিন্ন স্বীকৃত আজীবন শিক্ষা কোর্স, যেখানে অনসাইট চাইলডকেয়ার সুবিধাও থাকবে। নারীদের উন্নয়নে থাকবেঃ চাকরি, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্যারিয়ার অগ্রগতির পরামর্শ, পজিটিভ প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম, সম্পূর্ণ সজ্জিত আইটি স্যুটে ডিজিটাল সাক্ষরতা কোর্স, স্কিল ফর লাইফ (জীবন দক্ষতা) ভিত্তিক কোর্স, কমবয়সী মেয়েদের জন্য আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আগাম সহায়তা প্রোগ্রাম।

সেন্টারটি স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য আলাদা সাপোর্ট হাব হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এখানে একটি আলাদা স্বাস্থ্য ও মানসিক কল্যাণ কেন্দ্র থাকবে, যেখানে নারীরা পাবেন- বেনিফিট, বাসস্থান, আইনগত সহায়তা, লোন বা ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ পরিবেশে কাউন্সেলিং, মাইন্ডফুলনেস ও সুস্থতা কর্মশালা, প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা, মেনোপজ, একাকীত্ব বা শোক কাটিয়ে ওঠার সহায়তা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর মায়েদের জন্য সেন্সরি স্পেস সহ বিশেষ সহায়তা। 'নারী সেন্টার' হবে শুধুমাত্র-নারীদের জন্য সামাজিক মেলামেশার জায়গা, যেখানে থাকবে, ভিন্ন প্রজন্মের জন্য একত্রে বসার স্থান, যেমন: নিয়মিত কফি ও চায়ের আসর, শুধু নারীদের জন্য খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিং ও উদযাপনের জন্য ইভেন্ট স্পেস।

কাউন্সিলর সাবিনা আখতার বলেন, "নারী সেন্টার এমন একটি উদ্যোগ, যা স্থানীয় নারীদের জন্য সহায়তা ও সুযোগকে আরও সহজলভ্য করে তুলবে। এটি শুধু পরিষেবা নয় এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে নারীরা নিজেদের নিরাপদ, দৃশ্যমান ও মূল্যবান বলে অনুভব করতে পারবেন।"

কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী বলেন, "শিক্ষা থেকে শুরু করে মানসিক সুস্থতা পর্যন্ত, এই কেন্দ্রটি আমাদের বরোর নারীদের জন্য সমতা ও অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।"

নারী সেন্টার ২০২৫ সালের শেষ দিকে চালু হবে এবং এটি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের চলমান প্রচেষ্টার একটি অংশ, যার লক্ষ্য হলো একটি নিরাপদ, সমতাভিত্তিক এবং সহায়ক সমাজ গড়ে তোলা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বি ওয়েল এর সামার সুইমিং সেশন

এই সামার হলিডে বা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে শিশুদের কিভাবে ব্যস্ত এবং সক্রিয় রাখবেন, তা নিয়ে ভাবছেন? টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেজার সার্ভিস 'বি ওয়েল' এর বেশ কয়েকটি নতুন এবং সময়োপযোগি সাঁতারের সেশন আছে যেখানে পুরো সামারজুড়ে পরিবারের সবাই সক্রিয় থাকতে পারবেন। টিলার লেইজার

সেন্টারে সামার ইনফ্লেটেবল ফান: এই সামার হলিডে বা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে টিলার লেইজার সেন্টার ৮ বছর থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশু-কিশোরের জন্যে পুল ইনফ্লেটেবল সেশন পরিচালনা করছে। এতে‍ স্লাইডসহ বিশাল একটি ইনফ্লেটেবল কোর্সের মাধ্যমে শিশুরা বেশ মজা করতে পারবে। প্রতি মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা থেকে ৩টা এবং শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে ৩টা ও ৩টা থেকে ৪টায় সেশন পরিচালনা করা হয়। প্রতি শিশুর জন্যে ৫ পাউন্ড এবং প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের জন্যে ৭ পাউন্ড ৯০ পেন্স চার্জ করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইটে গিয়ে বুকিং দিতে হবে। অথবা বি-ওয়েল অ্যাপের মাধ্যমেও বুকিং দিতে পারবেন। বুকিংয়ের সময় আপনার লোকেশন হিসেবে টিলার লেইজার সেন্টার সিলেক্ট করার পর 'ইনফ্লেটেবল সুইম সেশন' সিলেক্ট করুন।

পপলার বাথে অতিরিক্ত সুইম ফর অল সেশনঃ পপলার বাথস লেইজার সেন্টারে পুরো সামারজুড়ে সবার জন্য অতিরিক্ত 'সুইম ফর অল' নামে একটি সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। এটি পরিবারের সবাই মিলে সক্রিয় থাকার এবং মজা করার একটি বড় সুযোগ। লেইনে সাঁতারুদের 'সুইম ফর ফিটনেস' বুকিং করে আসা উচিত। এখানে প্রতি শিশুর জন্যে ৫ পাউন্ড এবং প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের জন্যে ৭ পাউন্ড ৯০ পেন্স চার্জ করা হয়। বুকিংয়ের জন্যে টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার লোকেশন হিসেবে পপলার বাথ সিলেক্ট করার পর সুইম ফর অল সিলেক্ট করুন। নতুন উইকেন্ট সেশনের সময়সূচী জানতে ফাইন্ড আউট মোরে ক্লিক করুন।

এসইএন (সেন) ভুক্ত পরিবারের সুইমিং সেশনের জন্য নতুন সময়সূচী: টিলার লেইজার সেন্টারে স্পেশাল এডুকেশনাল নিড সংক্ষেপে এসইএন ভুক্ত পরিবারের জন্যে গ্রাহকদের মতামতের ভিত্তিতে শনিবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট থেকে ১টা ১৫ মিনিট এবং রোববার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট থেকে ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত সাঁতারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সেশনগুলোতে সর্বোচ্চ ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের পরিবারের জন্য যাদের অতিরিক্ত প্রয়োজন রয়েছে।

বুকিংয়ের জন্যে টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন অথবা বি ওয়েল অ্যাপসে গিয়ে আপনার লোকেশন হিসেবে টিলার লেইজার সেন্টার সিলেক্ট করার পর এসইএন ফ্যামিলি সুইম সিলেক্ট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শুরু হয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটসের সামার হলিডে এক্টিভিটিজ

সামার হলিডে বা গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্যে পুরো বারাজুড়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় হলিডে এক্টিভিটিজ এবং ফুড ক্লাব শুরু হয়েছে। এই ক্লাবগুলোতে খেলাধুলা, গেইম, সঙ্গীত, ড্রামাসহ নানা ধরনের এক্টিভিটিজের মাধ্যমে শিশুদেরকে আনন্দ উপভোগ এবং একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়ে বন্ধুত্ব গড়ার সুযোগ তৈরী করে দেয়া হয়। শিশুদের জন্যে বিশেষ ডে ট্রিপেরও আয়োজন করা হয়। সবগুলো হলিডে এক্টিভিটিজ এন্ড ফুড ক্লাবে প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়, যাতে শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার এবং সক্রিয় থাকার বিষয়ে তাদের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়।

সামার হলিডে এক্টিভিটিজ এন্ড ফুড ক্লাবে সেই শিশুদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যারা ফ্রি স্কুল মিলস সংক্রান্ত বেনিফিটের রিসিট দেখাতে পারেন। হলিডে এক্টিভিটিজ এন্ড ফুড প্রদানকারীদের তালিকা, বুকিংয়ের বিস্তারিত তথ্য এবং যোগ্যতার মানদণ্ড দেখতে হলে কাউন্সিলের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটস ঘুরে গেলেন 'ব্রিটেন ইন ব্লুম' ফাইনালের বিচারকরা

দ্যা ব্রিটেন ইন ব্লুম ইউকে ফাইনালের বিচারকরা জুলাই মাসের শেষের দিকে টাওয়ার হ্যামলেটসে ঘুরে গেছেন। তারা এসেছিলেন বারার রঙ্গীন ফুলের প্রদর্শনী এবং গার্ডেনের সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র ও কমিউনিটি গার্ডেনিং পরিদর্শন করতে।

বিচারকরা পুরো বারাজুড়ে বিভিন্ন লোকেশন ঘুরে দেখেন। বাগান, পার্ক, প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার, একটি সিটি ফার্ম, হাউজিং এস্টেইট, কমিউনিটি গ্রুয়িং স্কীম, ভিক্টোরিয়া পার্ক এবং কেনেরি ওয়ার্ফ এস্টেট ঘুরে দেখেন তারা। চলতি সামার বা গ্রীষ্মে জাতীয় বিচারকরা দেশের ৮টি শীর্ষ সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস ছিলো অন্যতম একটি জনপদ। আগামী অক্টোবরে ব্রাইটনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে দ্যা ব্রিটেইন ইন ব্লুম ইউকে ফাইনালের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েব সাইটে ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যা

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের নিন্দা ও ক্ষোভ

রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী মহানগরী গাজীপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে সাংবাদিক মোঃ আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ। এক বিবৃতিতে ক্লাব নেতৃবৃন্দ বলেন, গাজীপুরে এভাবে নৃশংস কায়দায় সাংবাদিক তুহিনের নির্মম হত্যাকাণ্ডে আমরা ক্ষোভে স্তব্ধ। এই দুঃসময়ে

আমরা তাঁর পরিবার, স্বজন এবং সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ১১ আগস্ট সোমবার লন্ডনের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ এই নিন্দা প্রকাশ করেন।

ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ও ট্রেজারার সালেহ আহমদ বলেন, তুহিন ছিলেন নির্ভীক সংবাদ প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন সাংবাদিক। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ওপর একটি গুরুতর আঘাত। সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের সহিংসতা কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

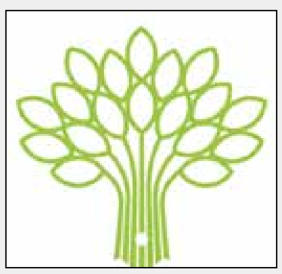

প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ জোর দিয়ে বলেন, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে জরুরি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক, যাতে তারা ভয়-ভীতি, হয়রানি ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন ।

আমরা বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যাতে সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের দ্রুত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয় এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে সাংবাদিক তুহিনকে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা থেকে বাসায় ফেরার পথে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে নির্মম কায়দায় হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। মুলত এক নারীর পক্ষ হয়ে কয়েকজন সশস্ত্র যুবক বাদশা মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে মারধর করছিল । তখন সেখান দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন সাংবাদিক তুহিন। মারধরের বিষয়টি দেখে তিনি তা ভিডিও ধারণ শুরু করেন। বিষয়টি টের পেয়ে সশস্ত্র যুবকেরা তুহিনকে পাকড়াও করে। তাকে ধারণ করা ভিডিও মুছে ফেলতে বলে। কিন্তু তুহিন এতে অস্বীকৃতি জানানোয় তার ওপর হামলা চালানো হয়। তাকে ঘটনাস্থলেই কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় মোট ৮জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিহত তুহিন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন । পাশাপাশি একটি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করতেন। সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি। ছিলেন দুই সন্তানের জনক।

পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশ বইমেলা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশ বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে প্রস্তুতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চায় নিবেদিত সংগঠন সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ যুক্তরাজ্য আগামী ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রেডি আর্টস অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারে এই উৎসবের আয়োজন করবে। এরই অংশ হিসেবে গত ৪ আগস্ট পূর্ব লন্ডনের দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে এ সভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ইকবাল। তিনি স্বাগত বক্তব্যে আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক অগ্রগতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। সাধারণ সম্পাদক উদয় শংকর দুর্জয় সভা সঞ্চালনা করেন। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি আজাদ, এম মোসাইদ খান এবং মুখ্য অর্থ সম্পাদক হেনা বেগম সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌস সুলতান, কবি হামিদ মোহাম্মদ, কবি মিলটন রহমান, কবি ইকবাল বুলবুল, কবি আতাউর রহমান মিলাদ, গবেষক ফারুক আহমেদ, কবি আবুল কালাম আজাদ ছোটন, লেখক-সাংবাদিক রহমত আলী, কবি আসমা মতিন, কবি ইমদাদুন খান, কবি মাহফুজা রহমান, কবি শামসুল হক শাহ আলম, কথাসাহিত্যিক কামাল কাদের, কবি মোসাইদ খান, কবি অশ্রু বৈরাগী, কবি নূরজাহান শিল্পী, আবৃত্তিশিল্পী মুনিরা পারভীন,

কবি-আবৃত্তিশিল্পী ফয়েজুল ইসলাম ফয়েজনূর, কবি মুহাম্মদ মুহিদ, নৃত্যশিল্পী দ্বীপ, কবি শামসুদ্দিন রুমি, কবি মির মাহবুবুল আলম, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শাহিন রহমান, সংবাদপাঠিকা সেলিনা হায়দারসহ অনেকে।

সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা উৎসব সফল করতে নানা গঠনমূলক পরামর্শ দেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই সভায় প্রাপ্ত মতামত আসন্ন উৎসবকে সফল ও সমৃদ্ধ করবে।

সভা শেষে সভাপতি মোহাম্মদ ইকবাল উপস্থিত অতিথি, সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী এবং আয়োজক কমিটির সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষভাবে তিনি সাধারণ সম্পাদক উদয় শংকর দুর্জয়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম মোসাইদ খান ও স্মৃতি আজাদ, এবং মুখ্য অর্থ সম্পাদক হেনা বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ৪২। লম্বা, স্লিম। সুদর্শন। উচ্চশিক্ষিত প্রফেশনাল বৃটিশ-বাংলাদেশী পাত্রের (ডিভোর্সড) জন্য অবিবাহিত/শর্ট ডিভোর্সড/বৃটিশ/নন-বৃটিশ/স্টুডেন্ট অথবা ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশী পাত্রি আবশ্যক। নামাজী, পর্দানশীল, ভালো কনজার্ভেটিভ পরিবারের পাত্রী হলে ভালো হয়। শুধুমাত্র আগ্রহীরা নিচের ইমেইলে পাত্রের বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

E: sayfuzzamandulal@gmail.com (WD:11-18)

লন্ডনে প্রথম ‘সিলেট নির্মাণ স্কুল ক্রিকেট লেজেন্ডস ট্রফি’

চ্যাম্পিয়ন শাহজালাল জামিয়া ইসলামিয়া স্কুল

খালেদ মাসুদ রনি: হৈ-হুল্লোড়,আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে সিলেটের প্রবাসী শিক্ষার্থীদের

উদ্যোগে লন্ডনে প্রথম সিলেট নির্মাণ স্কুল ক্রিকেট লেজেন্ডস ট্রফি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে সেভেন কিং পার্কে ফাইন্যাল খেলায় শাহজালাল জামিয়া ইসলামিয়া স্কুল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফাইনাল ম্যাচে জামিয়া স্কুলের জাহিদ ৫৪ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরা হন। পুরো টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন জনি এবং সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হন আবু জায়েদ রাহী।

সমাপনী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন টুর্নামেন্ট পরিচালক মারুফ হাসান এবং জুয়েল চৌধুরী। এসময় আয়োজকদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন রেজাউল হক রনি, হাসান আব্দুল্লাহ, আমজাদ আলী মিসবাহ ও এনামুল হক।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত রাজনীতিবিদ রেজাউল হাসান কয়েছ লুদি, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব শহিদুল আলম রতন, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, যে ফর সিকিউরিটি-এর জুয়েল চৌধুরী, দি এইডেড হাই স্কুলের সাবেক শিক্ষক ফজলুর রহমান, জামিয়ার সাবেক প্রিন্সিপাল আব্দুর শাকুর, সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার নাসিরুল আলম নাহিদ, জামিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার সৈয়দ নাদির আহমেদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এহতেশাম উদ্দিন বুলবুল, হাজী সিদ্দিকুর রহমান, আমির খসরু, আব্দুর রাকিব প্রমুখ। এবারের খেলায় অংশগ্রহণ করে শাহজালাল জামিয়া ইসলামিয়া, দ্যা এইডেড হাই স্কুল, সরকারি পাইলট স্কুল, ব্লু বার্ড হাই স্কুল। সমাপনী পর্বে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হস্তান্তর করেন শহিদুল আলম রতন এবং রেজাউল হাসান। টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পনসর ছিলেন স্মার্ট মুভ এডুকেশন গ্রুপ এবং ক্যাম্পাস গ্রুপ।

সকল অতিথিবৃন্দ টুর্নামেন্টের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। আয়োজকরা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী বছরগুলোতে আরও স্কুল যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানান।

বার্মিংহামে জেস ফিলিপস এমপির সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

১৪ বছরের ‘লং রেসিডেন্স’ আইন পুনরায় চালুর দাবি

যুক্তরাজ্যে ৯ জুলাই ২০১২ সালের পূর্বে আগত বৈধ কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের বৈধতা দেওয়ার লক্ষ্যে বাতিল হওয়া ১৪ বছরের লং রেসিডেন্স আইন পুনরায় চালুর দাবি জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে সাংবাদিক রাজু আহমেদ ও কমিউনিটি নেতা তারেক চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বার্মিংহাম ইয়ার্ডলির এমপি ও হোম অফিস সংক্রান্ত পার্লামেন্টারি আন্ডার-সেক্রেটারি জেস ফিলিপস এমপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধি দলটি যুক্তরাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের বৈধতার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৪ বছরের পুরনো আইনটি পুনর্বহালের আবেদন জানান। তারা এমপিকে লিখিতভাবে জানান, আইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাধারণত পুরনোদের জন্য পুরনো নিয়ম এবং নতুনদের জন্য নতুন নিয়ম কার্যকর হয়-যেমনটা স্টুডেন্ট, স্কিল ওয়ার্কার কিংবা স্পাউস ভিসার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। অথচ ৯ জুলাই ২০১২ সালের পূর্বে আসা অভিবাসীদের ক্ষেত্রে পুরনো ১৪ বছরের নিয়মের পরিবর্তে হঠাৎ করে ২০ বছরের নতুন নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা তাদের স্থায়ী হওয়ার পথকে দীর্ঘায়িত করছে।

পুরনো ১৪ বছরের লং রেসিডেন্স নিয়মে একজন অভিবাসী ১৪ বছর যুক্তরাজ্যে বসবাস করার পর স্থায়ী বাসিন্দা (আইএলআর) হওয়ার আবেদন করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান ২০ বছরের নিয়ম অনুযায়ী, অভিবাসীদের প্রথমে ২০ বছর প্রমাণ করতে হয়, তারপর আরও ১০

বছরের ‘লিমিটেড লিভ টু রিমেইন’ (এলএলআর) পদ্ধতিতে তিনবার ভিসা নবায়ন করতে হয়-যা কার্যত স্থায়ী হওয়ার পথে অন্তত ৩০ বছরের প্রক্রিয়া তৈরি করেছে।

প্রতিনিধিদের যুক্তি ছিল, এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া বাস্তবসম্মত নয় এবং এটি ১৪ বছরের নিয়মের সরলতা ও কার্যকারিতাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তারা বলেন, ২০১২ সালের আগে আসা অভিবাসীরা ইতোমধ্যে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং তাদের বৈধতা দিলে তারা ব্রিটেনের অর্থনীতি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

এ সময় জেস ফিলিপস এমপি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করে বলেন, বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই প্রেক্ষিতে, কেবল ৯ জুলাই ২০১২ সালের আগে যুক্তরাজ্যে আগত অভিবাসীদের জন্য ১৪ বছরের লং রেসিডেন্স আইনটি পুনর্বহাল করা এখন সময়োপযোগী ও ন্যায়সংগত পদক্ষেপ বলে দাবি করেন কমিউনিটি নেতারা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

GREATER KAMAL BAZAR DEVELOPMENT TRUST UK

EXECUTIVE COMMITTEE 2025-2028

Emdadur Ahmed
Chairperson

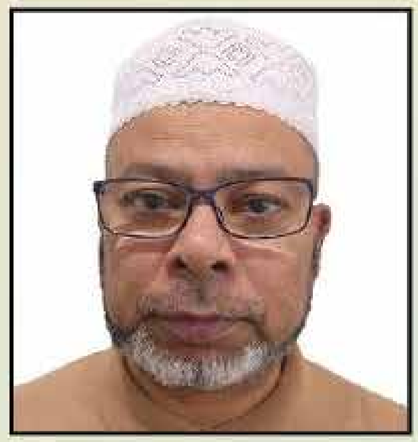

Abdul Basith Chowdhury
Vice Chairperson

Md Abdul Ahad
Vice Chairperson

Bokhtier Khan
General Secretary

Shahed Miah
Assistant Secretary

Parvez Ahmed
Organising Secretary

Harunur Rashid
Tresaurer

Azad Ali
Assistant Tresaurer

Hafijur Rahman
Press & Publicity Secretary

Kutub Uddin Khan
EC Member

Abdul Shohid
EC Member

Abdul Mukith Nanu
EC Member

Shah Alam Hubeb
EC Member

Abdul Manan
EC Member

Mahbub Ahmed
EC Member

৫০০ টাকার জন্য ঘুমন্ত বড়ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের সিদ্ধেশ্বরপুর গ্রামে সংঘটিত

আব্দুর রহিম রাফির (২৬) নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে জেলা পুলিশ। গত সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে মৌলভীবাজার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক বিফ্রিংয়ে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোবেল চাকমা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিফ মহিউদ্দিন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং প্রাথমিকভাবে হত্যার কারণ ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত করে। গোপন সোর্স, তথ্য প্রযুক্তি, এলাকাবাসীর বক্তব্য এবং আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় নিহতের ছোট ভাইকে (বয়স ১৬) ৯ আগস্ট জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে নিহতের স্ত্রী এবং আশেপাশের মানুষের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে ১০ আগস্ট সে তার ভাইকে ঘুমের মধ্যে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার কথা স্বীকার করে।

হত্যার কারণ সম্পর্কে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোবেল চাকমা বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ৮ আগস্ট রাত অনুমান ৮টার সময় তার ভাই নিহত রাফির কাছে ৫শ টাকা চায়। রাফি ছোট ভাইকে টাকা না দিয়ে গালিগালাজ এবং দুর্ব্যবহার করে। এই ঘটনায় বড় ভাইয়ের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। পরের দিন শনিবার ৯ আগস্ট সকাল ৭টার সময় ঘুম থেকে উঠে ঘাতক ছোট ভাই দেখে তার মা বাড়িতে নেই। বাড়িতে স্ত্রী না থাকায় সেদিন রাফির ঘরের সব দরজাও খোলা ছিল। বাড়িতে কেউ নেই আর রাফি ঘুমিয়ে ছিল, এই সুযোগে আগের রাতের ঘটনায় ভাইয়ের ওপর রাগের বশবর্তী হয়ে খাটের নিচে থাকা ধারালো দা দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় রাফিকে ঘাড়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে হত্যা করে।

পরবর্তীতে ঘাতক ছোট ভাই হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দা বেসিনে ধুয়ে পরিষ্কার করে পুনরায় খাটের নিচে রেখে দেয় এবং তার পরনে থাকা রক্তমাখা লুঙ্গিও খাটের নিচে রেখে দেয়। ঘটনার পর সে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে থাকে।

তবে শুধু এটাই হত্যাকাণ্ডের পেছনে একমাত্র কারণ নয় বলে তিনি জানান। পরিবারিক অশান্তি এবং প্রায়ই দেবর-ভাবি এবং ভাইয়ের সাথে পারিবারিক অশান্তির তথ্য পাওয়া যায়। সময়ের সাথে সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে বড় ভাইয়ের ওপর ক্ষোভ বাড়তে থাকে। যেটা শেষ পর্যন্ত হত্যার মাধ্যমে শেষ হয়।

গ্রেফতার আসামির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দা এবং তার ঘরের খাটের নিচ থেকে তার রক্তমাখা লুঙ্গি উদ্ধার করা হয়েছে।

দুই দিন আগে অর্থাৎ গত ৯ আগস্ট সকালে নিজ ঘরে আব্দুর রহিম রাফি (২৬) নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় ভিকটিমের মা মনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে কমলগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পাথরখেকোদের থাবায় বিলীনের পথে ধলাই নদীর সাদাপাথর

সিলেট ডেস্ক, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর-প্রকৃতির এক অপার সৃষ্টি। ধলাই নদীর উৎসমুখে ভারত থেকে নেমে আসা সাদা-ধূসর পাথরের স্তূপ, পাহাড়ি ঝরনার স্বচ্ছ জল আর সীমান্তের অপার সৌন্দর্য মিলিয়ে প্রতিবছর লাখো পর্যটক এখানে আসেন। কিন্তু সম্প্রতি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে পড়েছে ধ্বংসের থাবা। সম্প্রতি এখানে শুরু হয়েছে নজিরবিহীন লুটপাট। তাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে সাদাপাথর। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পর্যটনকেন্দ্রটি। প্রশাসনের উদাসীনতায় পাথরখেকোরা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে লুটপাট। এখনো মাটিখুঁড়ে বের করে নেওয়া হচ্ছে 'সাদাপাথর'। দুই সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার পাথর লুট হয়েছে বলে ধারণা স্থানীয়দের।

স্থানীয়রা জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞায় পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকা পাথররাজ্যে লুটপাট শুরু হয় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পট পরিবর্তনের পর থেকে। শাহ ভোলাগঞ্জের আরেফিন টিলা, রোপওয়ে বাংকার থেকে প্রকাশ্যে পাথর উত্তোলন করে এখন ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ছিল 'সাদাপাথর' ও তৎসংলগ্ন বসত বাড়ি। কোথাও কোথাও প্রভাবশালী নেতারা প্রভাব খাটিয়ে বসতবাড়ি কিনে নিয়ে পাথর উত্তোলন করছেন। পরিবেশের বারোটা বাজালেও কোম্পানীগঞ্জে যেন যেতে বারণ পরিবেশ অধিদপ্তরের।

স্থানীয়রা বলছেন, গত দুই সপ্তাহে সাদাপাথর এলাকায় কয়েক দফা পাহাড়ি ঢল নামে। প্রতিবারই ঢলের তোড়ে স্তরে স্তরে পাথর ও বালু নামে। এবার দফায় দফায় ঢলের পর শুধু বালু দেখা গেছে। বালুর স্তর সরিয়ে পাথর লুটপাট হয়েছে। দুই সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার পাথর লুট হয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছেন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা।

গত ১৪ জুন সকালে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) জাফলং পরিদর্শনে গেলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের গাড়িবহর আটকে দেন বালু-পাথর ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা।

এসব আন্দোলনকারীর নেতৃত্বে ছিলেন রাজনৈতিক কিছু সংগঠনের কয়েকজন নেতা। এ সময় তারা বন্ধ থাকা জাফলংসহ সিলেটের পাথর কোয়ারিগুলো চালুর দাবিতে স্লোগান দেন। কিন্তু পাথর কোয়ারিগুলো খুলে দেওয়ার দাবিতে যখন উপদেষ্টাদের গাড়ি আটকানো হয়, তখনো পাথর লুটপাটের ঘটনা অব্যাহত ছিল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দাদের অনেকে বলেন, পাথররাজ্যে বড় লুটপাট হয়েছে গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে। দিনে ও রাতে চলেছে লুটের মচ্ছব। সে সময় প্রতিরাতে অন্তত শতাধিক গাড়ি পাথর কোম্পানীগঞ্জ থেকে বের হয়ে যেতো। আর পাথর লুটের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতা।

উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ, বিজিবির নীরবতায় লুট হয়েছে সাদাপাথরও। স্থানীয় কালাসাদেক বিওপি অতিক্রম করেই যেতে হয় পাথর কোয়ারিতে। বিজিবির ফাঁড়ি এলাকা মাড়িয়েই পাথরের ট্রাকগুলো যায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) সিলেট বিভাগীয় সমন্বয়ক শাহ সাহেদা আখতার বলেন, '৫ আগস্টের পরিবর্তন সারা দেশে এসেছে। সেটিকে আমরা রাজনৈতিক পরিবর্তন ধরে নিয়েছি। কিন্তু সব দিক দিয়ে নেতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তেমনি নেতিবাচক পরিবর্তন সিলেটেও এসেছে। এখানে প্রশাসনের কোনো তদারকি নেই। ধ্বংসযজ্ঞ দেখে মনে হয়, এই বিষয়গুলো ঠেকানোর কেউ নেই।'

পরিবেশ অধিদপ্তর সিলেটের সহকারী পরিচালক বদরুল হুদা বলেন, 'জাফলং যেমনি ইকোলজিক্যালি এরিয়া, তেমনি সাদাপাথর নয়। যে কারণে সাদাপাথরে অভিযান চালাতে পারি না। ইতোমধ্যে জাফলংয়ে অভিযানে ১২টার বেশি মামলা করেছি। তারপর জেলা প্রশাসন থেকে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালিত হলে আমরা সংযুক্ত থাকি। মূলত এটি খনিজসম্পদের আওতায়। পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আমলযোগ্য নয়। যেমনটি লোভাছড়াতে অভিযান চালিয়ে মামলা করতে গেলে খনিজসম্পদ থেকে চিঠি দিয়ে বাধা দেয়।'

ভোলাগঞ্জে পাথর লুট

পদ হারালেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি সভাপতি

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: পাথর লুট ও চাঁদাবাজির অভিযোগে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দিনের দলীয় সব পদ স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার বিএনপির কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর পদ স্থগিতের কথা জানানো হয়।

সাহাব উদ্দিন সিলেট জেলা বিএনপির সহ-সভাপতিও। বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর পরিবর্তে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সরকার পরিবর্তনের পর কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে সরকারি দেড়শ' একর ভূমি দখলদার হিসেবে অভিযুক্ত হন সাহাব উদ্দিন। ওই সময় ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পর্যটন কেন্দ্রের জায়গার ওপর নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়। লুট করা হয় স্থলবন্দরের নির্মাণ সামগ্রী। পরে ভোলাগঞ্জে রেলওয়ের সংরক্ষিত এলাকা এমনকি সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্রের পাথর লুটপাটের পেছনে তাঁর মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

বিশেষ করে ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি ও স্থানীয় বাংকারের পাথর লুট করে সাহাব উদ্দিনের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা নদীর তীরে এখনও ডাম্পিং করা হচ্ছে।

নানা অভিযোগে গত মার্চে জেলা বিএনপি তাঁকে শোকজ করে। পরে তাঁর বিরুদ্ধে

দলীয় তদন্ত করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, সেই তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কেন্দ্রীয় কমিটি সোমবার তাঁকে দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে।

গোলাপগঞ্জে বন্ধুর হাতে যুবদলকর্মী শেখ রনি খুন

সিলেট প্রতিনিধি, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: সিলেটের গোলাপগঞ্জে গভীর রাতে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন শেখ মোঃ রনি হোসেন (২৯) নামে এক যুবদল কর্মী। গত শনিবার (৯ আগস্ট) দিনগত রাত দেড়টার দিকে সিলেটের গোলাপগঞ্জ পৌরসদরের কদমতলায় এ ঘটনা ঘটে। ত্রিভুজ প্রেমের কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

নিহত শেখ মোঃ রণি হোসেন উপজেলার আমুড়া ইউনিয়নের আমুড়া গ্রামের আজিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি যুবদলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে।

গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মোসলেহ উদ্দিন আহমদ বলেন, গত রাত দেড়টার দিকে শেখ মোঃ রনি হোসেনকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন তারই বন্ধু, উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের বাবুল মিয়ার ছেলে রাজু আহমদ। ঘটনার পর শেখ রণিকে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে- এক যুবতীকে কেন্দ্র করে প্রেমঘটিত জের ধরেই রাজু তার বন্ধুকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। ঘটনার পর সে পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া খুনের ঘটনায় যার সূত্রপাত, সেই তরুণীকেও জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া চলছে।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

সন্তানদেরকে গেইমের আসক্তি থেকে কীভাবে রক্ষা করবেন?

শায়খ আব্দুল কাইয়ূম

“আমরা কি আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনলাইন স্ক্রিনের সামনে বসিয়ে রেখে অলস করে দিচ্ছি? তারা তাদের জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করছে যা তারা আর কোনোদিনও ফিরে পাবে না? নাকি আমরা তাদেরকে প্রতিদিন কুরআন পড়তে, হাদিস শিখতে, রাসুল (সাঃ) এর জীবনী অধ্যয়ন করতে, ঘরের কাজে সাহায্য করতে এবং উত্তম চরিত্র গড়ে তুলতে দিকনির্দেশনা দিচ্ছি?”

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আবদুল কাইয়ুম ৮ আগস্ট শুক্রবার জুমার খুতবায় কথাগুলো বলছিলেন। তাঁর খুতবার বিষয়বস্তু ছিলো, যেহেতু যুক্তরাজ্যে বর্তমানে স্কুল হলিডে চলছে, এই সময়টুকু আমাদের সন্তানেরা কীভাবে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারে।

তিনি বলেন, হলিডের অর্ধেক সময় ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে। আর বাকি অর্ধেক সামনে রয়েছে। এটি একটি অমূল্য সুযোগ, যা আমরা নষ্ট করার সামর্থ্য রাখি না। অনেকেই ছুটিকে শুধুমাত্র বিশ্রাম, বিনোদন ও দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার সময় হিসেবে দেখে থাকে। কিন্তু একজন মুমিনের জন্য হলিডে এর চেয়েও অনেক বড় অর্থ বহন করে। এটি হলো আত্মিক উন্নতির, পরিবারিক সম্পর্ক মজবুত করার এবং এমন ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার সোনালী সুযোগ, যা সারাজীবন স্থায়ী হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: পাঁচটি কাজ অন্য পাঁচটি কাজের আগে কাজে লাগাও। জীবনকে কাজে লাগাও মৃত্যুর আগে, সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থতার আগে, অবসর সময়কে ব্যস্ত হয়ে পড়ার আগে, যৌবনকে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগে, এবং সম্পদকে কাজে লাগাও গরীবি পেয়ে বসার আগে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, “দুটি নিয়ামত আছে যা অনেকেই হারিয়ে ফেলে। একটি হলো সুস্বাস্থ্য, অন্যটি অবসর সময়। আমরা আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: আমরা কি আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনলাইন স্ক্রিনের সামনে বসিয়ে অলস করে দিচ্ছি এবং এমন অমূল্য সময় নষ্ট করছি যা তারা আর কোনোদিন ফিরে পাবে না? নাকি আমরা তাদেরকে প্রতিদিন কুরআন পড়তে, হাদিস শিখতে, রাসুল (সাঃ) এর জীবনী অধ্যয়ন করতে, ঘরের কাজে সাহায্য করতে এবং উত্তম চরিত্র গড়ে তুলতে দিকনির্দেশনা দিচ্ছি?

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার পালিতদের (সন্তান-সন্ততি) জন্য দায়িত্বশীল।”

অভিভাবকরাই সন্তানের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক। আমরা সন্তানদের মাদরাসা ও স্কুলে পাঠালেও, তাদের ভিত্তি তৈরি হয় ঘরেই। কোনো উপকারী কাজ না করে সময় নষ্ট করা বড় ক্ষতি।

ইমাম হাসান আল-বাসরি (রহ) বলেছেন: “আমি এমন লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যারা সময়কে এমনভাবে রক্ষা করত যেমন তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পাদ রক্ষা করো। আমরা কেউ ১০ পাউণ্ড হারাতে চাই না, কিন্তু অজান্তেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হারিয়ে ফেলি।

তিনি আরও বলেছেন: “হে আদম সন্তান, তুমি কেবল কয়েক দিনের সমষ্টি। যখনই একটি দিন চলে যায়, তোমার একটি অংশ হারিয়ে যায়।”

তাহলে, কীভাবে আমরা এই ছুটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি? এখানে কিছু করণীয়:

পরিবারের সঙ্গে জামাতে নামাজ পড়া, বিশেষ করে ফজর। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম করা। নবীদের কাহিনি ও সীরাত পড়া। স্ক্রিন টাইম কমিয়ে শারীরিক কার্যকলাপে উৎসাহিত করা। জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা শেখানো-যেমন রান্না, মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ঘরের কাজে সাহায্য। আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক মজবুত করা। সম্ভব হলে পরিবারের সবাই একসঙ্গে খাওয়া।

আমাদের তরুণদের সামনে দুটি বড় বিপদ-অতিরিক্ত সময় বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো, যার ফলে পরিবার থেকে দূরে সরে যাওয়া; এবং অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনে ব্যয় করা। দুটোই খারাপ অভ্যাসের জন্ম দিতে পারে এবং ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দুর্বল করতে পারে।

চলুন, আমরা ঘরে ভালোবাসা ও যত্নের সম্পর্ক গড়ে তোলায় মনোযোগ দিই। প্যারেন্টিং শুধু শৃঙ্খলা আর শাস্তি দেওয়া নয়; বরং সম্পর্ক, কোমলতা ও দয়ার ব্যাপার।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তখন তিনি তাদের মধ্যে কোমলতা দান করেন। চিৎকার ও কঠোরতা সন্তানদের দূরে সরিয়ে দেয়। যেমন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করতে বাধ্য, তেমনি অভিভাবকদেরও সন্তানের সঙ্গে দয়া ও কোমল আচরণ করা উচিত।

কুরআনে আল্লাহ বলেন অতএব, "যখন তুমি তোমার কাজ শেষ করো, তখন দাঁড়াও (ইবাদতের জন্য)।" (সূরা আল-ইনশিরাহ, ৯৪:৭)

যখন আমাদের কাজ শেষ হয়, তখন আমাদের উচিত আল্লাহর ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকিরে মনোনিবেশ করা। এভাবে আমাদের ছুটি নষ্ট না হয়ে বরকতে ভরে উঠবে। আসুন, আমরা এমন ছুটি কাটাই, যা ঈমানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে, সময়কে নিঃশেষ করবে না।

হে আল্লাহ, আমাদের সময় সঠিকভাবে ব্যবহার করার তাওফিক দিন, আমাদের পরিবারকে বরকতময় করুন, আমাদের ঘরকে ভালোবাসা ও রহমতে ভরিয়ে দিন এবং আমাদের দিনগুলো সৎকর্মে পূর্ণ করে দিন। আমীন।

শায়খ আব্দুল কাইয়ূম : প্রধান ইমাম ও খতীব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার।

শুক্রবার, ৮ আগস্ট ২০২৫।

অভাব-অনটন দূর হওয়ার আমল

ডা: মুহাম্মদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

জীবনে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও হালাল সম্পদ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নেয়ামত। কিন্তু কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে এগুলো না দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন, কিন্তু দুর্বল ঈমানদার হওয়ার কারণে অনেকে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন। আর মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রিজিকেরও ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া অবলম্বন করা, তার নির্দেশাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা। পাশাপাশি আল্লাহর ওপর অটল আস্থা রাখা, তাওয়াক্কুল করা এবং রিজিক তালাশে তার সাহায্য প্রার্থনা করা।

কারণ, আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন, কখনো সচ্ছলতা দিয়ে আবার কখনো অভাব-অনটন দিয়ে। তাই সব অবস্থায় মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতে হবে। তার কাছেই অভাব-অনটন থেকে মুক্তি চাইতে হবে। আর এ জন্য পবিত্র কুরআনে দোয়াও রয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন- 'যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৭)।

বিখ্যাত সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- আল্লাহ বলেন- 'হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেবো এবং তোমার অভাব ঘুচিয়ে দেবো। আর যদি তা না করো, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করবো না' (তিরমিজি)।

অভাব-অনটনের সময় নিরাশ হওয়া যাবে না। মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে চেষ্টা ও দোয়া করতে হবে। হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- নবীজী সা: বলেন, 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি এই দোয়াটি পাঠ করবে তার অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। দোয়াটি হলো : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ফাকরি, ওয়াল কিল্লাতি, ওয়াজজিল্লাতি, ওয়া আউজুবিকা মিন আন আজলিমা আও উজলিমা' (বুখারি-১৫৪৪)।

অর্থ- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দরিদ্রতা থেকে এবং আপনার কম দয়া থেকে ও অসম্মান থেকে এবং আমি আপনার কাছে আরো আশ্রয় চাচ্ছি, কাউকে জুলুম করা থেকে অথবা কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।'

অভাব থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ আমাদের যে দোয়া শিখিয়েছেন, সেটি হলো- 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা আনজিল আলাইনা মায়িদাতাম মিনাস সামায়ি তাকুনু লানা ঈদান লিআওয়ালিনা ওয়াআখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা। ওয়ার জুকনা ওয়া আনতা খাইরুর রজিকিন' (সূরা মায়েদা, আয়াত-১১৪)।

অর্থ- 'হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাবারপূর্ণ দস্তরখান নাজিল করুন, যা আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হবে; আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যও। আর আপনার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হবে। এ ছাড়া আমাদের রিজিক দান করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: বর্ণনা করেন, নবীজী সা: বলেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করবে, মহান আল্লাহ তাকে সব সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন' (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার আকুতি : অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম আমল হলো দোয়া। মহানবী সা: দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেছিলেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা: বলেন, নবীজী সা:-এর যুগে (অতিবৃষ্টির কারণে) মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হলে একদিন জুমার দিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, ধন-সম্পদ বরবাদ হয়ে গেল, সন্তানসন্ততি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ছে।...' রাসুল সা: বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের চার পাশে, আমাদের ওপর নয়।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসুল সা: হাত দিয়ে যে দিকেই ইশারা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সে দিকেই ফরসা হয়ে গেছে। এমনকি আমি মদিনাকে আয়নার মতো পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এ দিকে 'কানাত' নামক প্রান্তরে এক মাস ধরে পানির ধারা বয়ে গেল। যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউই এসেছে, সে-ই অতিবৃষ্টির সংবাদ দিয়েছে (মুসলিম-১৯৬৪)।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচার দোয়া : আবু হুরায়রা রা: বলেন, অভাব ও দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে মহানবী সা: এভাবে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই, কারণ তা নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই খিয়ানত করা থেকে। কেননা, তা খুবই নিকৃষ্ট বন্ধু' (আবু দাউদ-১৫৪৭)।

সাইয়েদুল ইস্তিগফার পড়া

'আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিজাম্বি ফাগফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা।'

অর্থ- 'হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।'

নিয়ম : সকালে ও সন্ধ্যায় এ ইস্তিগফার করা। ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর এ ইস্তিগফার পড়তে ভুল না করা। কেননা হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি এ ইস্তিগফার সকালে পড়ে আর সন্ধ্যার আগে মারা যায় কিংবা সন্ধ্যায় পড়ে সকাল হওয়ার আগে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে যাবে' (বুখারি)।

রিজিকের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি যাকে চান অঢেল রিজিক দান করেন। আমাদের কাজ হলো তার নির্দেশ অনুযায়ী পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মনের সব

ঋণ আদায়ের বিশেষ দোয়া

উবাইদুল্লাহ নাঈম সিরাজী

হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'গোনাহ কম কর তাহলে মৃত্যু তোমার ওপর সহজ হবে এবং ঋণ কম কর; তাহলে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে'। (কানযুল উম্মাল, হাদিস নং ৪৩৭৬৯।) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, ঋণ ছাড়া শহীদের সব গুনাহই মাফ করে দেওয়া হবে (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৭৩০)।

হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক মুকাতিব গোলাম তার কাছে এসে বলল, আমি আমার চুক্তি অনুসারে বিনিময় মূল্য দিতে অপারগ হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন। তিনি বললেন, তোমাকে এমন কিছু কালিমা আমি শিখিয়ে দেব কি যেগুলো রাসূল (সা.) আমাকে শিখিয়েছিলেন? তোমার জিম্মায় যদি ছবির পাহাড় (তায় গোত্রে অবস্থিত আরবের একটি বড় পাহাড়) পরিমাণ ঋণও থাকে, তবে তা আল্লাহতায়ালা তাও আদায় করে দেবেন। তুমি বলবে 'আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা 'আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়াকা'।

অর্থাৎ হে আল্লাহ! হারাম থেকে মুক্ত রেখে তোমার প্রদত্ত হালাল বস্তুই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও। -(তিরমিজি, হাদিস নং ৩৫৬৩)।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৫	৪:০৬	৫:৪৩	০১:১০	৬:০৭	০৮:২৬	৯:৩২
শনিবার	১৬	৪:০৮	৫:৪৫	০১:১০	৬:০৫	০৮:২৪	৯:৩১
রবিবার	১৭	৪:১১	৫:৪৭	০১:১০	৬:০৪	০৮:২২	৯:২৯
সোমবার	১৮	৪:১২	৫:৪৮	০১:০৯	৬:০৩	০৮:২০	৯:২৭
মঙ্গলবার	১৯	৪:১৪	৫:৫০	০১:০৯	৬:০১	০৮:১৮	৯:২৫
বুধবার	২০	৪:১৬	৫:৫১	০১:০৯	৬:০০	০৮:১৬	৯:২৩
বৃহস্পতিবার	২১	৪:১৮	৫:৫৩	০১:০৯	৫:৫৮	০৮:১৩	৯:২১

পুতিন না ট্রাম্প– কে কাকে আসলে ফাঁদে ফেলছেন

স্টিফেন ব্রায়েন

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের আসন্ন আলাস্কা বৈঠক নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এটিই তাদের প্রথম বৈঠক।

এদিকে ইউক্রেনে ভলোদিমির জেলেনস্কি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি মনে করছেন ইউক্রেনের কিছু ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। জেলেনস্কি বলেন, এটি কখনোই হওয়ার নয়।

এদিকে ইউরোপের দেশগুলো (যারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম এবং সামষ্টিক অক্ষমতার কারণে কোনোদিনই সেটি পারবে না) বৈঠকের টেবিলে আসন দাবি করেছে।

বৈঠকে ইউরোপীয়দের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে ট্রাম্প তার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে পাঠিয়েছেন যাতে তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত রাখা যায়। তিনি তাঁর বসের নির্দেশমতোই কাজ করবেন। তিনি বলেন ট্রাম্প-পুতিন চুক্তি বর্তমান যুদ্ধরেখার ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

এর বাইরে ট্রাম্প-পুতিন চুক্তি কেমন হতে পারে সেটি নিয়ে একজন শুধুই জল্পনাটাই করতে পারে। এটা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মতো ব্যাপার। তবে ট্রাম্প ও পুতিন ইউক্রেন এবং রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য কৌশলগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। পুতিন ও রাশিয়ার লক্ষ্য পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট। সন্দেহ নেই যে ট্রাম্পও সেগুলো ভালো করেই জানেন। পুতিনের নেতৃত্বে রুশ রাজনীতিবিদেরা এগুলো বারবার করে বলে এসেছেন।

পুতিন ও ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে যে সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, পুতিন উইটকফকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, দুজনেই হাস্যোজ্জ্বল।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিভিন্ন কূটনৈতিক চ্যানেলে আগে থেকেই অনেক প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এর কোনোটাতেই ইউক্রেন বা ইউক্রেনের কোনো নেতাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

পূর্বপ্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও পুতিন ও উইটকফের মধ্যে আলোচনা শেষ হতে তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে। এই বৈঠকের ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় উইটকফ-পুতিন বৈঠকের প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। সেই বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যাপারে দুই দেশ একমত হয়েছে।

এর বাইরে আমরা জানি ট্রাম্প এমন একটি চুক্তি চান যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। কেউ এটিকে ইউক্রেনের আত্মসমর্পণ বলতে পারেন (যেটির বিরুদ্ধেই মূলত জেলেনস্কি লড়াই করছেন); তবে ট্রাম্পের ভাষায়, এটি একটি যুদ্ধবিরতি।

ট্রাম্প এমন কোনো প্রস্তাব তৈরি করতে পারবেন না, যেটা আমেরিকানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইউরোপের দিক থেকে ইতিবাচক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। আমরা আসলে জানি না ট্রাম্প একটি যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে সত্যিই সিরিয়াস, নাকি পুতিনকে ফাঁদে ফেলছেন।

কিন্তু চুক্তির মধ্যে যদি আরও কিছু অমীমাংসিত বিষয় না থাকত, তাহলে ট্রাম্প ও পুতিনের বৈঠকে বসার কোনো কারণ ছিল না। আর এই 'অন্যান্য বিষয়'ই সবচেয়ে রহস্যময় ও অজানা।

সবাই জানে এবং জেলেনস্কিও জোরগলায় নিশ্চিত করেছেন, যে তিনি একচিলতে ভূখণ্ডও ছাড় দেবেন না। জেলেনস্কিকে রাজি করানোর মতো কোনো বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে ইউক্রেনের অন্য কোনো নেতাও (যদি না তিনি রাশিয়ার হাতের পুতুল হন, আর সে ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক আয়ুষ্কাল খুবই সংক্ষিপ্ত হবে) এমন প্রস্তাবে রাজি হবেন না।

জেলেনস্কির দৃষ্টিকোণ (সম্ভবত এখন আর ইউক্রেনীয় জনগণের সমর্থন পাচ্ছেন না। কারণ, তাঁরা ক্রমে যুদ্ধ ও প্রাণহানিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন) থেকে বিবেচনা করলে ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার মানে হচ্ছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর পতন। ইউক্রেনকে পুরোপুরি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে সঁপে দেওয়া।

রুশরা বলছেন, তাঁরা ইউক্রেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান না। পুতিন চান একটি নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী, যে দেশটির সেনাবাহিনীর আকার ছোট হবে এবং তারা ন্যাটোর সদস্য হবে না। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, একটি শান্তিপূর্ণ ইউক্রেন কৌশলগতভাবে ইউরোপের জন্যও উপকারী। কেননা, প্রতিরক্ষাশিল্পকে একটা সুশৃঙ্খল পর্যায়ে আনতে ইউরোপের অন্তত এক দশক লাগবে।

অবশ্য এটি তখনই সত্যি বলে ধরা যাবে, যদি কেউ ইউরোপীয় দেশগুলোর (বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই দাবি মেনে নেন যে তারা ইউরোপকে একটি শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলবে এবং ইউক্রেনকে পুরোপুরি সমর্থন দেবে। ব্যাপারটা যেন এমন, ইউরোপের হাতে এটা বাস্তবায়নের মতো পর্যাপ্ত সম্পদ ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে!

ইউরোপের মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রকে মহাদেশটির প্রকৃত নিরাপত্তা কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা। ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোতে যে অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে, সেটি মূলত কর্মসংস্থান তৈরির জন্য, অস্ত্র তৈরির জন্য নয়।

বর্তমানে ইউরোপের দেশগুলো যে ধারার নেতারা ক্ষমতায় আছেন, সম্ভবত তাঁদের দিন আর বেশি নেই। হতে পারে, সর্বোচ্চ কয়েক বছর। তারপর রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদীরা সেসব দেশের ক্ষমতায় বসবেন। এমন নড়বড়ে অবস্থান থেকে ইউরোপের নেতারা তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারবেন–এমন ভাবাটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

ট্রাম্পের জন্য সমস্যাটা অন্য। তিনি এমন একটা নিখুঁত বিশ্বের কথা ভাবছেন, যেখানে ইউক্রেন সংঘাতের অবসান হবে এবং ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা স্থিতিশীল পর্যায়ে থাকবে; কিন্তু ইউরোপীয় নেতাদের কারণে সেটি বাস্তবায়ন হওয়া প্রায় অসম্ভব।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, ট্রাম্প চান চীনকে মোকাবিলা করতে। সে জন্য চীনের সঙ্গে রাশিয়ার কৌশলগত জোটকে তিনি ভাঙতে চান। পুতিনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার বড় কারণ এটিই। পুতিনকে দেওয়ার মতো সুবিধা ট্রাম্পের কাছে আছে। যেমন নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে এবং বিনিয়োগ করে রাশিয়ার অর্থনীতি পুনরায় শুরু করতে তিনি সাহায্য করতে পারেন।

বর্তমানে ইউরোপের দেশগুলোয় যে ধারার নেতারা ক্ষমতায় আছেন, সম্ভবত তাঁদের দিন আর বেশি দিন নেই। সর্বোচ্চ কয়েক বছর, তারপর রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদীরা সেসব দেশের ক্ষমতায় বসবেন। এমন নড়বড়ে অবস্থান থেকে ইউরোপের নেতারা তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারবেন–এমন ভাবাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কিন্তু ট্রাম্প এমন কোনো প্রস্তাব তৈরি করতে পারবেন না, যেটা আমেরিকানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইউরোপের দিক থেকে ইতিবাচক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। আমরা আসলে জানি না ট্রাম্প একটি যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে সত্যিই সিরিয়াস, নাকি পুতিনকে ফাঁদে ফেলছেন।

ট্রাম্প-পুতিনের আসন্ন বৈঠক সফল হয় কি না, সেটি আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এ বিষয়ে এখনই কিছু অনুমান করার মানে হলো মূর্খতা।

স্টিফেন ব্রায়েন এশিয়া টাইমস-এর বিশেষ সংবাদদাতা এবং সাবেক মার্কিন উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী (নীতি বিভাগ)। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

পাথরচোর ঠেকানো যাচ্ছে না, ভোটচোর ঠেকানো যাবে?

সারফুদ্দিন আহমেদ

গণপিটুনির মতো গণলুটের আনন্দ আলাদা। গণপিটুনিতে লোক মরে কিন্তু খুনের দায় কাউকে নিতে হয় না। এ বলে, 'আমি তো মোটে একটা ঘুষি মারছি', ও বলে, 'আমি সামান্য দুইটা চড় মারছিলাম', আরেকজন বলে, 'আমি খালি বুকের ওপর ছোট্ট একটা পাড়া দিছিলাম'। পুলিশ আসে। লাশ নিয়ে যায়। মামলায় লেখে 'মবের কবলে পড়ে মৃত্যু'। শ খানিক অজ্ঞাত লোক আসামি হয়। তারপর ঘটনা শেষ।

গণলুট বা গণচুরিও তাই। এখানেও আয়েশ করে খায়েশ মেটানো যায়। লুটপাট শেষ হওয়ার পর এ বলে, 'আমি কিছু করি নাই', ও বলে 'আমি কিছু জানি না।' মাঝখান থেকে বিরাট গোডাউন ফাঁকা হয়ে যায়। পরে পুলিশের শোডাউন হয়। সবাই বলে পাবলিক লুটপাট করে নিয়ে গেছে। কিন্তু 'পাবলিকের মধ্যে আমিও ছিলাম'–এই কথা কেউ বলে না। সব দায় পড়ে অশরীরী 'পাবলিকের' ঘাড়ে; ব্যক্তির ঘাড়ে পড়ে না।

সিলেটের সাদাপাথর এলাকার পাথর লুটের ছবি দেখে মনে হলো, যাঁরা শত শত নৌকা নিয়ে এসে কোদাল-বেলচা দিয়ে উন্মাদের মতো পাথর তুলে নিচ্ছেন, তাঁরা নির্ঘাত গণপিটুনিতে যোগ দিয়ে 'হাতের সুখ' নেওয়ার মতো সুখ পেয়েছেন। হরিলুটের বাতাসা কুড়ানোর সাথে তাঁদের পাথর কুড়ানোর মিল পাওয়া গেছে।

মেঘালয় থেকে নেমে আসা বরফ গলা ছোট্ট নদীর পাড় ধরে প্রকৃতির বিছিয়ে রাখা লাখ লাখ পাথর এখন নাই হয়ে গেছে। সবার চোখের সামনে সেগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। সাদাপাথর এখন 'কালাবালু' হয়ে গেছে।

এই পাথর যেভাবে গায়েব করা হলো, তাকে চুরি নাকি ডাকাতি নাকি ছিনতাই নাকি লুট বলব বুঝে উঠতে পারছি না। হাজার হাজার শ্রমিক লাগিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতারা পাথর সরিয়েছেন। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলেই তাঁরা ডাকাতের মতো জানে মারার হুমকি দিয়েছেন। সরকারের উপদেষ্টারা পর্যন্ত তাঁদের থামাতে ফেল মেরেছেন।

আদতে এখানে যা হয়েছে তার নাম 'সর্বদলীয় লুট'। এখানে হয়েছে একটা জাতীয় ঐকমত্যের ডাকাতি। এই ডাকাতির সময় মাঝে মাঝে 'আমি খাঁড়ায়ে যাব, আপনি আমারে বসায়ে দেবেন' স্টাইলে কখনো কখনো পুলিশ এসে ধাওয়া দিয়েছে; তখন শ্রমিকেরা সরে গেছেন। রাতে আবার শ্রমিকেরা নৌকা নিয়ে হাজির হয়েছেন। পুলিশকে সম্মান দেখিয়ে মাঝে মাঝে তাঁরা দিবালোকের লুট স্থগিত রেখে রাতের অন্ধকারে সর্বদলীয় চুরি চালিয়ে গেছেন।

গত বছরের ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের দিন কয়েক পর থেকেই এই পাথর লুটের মচ্ছবের শুরু। সরকারের দিক থেকে 'জানতাম না তো!', 'অভিযোগ পাই নাই তো!' টাইপের দায় এড়ানো কথা আসতে পারত। তবে তা আসেনি। কারণ এই সর্বদলীয় পাথরখাগীদের নিয়ে প্রথম আলোতে গত এক বছরে অন্তত ষোলোটি প্রতিবেদন ও তিনটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে।

কোন কোন রাজনৈতিক দলের কোন কোন নেতা পাথর লুট করেছেন, তা সেসব প্রতিবেদনে বারবার বলে দেওয়া হয়েছে।

বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতারা যে এই ইস্যুতে মাসতুতো ভাই, তা সেখানকার লোকেরা জানে। পুলিশ জানে। বিজিবি জানে। ডিসি জানেন। উপদেষ্টারাও জানেন। তাঁরা সবাই জানেন, রাজনীতির হালুয়া রুটির ভাগাভাগি নিয়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, ইসলামি আন্দোলন ও এনসিপির মতো সদ্যোজাত দলের বিভেদ আছে। কিন্তু পাথর লুটে তাঁদের মধ্যে সর্বদলীয় ঐক্য দেখা গেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান খুব অসহায় ভঙ্গিতে বলেছেন, 'উপদেষ্টা হয়েও পাথর তোলা বন্ধ করতে পারলাম না।' তিনি বলেছেন, ফ্যাসিবাদের শাসনের সময়ও যা টিকিয়ে রাখা গিয়েছিল, গত এক বছরে তা ঠেকানো গেল না। সাদা পাথরের প্রায় পুরো এলাকাটাই খুঁচে নিয়ে গেছেন সর্বদলীয় পাথরখেকো বাহিনী।

পাথর ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সঙ্গে বসে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বিরাট পরিবেশ বিশেষজ্ঞর মতো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, কেন এই সব পাথর তুলে আনা অতি জরুরি। তিনি বলেছেন, ভারতের স্বার্থ পূরণ করতেই পাথর তুলতে দেওয়া হচ্ছিল না। তিনি বলেছেন, এই পাথর না তুললে নদী সংকুচিত হয়ে যায় এবং মেঘালয় থেকে আসা ঢলের পানি তখন উপচে পড়ে।

এখানে যে হাজার হাজার পর্যটক আসতেন, তাঁদের মূল আকর্ষণ ছিল এই পাথর। এই পর্যটকদের ওপর নির্ভর করে এখানে বহু পরিবার চলে। পাথর নাই হয়ে যাওয়ায় এখন পর্যটকও নাই হয়ে যাচ্ছে। এতে যে কত মানুষকে কাজ হারিয়ে পেটে পাথর বাঁধতে হবে, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

এতে দেশে বন্যার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। পাথর ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বসে দেওয়া তাঁর এই মূল্যবান কথা শুনেই হয়তো বন্যার হাত থেকে দেশ বাঁচাতে পরিবেশবান্ধব লোকজন পাথর তুলে সব সাফ করে ফেলেছেন। তবে কারা কারা সাফ করলেন, আদৌ তাদের এতে কোনো আইনি অধিকার ছিল কিনা সে বিষয়ে এখনো তাঁর দিক থেকে কোনো মত আসেনি।

এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, পাথর তোলায় যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনিসহ অনেকে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বলেছেন, স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের স্বার্থে এসব পাথর তোলা দরকার ছিল। কিন্তু পাথরখাগীরা যে গোটা এলাকা সাফ করে দিলেন, তা নিয়ে কোনো আওয়াজ আসছে না।

এখানে যে হাজার হাজার পর্যটক আসতেন, তাঁদের মূল আকর্ষণ ছিল এই পাথর। এই পর্যটকদের ওপর নির্ভর করে এখানে বহু পরিবার চলে। পাথর নাই হয়ে যাওয়ায় এখন পর্যটকও নাই হয়ে যাচ্ছে। এতে যে কত মানুষকে কাজ হারিয়ে পেটে পাথর বাঁধতে হবে, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত এটি পরিষ্কার, পাথর লুটপাট ঠেকানোর ক্ষমতা বর্তমান সরকারের নেই। সরকারের উপদেষ্টারা তা রাখঢাক না করেই স্বীকার করেছেন। অল্প কিছু রাজনৈতিক লোককে সরকার ঠেকাতে পারছে না। সরকার বলেছে, তারা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে এমন একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেবে যা ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে। এই ধরনের নির্বাচন দিতে হলে সরকারের হাতে সব ধরনের মাস্তান দমনের ক্ষমতা থাকতে হয়।

এই অবস্থায় পাবলিকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে: যে সরকার পাথরখেকো সামান্য কিছু দুর্বৃত্তকে যেখানে কবজা করতে পারেনি, সেখানে তারা নির্বাচনের সময় সারা দেশের দুর্বৃত্ত সামলাবে কী করে?

আর তা যদি না পারে, তাহলে তারা স্বচ্ছ নির্বাচন করবে কী করে? যেখানে তারা পাথরচোর ঠেকাতে পারছে না, সেখানে তারা মহা শক্তিধর ভোটচোরদের ঠেকিয়ে দেবে, এই কথা বিশ্বাসে আনতে গিয়ে নিঃশ্বাস আটকে আসছে।

সাক্ষাৎকার : শরিফ ওসমান হাদি

ড. ইউনূসকে জুলাই আন্দোলনের বন্দুক হাতে নিতে হবে

খুবই মজবুত একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তাতে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো থেকে সরাসরি লোক নেয়া প্রয়োজন, নির্বাচন নিজেই একটা সংস্কার, ওই নির্বাচনটা যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার করা যায়, তাহলেও মানুষ মনে করবে একটা কিছু হয়েছে।

রাশিদুল ইসলাম

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সবার বন্দুক কাঁধে নিলে হবে না। ওনাকে জুলাই আন্দোলনের বন্দুকটা হাতে নিতে হবে। ওনার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন কিংবা প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থায় যেতে হবে। কারণ এই প্যাটার্নে নির্বাচন করলে তা সুষ্ঠু হবে না। এটা নিয়ে প্রচুর আন্দোলন হবে, বিশৃঙ্খলা হবে তাতে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। এই সরকার আমাদের আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের সরকার, সুতরাং এর দায় সব মানুষের ওপরই বর্তাবে।

তিনি বলেন, খুবই মজবুত একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তাতে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো থেকে সরাসরি লোক নেয়া প্রয়োজন, নির্বাচন নিজেই একটা সংস্কার, ওই নির্বাচনটা যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার করা যায়, তাহলেও মানুষ মনে করবে একটা কিছু হয়েছে। এটা না হলে অনেক উপদেষ্টা দায় না নিয়ে বিদেশ চলে যাবে, ফলে বাংলাদেশের মানুষ ফের কষ্ট পাবে। জুলাই সনদে মানুষের আকাঙ্ক্ষার রূপরেখা বাস্তবায়ন না হলে পুরো দেশ ও জাতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার এই স্ফুলিঙ্গ আবার জ্বলে উঠবে একসময়। এই স্ফুলিঙ্গ যে জ্বলে উঠবে হাসিনা কি জানত? কিন্তু এটা হওয়ারই কথা ছিল। সুতরাং এই সরকার যদি মনে করে যারা এত জীবন দিল সেই জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ না করে যেনতেনভাবে একটা নির্বাচন দিয়ে দিলাম তাহলে এটা আবার স্পার্ক করবে। সরকারকে দায় নিতে হবে। সুতরাং জনআকাঙ্ক্ষার কাছাকাছি একটা সনদ হয়, মানুষ শান্তি পায় এভাবে একটা শ্রেষ্ঠ নির্বাচনের আয়োজন করা দরকার।

শরিফ ওসমান হাদি সাক্ষাৎকারে বলেন, এই সরকার দুর্বল হয় এমন কিছু করব না, নির্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড়াব না, তাহলে বলবে আমরা গণতন্ত্র চাই না। আমরা ক্ষমতাহীন কিন্তু জনতার জবানে কথা বলি, এ নির্বাচন বয়কটের ডাক দেবো। তখন একমাত্র যারা ক্ষমতায় এসে দুর্নীতি করবে সেই টুয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ ছাড়া কোনো ভোটকেন্দ্রে একটা কাক ও বিড়ালও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনতা শক্তিশালী নাকি ক্ষমতা শক্তিশালী সরকার যদি সেই চ্যালেঞ্জ নিতে চায় তাহলে কোনো সংস্কার ছাড়া নির্বাচন দিলে যে সহিংসতা হবে তার দায় সরকারকে নিতে হবে। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টাকে ভালোবাসি জুলাইয়ের জন্য। আপনি তাদের বন্দুক আপনার কাঁধে নিয়ে বিদায় নিয়েন না, আপনি জুলাইয়ের বন্দুকটা হাতে নেন। রাজনৈতিক দল, আর্মিকে ডেকে বলেন, সাহায্য না করলে তারা যা করছেন তা বলে আপনি চলে যাবেন।

প্রশ্ন : নির্বাচন কমিশন এখন নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে, আপনি এখন নির্বাচনের বিপক্ষে কথা বলছেন কেন?

শরিফ ওসমান হাদি : এমন নির্বাচন জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না। প্রফেসর ইউনূস যদি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইলেকশন করেন ওনার বিপরীতে ইলেকশন করার মত কোনো পলিটিক্যাল ক্যারেক্টারও নেই। ড. ইউনূস যেদিন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছেন, মাত্র তিনটা উপদেষ্টা পদ খালি ছিল। সুতরাং উনি সবার বন্দুক কাঁধে নেবেন কেনো? কারণ উনি দেশে আসার আগেই সমস্ত উপদেষ্টার পদ পূরণ হয়ে গেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অ্যাম্বাসির পরামর্শে। এই ইন্টেরিমের অনেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে সামনে কোন মন্ত্রণালয় বাগানো যায় সেই প্রচেষ্টায় আছে। আওয়ামী লীগকে আরেকটু অ্যাডভান্টেজ দিয়ে কিভাবে তাদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেয়া যায় সেই সুযোগে আছে। ইন্টেরিম ভেঙে দিয়ে শক্তিশালী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অসুবিধা হয় তাহলে আপনি ৬ মাসের জন্যে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মে চলে যান, আপনি নিজে প্রেসিডেন্ট হন। ইউনূসের কেবিনেটের ১০১টা সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও ওনার বিপরীতে ইলেকশন করার মত কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেই। উনিতো পলিটিক্যাল পার্টি করে ফেইল করেছেন তাহলে ওনাকে ট্রাস্ট করে কেনো, বিকজ ওনাকে মনে হয় উনি আর্টিফিশিয়াল না। যে কোনো সংস্কার বলেন তা কত ভালো দেখা যাবে রাষ্ট্র যদি বেঁচে থাকে। বিভিন্ন রকম ম্যাসাকার হতে পারে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্যে এবং আমরা চাই একটা ইলেকটেড গভমেন্ট যদি আসে তাহলে আমলারা আর এরকম করার সুযোগ পাবে না। কিন্তু সেই আগের মতো ইলেকশন হলে, তার জন্যে তো মানুষ জীবন দেয় নাই। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আব্দুস সাত্তার সাহেব যিনি সাবেক সচিব, উনি বলেছেন আটজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অনেক করাপশনের তথ্য ওনার কাছে আছে।

প্রশ্ন : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থার কথা কেন বলছেন?

শরিফ ওসমান হাদি : দেখুন মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস চাইলেও অনেক পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারছেন না। প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থায় গেলে ওনার হাতে ক্ষমতা আসবে অনেক বেশি। উনি যদি মনে করেন যে, আরো বেশি সময় নিয়ে একটা ভালো নির্বাচন দেয়া দরকার, প্রয়োজনে পলিটিক্যাল পার্টিকে কনভিন্স করে উনি সে ব্যবস্থায় চলে যেতে পারেন।

প্রশ্ন : নির্বাচনের আছে আর মাত্র কয়েক মাস, এখন এ ধরনের পরিবর্তন কতটা বাস্তবসম্মত?

শরিফ ওসমান হাদি : বিপ্লবী কিছু সিদ্ধান্ত নিতে আগামী ৬ মাস যথেষ্ট সময়। সব ফোকাস দিতে হবে জুলাই সনদে। নির্বাচন, উচ্চ কক্ষ, নিম্ন কক্ষ কিভাবে হবে, পুরো শিক্ষা পলিসি কিভাবে হবে তা নির্ভর করছে জুলাই সনদের ওপর। এমন জুলাই সনদ হলে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন থাকলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর থাকবে না। এবং ষোল বছর ধরে আমাদের রাষ্ট্র ধ্বংস করা হয়েছে, যার সমাধান করতে মিনিমাম ৩২ বছর দরকার ছিল। এই সরকার কয়টা দিন ফাংশন করতে পারছে সেটাও দেখতে হবে। প্রত্যেকটা দিন একটা না একটা ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে লেগে আছে।

প্রশ্ন : নির্বাচনের জন্যে তো সংস্কার কিছু হলেও হয়েছে...

শরিফ ওসমান হাদি : রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে আমরা কিন্তু রাজনৈতিক দলের নিপীড়নের পক্ষে নই। ইন্টেরিমের অনেক উপদেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলোর মুখপাত্র হয়ে তাদের দলীয় এজেন্ডাগুলো ইউনূসকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করবে। ৭২এর সংবিধানের মধ্য দিয়ে বাকশাল হয়েছে, বিচারিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, সেই সংবিধানকে বাতিল করে জুলাই সনদের আলোকে নতুন সংবিধান রচনা করতে হবে। দুই, প্রতিনিধিত্বশীল স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করতে হবে। শুধু পুলিশ কমিশন নয়, এই পুলিশ যদি জানে আগামী নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে তাহলে সে হোমওয়ার্ক করে প্রতিটি কেন্দ্র দখল করে ব্যালট ভরে দেবে। কারণ সে জানে তাহলে তার পোস্টিংটা ভালো হবে। স্বাধীন প্রতিনিধিত্বশীল পুলিশ কমিশন হলে এটা যদি ১০ জন সদস্যের হয় তাহলে এর দুইজন সদস্য বিরোধী দল থেকে, দুইজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন শহীদ পরিবারের হতে পারে। বাকি ৫ জন পুরো সরকার থেকে থাকতে পারে। তাহলে এ ধরনের কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

ন্যূনতম জুডিশিয়াল রিফর্ম না করে আপনি কিসের নির্বাচন দিচ্ছেন। আসিফ মাহমুদ ও ইশরাক হোসেনের যে ক্যাচাল, সেই ক্যাচালে দেখলাম আদালত পর্যন্ত স্বীকার করছে যে এ ব্যাপারে রায় দেয়ার ব্যাপারে তার ওপর চাপ ছিল। রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় থাকবে তখন চাপ লাগবে না, আইন মন্ত্রণালয় থেকে লিখে পাঠাবে, আদালত থেকে শুধু স্বাক্ষর করে দেয়া হবে। জনপ্রশাসন সংস্কারের মধ্যে প্রশাসকরা নিজেদের প্যারালাল রাষ্ট্র ভাবে, এটাকে ন্যূনতম ভেঙ্গে দিতে না পারলে আবারো তো সে আমলাতান্ত্রিক দেশ গড়বে।

প্রশ্ন : নির্বাচনের প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি কি দেখতে পাচ্ছেন?

শরিফ ওসমান হাদি : যারা রাতের ভোটের কুশীলব, যেসব ডিসি, এসপি এ ধরনের নির্বাচনের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের শাস্তির আওতায় না এনে বদলি করা হয়েছে। এটা কোনো সমাধান নয়। তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি। গত এক বছরে অন্তত কেউ রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে গুম হয়নি। অথচ আয়নাঘরে বন্দীর কাছ থেকে জোরপূর্বক জবানবন্দী নেয়ার জন্যে সামনের সেলে তার স্ত্রীকে এনে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমাদের মুশকিল হলো আমাদের জাতির মননে, মনস্তত্ত্বে কালচারে এই গুম কী তা এখনো তুলে ধরতে পারিনি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলো কারো কারো স্বজনের সাথে অনবরত মিথ্যা বলে বছরের পর বছর ঘুরাত। তারা জানত মানুষটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু ডিবি থেকে বলত আপনারা এনএসআইয়ের কাছে যান, এনএসআইয়ের কাছ থেকে বলত ডিজিএফআই, এ রকম সারাদিন তাদেরকে তাড়ার ওপরে রাখা হতো। মানুষের চাকরি নাই, ঘরবাড়ি নাই, তারপর ঋণের ওপর ঋণ করে এজেন্সির কাছে দৌড়াত। অথচ তারা জানত তাকে খুন করে ফেলা হয়েছে। এই যে কতগুলো খুন, গুম এগুলোকে নিয়ে ডকুমেন্টেশন করা জরুরি।

প্রশ্ন : আপনাদের মতো তরুণরা এ ধরনের চিন্তা করছেন কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর দেশ পরিচালনার বিশাল অভিজ্ঞতা আছে, তাদের তো ভিন্ন চিন্তা থাকতে পারে?

শরিফ ওসমান হাদি : সবারই তো লিমিটেশন আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর তো একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা এবং বোঝাপড়া তৈরি করেই পলিটিক্স করতে হয়। সেটা আমলা এবং সামরিক বাহিনী, ব্যবসায়ী, তো দেখা গেছে তাদের কোনো কথা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যায় তখন তাদের পলিটিক্স কঠিন হয়ে যায়। এখন ওগুলোকে যতটা ম্যানেজ করেই তারা জনতার পক্ষে দাঁড়াতে পারবেন, তারা যত ভ্যালিড থাকবেন সামনে, আর যারা পারবেন না তারা জনতার কাতার থেকে সরে যাবেন।

প্রশ্ন : জুলাই আন্দোলনে যে আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যে বিশাল ফারাক তার জন্যে কি আরো লম্বা সংগ্রামের প্রয়োজন?

শরিফ ওসমান হাদি : বাকশালী সংবিধান বাতিল করতে হবে। কারণ একক একজন ব্যক্তিকে ক্ষমতার সব উৎস বানিয়ে দেয়া হলে তা একটা মানুষকে ফ্যাসিস্ট হতে সাহায্য করে। বর্তমান সংবিধান ফ্যাসিস্ট হতে সহায়তা করে বলেই জুলাই সনদের নিরিখে আগামী সংসদে নতুন সংবিধান প্রণয়ন খুবই জরুরি, যাতে সাংবিধানিকভাবে ওই ফ্যাসিস্টের জায়গা থেকে আস্তে আস্তে সরে আসা যায়।

প্রশ্ন : তো লম্বা লড়াইয়ের জন্যে তো অনেক দম দরকার...

শরিফ ওসমান হাদি : দেখুন জাতি হিসেবে আমরা অনেক ভুলোমনা। দ্রুত ভুলে যাওয়ার স্বভাবের কারণে আমাদেরকে যে কেউ মিসগাইড, মিসলিড করতে পারে। আমরা যেটুকু রাষ্ট্র বানাতে পেরেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে সেই রাষ্ট্রটাকে ভেঙে ভেঙে এমন কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নাই যেটা ন্যূনতম ফাংশনাল আছে। এবং এখনো সমস্ত অর্থনৈতিক সোর্স তাদের হাতে। চাইলেও একবছরে এগুলোর নিরসন সম্ভব না।

প্রশ্ন : দীর্ঘ লড়াইয়ে তরুণদের শ্রম, মেধা ও বুদ্ধি বা অর্জনের যে স্পৃহা সেগুলো নিয়ে তাহলে বড় একটা প্রস্তুতি প্রয়োজন?

শরিফ ওসমান হাদি : হ্যাঁ, এইটাই চাচ্ছি। যেটাকে প্রকৃত অর্থে বিপ্লব বলে। বিপ্লব করে বিপ্লব টিকিয়ে রাখার সামর্থ্য থাকতে হবে। লেগে থাকতে পারতে হবে। শুধু অন্যকে দায় দিলে হবে না।

প্রশ্ন : যোগ্যতা ছাড়া তো রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন অসম্ভব...

শরিফ ওসমান হাদি : প্রচণ্ড যোগ্য ও সৎ এমন সমন্বয়ে যখন লাখ লাখ মানুষ গড়ে তুলতে পারব তখন রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তনকে একটা স্থায়ী ভিত্তি দেয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন : এই লড়াইয়ে কাদেরকে অংশীজন হিসেবে চান?

শরিফ ওসমান হাদি : সবার লাগবে। রাজনৈতিক দল থেকে সুশীল সমাজ এবং সামাজিক শক্তিকে লাগবে। নিজেদের যোগ্য করে তুলব এই সুযোগটাই এ দেশে ছিল না। গুম হয়ে যেতাম, খুন হয়ে যেতাম, তাই না। এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে, ভয় কেটে

আগস্ট অভ্যুত্থানের এক বছর : বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে?

অনিকেত চট্টোপাধ্যায়

এক বছর হতে চলল বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের। কেউ এ অভ্যুত্থানটাকে বলছেন মেটিকুলাসলি প্ল্যান্ড, কেউ বলছেন, এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আসলে কোনো কারণ ছাড়াই গোটা দেশের মানুষ এ অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছেন, এমন নয়। আর মানুষের সমর্থন ছাড়া শুধু ছাত্ররা একটা অভ্যুত্থান করে দেবেন, তাও সম্ভব নয়। অগণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন, চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং লাগাম ছাড়া দুর্নীতির কারণে মানুষের মনে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভেরই প্রতিফল ছিল এ অভ্যুত্থান। বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য তো শুধু একজন শাসক একটা দলের পরিবর্তন ছিল না। লক্ষ্য ছিল পুরো ব্যবস্থার বদল। এক বছর পর বাংলাদেশকে মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যাচ্ছে, দেশটি এক সংকট থেকে বেরিয়ে আরও জটিল সংকটের চক্রে আটকে যাচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। নির্বাচন কমিশন কাজও শুরু করেছে; কিন্তু নির্বাচনের পথ তৈরি করার যে প্রক্রিয়া, তা নিজেই নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এ বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে দুটো দলিল। একটা হচ্ছে জুলাই ঘোষণাপত্র, অপরটি জুলাই জাতীয় সনদ। যে দলিলগুলো ঐক্যের প্রতীক হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো এখন বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, এ ঘোষণাপত্র যদি ১৯৭২ সালের সংবিধানের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তারা এর বিরোধিতা করবে। আবার যে ছাত্র সংগঠনগুলো বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল, যেমন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), তারা মনে করে এ ঘোষণাপত্র ছাড়া ফ্যাসিবাদকে স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। এ বিভেদ এতটা গভীর যে, এনসিপি নেতা হান্নান মাসুদ জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠের অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন।

দ্বিতীয় দাবিটা ছিল মানবাধিকার ও বিচার। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ভীষণ স্ববিরোধী। একটা প্যারাডক্সিকাল। বর্তমান সময়ে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। সেন্ট্রালাইজড বা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের জায়গা নিয়েছে ডিসেন্ট্রালাইজড বা বিকেন্দ্রীভূত সহিংসতা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বলছে, আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের ৪৭১টি ঘটনায় ১২১ জন মারা গেছেন, আহত হয়েছেন ৫ হাজার ১৮৯ জন। মব কিলিং মানে গণপিটুনিতে মারা গেছেন ১৭৯ জন। ভাবা যায়? এ সময়ের মধ্যে ৮৭৮ সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন, যা আগের তুলনায় ২৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে কীসের অভ্যুত্থান ছিল এটা? রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সহিংস লড়াই শুরু হয়েছে। দুর্নীতির তদন্ত করার পাশাপাশি বর্তমানে সাধারণ আইনশৃঙ্খলার অভাব একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশকিছু শিল্পপতি দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। অতএব, অনেক কারখানা বন্ধ, অনেক ইনভেস্টমেন্ট বন্ধ, তারা টাকাপয়সা ফ্রিজ করে অন্যান্য জায়গায়, যেভাবে হোক নিয়ে অন্য দেশে পালিয়েছে। এটা একটা বড় কারণ। এ ছাড়া রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, বিনিয়োগে ভাটা এবং বিশ্ব অর্থনীতির চাপ-সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বসে থাকলেও অর্থনীতির প্রায় পুরো সূচক নিম্নগামী। মুদ্রাস্ফীতি ভীষণভাবে বাড়ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে এবং তার ওপর এ পরিস্থিতি একটা দুষ্টচক্র তৈরি করেছে। অর্থনৈতিক কষ্টের কারণে মানুষের মধ্যে হতাশা বাড়ছে-যা রাজনৈতিক সংঘাত, সামাজিক অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

তাহলে বিপ্লব কি পথ হারাচ্ছে? যে ছাত্র-আন্দোলন অবিশ্বাস্য একতার নিদর্শন দেখিয়েছিল, এক বছরের মাথায় সেই আন্দোলন বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। আটলান্টিক কাউন্সিলের এক বিশ্লেষণ বলছে, বিপ্লবের আদত মূলধন পকেটমার হয়ে গেছে এবং বিপ্লবের মূলশক্তি বিভিন্ন দলের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হারিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এক বছর পর বাংলাদেশ এক বিপজ্জনক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক গণতান্ত্রিক ন্যায়ভিত্তিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, তা আজ অর্থনৈতিক পতন, আইনশৃঙ্খলার বিপর্যয়, খণ্ডিত রাজনৈতিক বাস্তবতার নিচে চাপা পড়েছে। এক কথায়, বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এক বিকেন্দ্রীভূত নৈরাজ্যের মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

প্রতিশ্রুতিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, গণতন্ত্রের স্বপ্ন সাংবিধানিক বিতর্কে আটকে গেছে। মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি নতুন ধরনের সহিংসতায় হারিয়ে গেছে। আর দুর্নীতি দমনের চেষ্টা নিরাপত্তার অভাবে হোঁচট খাচ্ছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট একে অপরকে আরও ঘনীভূত করছে, যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়া ভীষণ কঠিন। অনেক সাধারণ মানুষ এবং আন্দোলনকারী, যারা পরিবর্তনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তারা আজ হতাশ। তাদের মনে হচ্ছে, বিপ্লবকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এ অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ হলো, দ্রুত বিশ্বাসযোগ্য এবং সব দলের অংশগ্রহণে একটা নির্বাচন আয়োজন করা। এক নির্বাচিত সরকারই শুধু জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন করতে পারে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে এবং দেশকে খাদের কিনারা থেকে ফিরিয়ে এনে আবার পুরোনো বাংলাদেশ নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। আগামী কয়েক মাস বিশেষ করে নির্বাচনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারণ করে দেবে জাতি হিসাবে বাংলাদেশ কোন পথে হাঁটবে। আমরা তাকিয়ে দেখব, তাকিয়ে থাকব।

বাংলাবাজার ইউটিউব চ্যানেলের সৌজন্যে

অনিকেত চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রকার

পার্লামেন্ট স্কয়ারে ৪৬৬ জন গ্রেপ্তার

জানাচ্ছে।"

আল জাজিরা বলছে, যুক্তরাজ্যে সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এটি সর্বশেষ বিক্ষোভ। সমালোচকদের মতে, প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত মতপ্রকাশ ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার হরণের পাশাপাশি ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন দমন করার কৌশল।

২০০০ সালের সন্ত্রাসবাদ আইন অনুযায়ী, সংগঠনটির সদস্যপদ গ্রহণ বা সমর্থন এখন অপরাধ। দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদ– হতে পারে।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রেপ্তার ও শাস্তির হুমকি 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন'-এর সমর্থকদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। প্রতিবেদক সোনিয়া গালেগো জানান, "শুধু 'আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করি' লেখা একটি টি-শার্ট পরা বা কাগজে লিখে রাখাও গ্রেপ্তারের কারণ হতে পারে।"

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া প্যাডি ফ্রেন্ড নামে এক ব্যক্তি বলেন, সরকারের এই পদক্ষেপ যুক্তরাজ্যে স্বাধীনতার প্রশ্ন সামনে এনেছে। তিনি বলেন, "যদি আমরা সাতটি শব্দ লেখা একটি সাইন হাতে নিয়ে নীরবে বসতেও না পারি, তাহলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?"

দাদি মানজি ম্যান্সফিল্ড নামে অন্য এক অংশগ্রহণকারী জানান, আগের এক বিক্ষোভে আটক হলেও তিনি আবার এসেছেন। তার ভাষায়, "এটা সেই ব্রিটেন নয়, যেখানে আমি বড় হয়েছি। এখন আমরা এক ভিন্ন বাস্তবতায় বাস করছি, যা আমি মেনে নেব না।"

এদিকে শনিবার 'প্যালেস্টাইন কোয়ালিশন'-এর আয়োজিত আলাদা এক মিছিলেও অংশ নেয় অনেকে। রাসেল স্কয়ার থেকে হোয়াইটহল পর্যন্ত এই মিছিল থেকে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন সমর্থনকারী ব্যানার প্রদর্শনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্য শান্তিপূর্ণভাবে প্ল্যাকার্ড ধরে রাখা বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়ে একে মতপ্রকাশ ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের লঙ্ঘন বলে আখ্যা দিয়েছে।

ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি জন ম্যাকডোনেলও পার্লামেন্ট স্কয়ারে গ্রেপ্তারের সমালোচনা করে একে "গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি" বলে মন্তব্য করেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর

পর যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামানের সম্পদের সাম্রাজ্যের বিষয়টি সামনে আসে। যুক্তরাজ্যে তার তিন শতাধিক প্রোপার্টি (বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট) রয়েছে। এগুলোর মূল্য ১৭ কোটি পাউন্ড। অভিযোগ রয়েছে, ব্রিটেনে অর্থ পাচার করে এসব সম্পদ করেছেন তিনি।

বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) গত জুনে সাইফুজ্জামানের বেশ কিছু সম্পদ জব্দ করে। তার মধ্যে নর্থ লন্ডনের সেন্ট জনস উড এলাকায় ১১ মিলিয়ন পাউন্ডের বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া সেন্ট্রাল লন্ডনের ফিটসরোভিয়া এলাকায় অনেকগুলো ফ্ল্যাট রয়েছে।

তবে সাবেক এই ভূমিমন্ত্রী দাবি করেছেন, তিনি কোনো অপরাধ করেননি এবং বৈধ অর্থেই এসব সম্পদ কিনেছেন। তার বক্তব্য, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানি। বর্তমানে গ্রান্ট থর্নটন প্রশাসক হিসেবে এসব সম্পদ বিক্রি করে দেনা শোধের কাজ করছে।

দেনাদারদের মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুরের ডিবিএস ব্যাংক, ব্রিটিশ অ্যারাব কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক। এসব প্রতিষ্ঠান ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ফেরত চাইছে।

এখন যুক্তরাজ্যের সম্পদ ব্যবস্থাপনাপ্রতিষ্ঠান গ্র্যান্ট থর্নটনের প্রশাসকেরা সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের একটি অংশ বিক্রির দায়িত্ব পেয়েছেন। সাইফুজ্জামানের এসব সম্পদ হলো লন্ডন ও ইংল্যান্ডের দক্ষিণপূর্বের বিভিন্ন শহরে থাকা আবাসিক ভবন। এসব সম্পদ বিক্রি থেকে যে অর্থ আসবে, তা ঋণদাতাদের অর্থ পরিশোধে ব্যয় করা হবে। ঋণদাতাদের মধ্যে সিঙ্গাপুরের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ডিবিএস এবং ব্রিটিশ আরব কমার্শিয়াল ব্যাংক রয়েছে।

বাংলাদেশি ও পাকিস্তানীদের

বাংলাদেশি ও পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে ছাড়

বিচারের আগেই ভারতীয়দের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত ব্রিটেনের

দেশ ডেস্ক, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কয়েকটি দেশের নাগরিকদের কোনও অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হলে, তাদের আপিল শুনানির আগেই নিজ দেশে নির্বাসনের নিয়ম রয়েছে। এবার সেই সব দেশের তালিকায় ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ব্রিটেনের সরকার। এই সংক্রান্ত ১৫টি দেশের নতুন তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে ভারতের নামও। যদিও এই তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশ বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের নাম নেই। এর ফলে বাংলাদেশি-পাকিস্তানিরা ছাড় পেলেও ভারতীয়দের বিচারের আগেই ফিরতে হবে নিজ দেশে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ''এখন বহিষ্কার, পরে আপিল'' প্রকল্পে নতুন করে ১৫টি দেশ যুক্ত করায় অপরাধীদের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে করা আপিলের শুনানির আগেই আরও অধিকসংখ্যক বিদেশি অপরাধীকে প্রত্যাবাসন করতে পারবে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নীতি অনুযায়ী, কোনও ভারতীয় নাগরিক ব্রিটেনে অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে আপিল শুনানির আগেই তাকে প্রথমে নির্বাসিত করা হবে। অর্থাৎ, নির্বাসন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে সেই ব্যক্তি নির্বাসন বিলম্বিত করতে পারবেন না এবং তিনি ব্রিটেনে থাকতে পারবেন না। যুক্তরাজ্য সরকার বলছে, কারাগারে ওপর চাপ কমানো এবং অপরাধ সম্পর্কে জনসাধারণের উদ্বেগ প্রশমনই এই নীতির লক্ষ্য।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, তালিকায় থাকা দেশগুলোর নাগরিকরা ব্রিটেনে কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রথমে তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। তারপর ওই ব্যক্তি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাসিত ব্যক্তি ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে নিজ দেশ থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে যে কোনও আপিল শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন। তবে বহিষ্কারের বিষয়টি বিবেচনা করার আগে সন্ত্রাসী, খুনি এবং যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্রিটেনে তাদের সাজাও ভোগ করতে হবে।

এই নীতি অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে অপরাধ করা বিদেশিদের আপিল করার সুযোগ পাওয়ার আগেই নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যাবে। কানাডা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়াসহ নতুন যুক্ত হওয়া দেশগুলো মিলিয়ে মোট দেশের সংখ্যা ২৩টিতে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে আরও কিছু দেশ এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে বলে জানিয়েছে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার বলেছেন, এই কর্মসূচি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হলো বিদেশি অপরাধীদের "আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার" রোধ এবং তাদের দ্রুত নির্বাসন। যেসব বিদেশি নাগরিকের দাবি খারিজ হবে, তারা যুক্তরাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হবেন এবং নিজ দেশ থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে আপিল শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন।

এর আগে, কুপার বলেছিলেন, অপরাধীরা আপিল প্রক্রিয়া চলার সময় "মাসের পর মাস বা এমনকি বছরের পর বছর" ধরে যুক্তরাজ্যে থাকতে পারতেন। তিনি বলেন, এটা বন্ধ করতে হবে। যারা আমাদের দেশে অপরাধ করবে, তাদের আইনি ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। তাই আমরা নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনছি এবং স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছিআমাদের আইনকে সম্মান জানাতে হবে এবং তা কার্যকর হবে।

বহিষ্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা দেশটির কারাগারে অতিরিক্ত চাপ কিছুটা লাঘব করবে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির মন্ত্রীরা। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বিভিন্ন কারাগার বর্তমানে প্রায় পূর্ণ ধারণক্ষমতায় চলছে। চলতি বছরের জুনে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বিদেশি বন্দির সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৭৭২ জন; যা মোট বন্দির ১২.৩ শতাংশ। স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড তাদের নিজস্ব কারা ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

জাতীয়তার দিক থেকে ২০২৫ সালের জুনে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে সর্বাধিক বন্দি ছিলেন আলবেনিয়ার নাগরিক। দেশটির ১ হাজার ১৯৩ জন নাগরিক ব্রিটেনের কারাগারে বন্দি আছেন। এরপর আয়ারল্যান্ডের ৭০৭, ভারতের ৩২০ ও পাকিস্তানের ৩১৭ নাগরিক।

নতুন যুক্ত হওয়া ১৫ দেশের বন্দি সংখ্যা ৭৭৪ জন; যা বিদেশি বন্দিদের মোট সংখ্যার প্রায় ৭ শতাংশ । নতুন দেশগুলোর মধ্যে কেবল ভারতীয়রাই সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষে আছেন।

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, যুক্তরাজ্য আরও অধিকসংখ্যক দেশে অপরাধীদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা বৃদ্ধির বিষয়ে কাজ করছে।

নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হবে, তাদের অবিলম্বে বহিষ্কার ও পুনরায় যুক্তরাজ্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। দেশটির বিচার বিষয়ক মন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেন, যারা আমাদের আতিথেয়তার অপব্যবহার করবে এবং আইন ভাঙবেন, তাদের 'বিদায়' জানানো হবে। ব্রিটেনের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে বিদেশি অপরাধীরা মোট কারাগারের প্রায় ১২ শতাংশ দখল করে আছেন। যেখানে একজন বন্দির পেছনে সরকারের বার্ষিক গড় ব্যয় হয় প্রায় ৫৪ হাজার পাউন্ড। সূত্র: বিবিসি, হিন্দুস্তান টাইমস।

মন্ত্রিত্ব খোয়ালেন রুশনারা

তার 'বিলডিং সেফটি' সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। ওই পরিবারগুলোর অভিযোগ ছিল, রুশনারা আলী এমন কিছু বিলডিং ম্যাটারিয়াল ফার্মের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন, যেগুলো গ্রেনফেল তদন্তে তীব্র সমালোচিত হয়েছিল। এটি তার রাজনৈতিক জীবনে একটি সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এছাড়াও, তার রাজনৈতিক জীবন বরাবরই শত্রুতামূলক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ছিল মৃত্যুর হুমকি সম্বলিত দীর্ঘদিনের স্টকিং এবং সর্বশেষ নির্বাচনে গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দানে বিরত থাকার কারণে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে যাওয়া।

পদত্যাগপত্রে যা লিখেছেন :

প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে লেখা পদত্যাগপত্রে রুশনারা আলী জানান, 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে' তিনি পদত্যাগ করছেন। তিনি দাবি করেন, তিনি সব আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলেছেন এবং তার দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন। তবুও তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তার মন্ত্রীর পদে থাকা 'সরকারের উচ্চাভিলাষী কাজ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেবে।'

স্টারমারের বক্তব্য :

পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রী স্টারমার রুশনারার 'যত্নবান' কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান এবং বিশেষ করে 'ভ্যাগ্রান্সি অ্যাক্ট' বাতিল করার ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

স্টারমার আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন রুশনারা আলী পেছন থেকে সরকারে সমর্থন অব্যাহত রাখবেন এবং বেথনাল গ্রিন ও স্টেপনি আসনের জনগণের সেবা করে যাবেন।

পদত্যাগের ধারাবাহিকতা:

সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কোনো এমপির এটিই প্রথম উচ্চ পর্যায়ের পদ থেকে পদত্যাগ নয়। এর আগে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আরেক এমপি টিউলিপ সিদ্দিকও সরকার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

তার পরে রুশনারা আলীর এ ঘটনা সরকারি পদে থাকা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ক্রমবর্ধমান সমালোচনার তালিকায় আরেকটি সংযোজন।

উল্লেখ্য, চার বৃটিশ বাঙালি এমপি ছিলেন বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশীদের গর্ব। তারা হলেন, রুশনারা আলী, ইউলিপ সিদ্দিক, রূপা হক ও আপসানা বেগম। দুর্নীতির কারণে ইতোমধ্যে টিউলিপ ও রুশনারা আলী মন্ত্রী পরিষদ থেকে বিদায় নিয়েছেন। রূপা হক ও আপসানা বেগম লোভ-লালসার উর্দ্ধে ওঠে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছেন। দুর্নীতির কারণে আগামী জাতিয় নির্বাচনে ফের মনোনয়ন লাভ এবং পুনরায় এমপি

২৮০ ডেলিভারি রাইডার গ্রেপ্তার

২০ থেকে ২৭ জুলাই ৮ দিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১ হাজার ৭৮০ জন ডেলিভারি রাইডারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় বৈধ নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ২৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ৫৩ জনের এসাইলাম সংক্রান্ত সহায়তা পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে।

অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলায় সরকারের নেওয়া প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। দেশটিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা সব কোম্পানিকে তাদের কর্মীদের অভিবাসন-বিষয়ক অবস্থা যাচাইয়ের নতুন আইনি বাধ্যবাধকতাও চালু করা হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসন ঠেকানো নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে। কারণ সম্প্রতি দেশটির ব্রেক্সিটপন্থী নেতা নাইজেল ফারাজের রিফর্ম ইউকে দলের প্রতি সমর্থন বাড়ছে।

ব্রিটেনের সীমান্ত নিরাপত্তা-বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা ঈগল বলেছেন, সরকার এটি নিশ্চিত করতে চায়, কোম্পানিগুলো সরকারি নিয়ম মানছে এবং তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তারের পাশাপাশি গাড়ি ধোয়ার দোকান ও রেস্তোরাঁসহ ৫১টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সিভিল পেনালটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। অবৈধ কর্মী নিয়োগের অভিযোগে জরিমানার মুখোমুখি হতে পারে এসব প্রতিষ্ঠান।

অভিযানে ব্রিটিশ পুলিশ ৫৮টি ই-বাইকসহ ৭১টি যানবাহন জব্দ করেছে। এছাড়া ৮ হাজার পাউন্ড নগদ অর্থ ও ৪ লাখ ৬০ হাজার পাউন্ড মূল্যের অবৈধ সিগারেটও জব্দ করেছে পুলিশ।

হোম অফিস বলেছে, অবৈধভাবে কাজ করা ঠেকাতে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের দলকে অতিরিক্ত ৫০ লাখ পাউন্ডের তহবিল দেওয়া হবে।

এর আগে, গত মাসে সরকার ডেলিভারি প্রতিষ্ঠান ডেলিভারু, উবার ইটস ও জাস্ট ইটের সঙ্গে নতুন একটি চুক্তি করে। এই চুক্তির আওতায় অবৈধভাবে কাজ করা অভিবাসীদের বিষয়ে হোম অফিসের কাছে তথ্য সরবরাহ করবে প্রতিষ্ঠানগুলো।

গত জুলাই পর্যন্ত ১২ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩৫ হাজার ৫২ জন অভিবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছে ব্রিটেন। এসব অভিবাসীর কাছে দেশটিতে থাকার বৈধ অধিকার ছিল না। ব্রিটেনের অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর এই হার তার আগের ১২ মাসের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। সূত্র: রয়টার্স।

টিউলিপের বাংলাদেশী পাসপোর্ট রয়েছে

যোগ্যতাবিষয়ক নিয়মগুলো উপেক্ষা করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক তার বাংলাদেশী নাগরিকত্ব অস্বীকার বরে আসছেন। তবে তার বাংলাদেশী নাগরিকত্ব আছে বলে প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টিউলিপের বাংলাদেশী পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র রয়েছে। তিনি বাংলাদেশে ভোটার হিসেবেও নিবন্ধিত হয়েছেন। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের পাবলিক প্রসিকিউটর মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ চলতি সপ্তাহে আদালতের কার্যক্রমের ফাঁকে ফিনান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, সেখানে সিদ্দিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি অবৈধভাবে অধিগ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, 'তার ঠিকানা, একাধিক পাসপোর্ট ও ভোটার রেজিস্ট্রিতে নাম- এই সবই পাওয়া গেছে। আমরা যথাসময়ে সেগুলো জমা দেব।' তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছেও এসব নথিপত্রের কপি রয়েছে।

তবে টিউলিপের আইনজীবী স্টিফেনসন হারউড এসব নথিপত্রের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, 'যেসব নথিপত্রের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো জাল।' তিনি আরো বলেন, 'টিউলিপের কখনোই বাংলাদেশী কোনো জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা ভোটার আইডি ছিল না। তার কোনো পাসপোর্টও ছিল না।'

সম্ভাব্য প্রার্থী ৬০ জন শুধু বিএনপিরই ৩৬

একজন করে মনোনয়নপ্রত্যাশী মাঠে রয়েছেন।

মর্যাদাপূর্ণ সিলেট-১ আসন : সিলেট সিটি করপোরেশন ও সিলেট সদর উপজেলা নিয়ে এ আসন। বলা হয়ে থাকে, ‘সিলেট-১ আসন যার, সরকার তার।’ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা এখানে বিজয়ী হন।

২০১৮ সালে এখানে বিএনপির প্রার্থী হয়েছিলেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। এবারও তিনি মনোনয়ন চান।

এ ছাড়া মনোনয়নপ্রত্যাশী চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের একাধিকবারের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। তবে তাঁদের দুজনকে ছাপিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের নাম জোর আলোচনায় রয়েছে।

এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলের জেলা আমির মাওলানা হাবিবুর রহমানকে ও খেলাফত মজলিস সিলেট মহানগর সভাপতি হাফিজ মাওলানা তাজুল ইসলাম হাসানকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির প্রার্থী হতে পারেন দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক এহতেশাম হক। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জেলার সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পালও মাঠে সক্রিয় রয়েছেন।

সিলেট-২ : বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর উপজেলা ও বিশ্বনাথ পৌরসভা নিয়ে এই আসনে পাঁচজন মনোনয়নপ্রত্যাশী আছেন। সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলী গুম হওয়ার পর এ আসনে সবচেয়ে শক্ত অবস্থান ছিল ইলিয়াসপত্নী তাহসিনা রুশদী লুনার। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেও জোটগত কারণে শরিক দলকে আসন ছেড়ে দেন লুনা। এখানে তৎপর হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও প্রবাসী নেতা হুমায়ুন কবির। এরই মধ্যে একাধিকবার দেশে এসে নির্বাচনী এলাকা ঘুরে গেছেন তিনি। গত বুধবার তিনি ফের যুক্তরাজ্য থেকে সিলেট এসেছেন। গত বৃহস্পতিবার ওসমানীনগর উপজেলায় এবং গত শুক্রবার বিশ্বনাথ উপজেলার সুধীসমাজের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হয়েছে। এ আসনে জামায়াতে ইসলামী দলের সিলেট জেলার নায়েবে আমির অধ্যাপক আব্দুল হান্নানকে, খেলাফত মজলিস দলের যুগ্ম মহাসচিব মুহাম্মদ মুনতাসির আলীকে এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আমির উদ্দিনকে দলের প্রার্থী ঘোষণা করেছে।

সিলেট-৩ : দক্ষিণ সুরমা, বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা নিয়ে সিলেট-৩ আসন। এখানে ১০ জন সম্ভাব্য প্রার্থী সরব আছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনই বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী। এর মধ্যে আছেন জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিক এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা এম এ সালাম।

জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও দলের প্রয়াত নেতা এম এ হকের ছেলে এবং মহানগর বিএনপির সহসভাপতি ব্যারিস্টার রিয়াসাদ আজিম হক আদনান ও স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবদুল আহাদ খান জামালও মাঠে তৎপর। এ আসনে জামায়াতে ইসলামী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা লোকমান আহমদকে, খেলাফত মজলিস দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক দিলোয়ার হোসেনকে এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী রাজুকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এখানে এনসিপির ব্যারিস্টার নুরুল হুদা জুনেদ ও বাম জোটের সম্ভাব্য প্রার্থী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সিরাজ আহমদ সক্রিয় আছেন।

সিলেট-৪ : জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে ৯ জনকে মাঠে তৎপর দেখা গেছে। এর মধ্যে ছয়জনই বিএনপির। তাঁদের দুজন আবার প্রবাসী। এ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চান দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম, গোয়াইনঘাটের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম চৌধুরী ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বারের অ্যাডিশনাল পিপি আল আসলাম মুমিন। দুই প্রবাসী নেতা যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা হেলাল উদ্দিন আহমদ ও আব্দুল হকও আছেন তৎপর। সিলেট-১ আসনে প্রার্থী না হলে এ আসনে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর প্রার্থী হওয়ার জোর গুঞ্জন রয়েছে।

এখানে জামায়াতে ইসলামী জৈন্তাপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন, খেলাফত মজলিস দলের কেন্দ্রীয় ওলামাবিষয়ক সম্পাদক মুফতি আলী হাসান উসামা এবং ইসলামী আন্দোলন সাঈদ আহমদকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে।

সিলেট-৫ : জকিগঞ্জ ও কানাইঘাট উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে ১৬ জন সম্ভাব্য প্রার্থী মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। এর মধ্যে ১২ জনই বিএনপির। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও চাকসুর সাবেক নেতা মামুনুর রশীদ মামুন, কানাইঘাটের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আশিক উদ্দিন চৌধুরী, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান পাপলু, মহানগর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক চৌধুরী, জকিগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও কৃষকদলের জেলা আহ্বায়ক ইকবাল আহমদ তাপাদার, কেন্দ্রীয় মহিলা দলের প্রচার সম্পাদক লুৎফা খানম চৌধুরী স্বপ্না। পাঁচ প্রবাসী নেতাও এখানে তৎপর। এর মধ্যে আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব মরহুম আবুল হারিস চৌধুরীর মেয়ে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ব্যারিস্টার সামিরা তানজিম চৌধুরী, সংযুক্ত আরব আমিরাত বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা ড. অধ্যাপক জাকি মোস্তফা টুটুল ও অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন এবং নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শরীফ আহমদ লস্কর।

এ আসনে জামায়াতে ইসলামী দলের নায়েবে আমির হাফিজ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন খানকে, খেলাফত মজলিস ইমাম মুফতি আবুল হাসানকে ও ইসলামী আন্দোলন রেজাউল করীম আবরারকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া এখানে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক মাঠে তৎপর রয়েছেন।

সিলেট-৬ : বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে ১৪ জন প্রার্থী প্রচারণায় আছেন। এর মধ্যে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ৯ জন। তাঁদের মধ্যে আছেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টাসহ পাঁচ প্রবাসী নেতা। বিএনপি নেতা ফয়সল আহমদ চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. মো. এনামুল হক চৌধুরী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী মনোনয়ন চাইছেন। এ ছাড়া জাসাসের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চিত্রনায়ক হেলাল খান, কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবুল কাহের চৌধুরী শামীম, যুক্তরাজ্যের টাওয়ার হ্যামলেটের সাবেক কাউন্সিলর আ ম অহিদ আহমদ, জিয়া পরিবারের ঘনিষ্ঠ যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি কমর উদ্দিনের মেয়ে ও যুক্তরাজ্যের কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার পপি, সাবেক সংসদ সদস্য ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন লেছু মিয়ার মেয়ে সামিরা হোসেন এবং জেলা বিএনপির সহশিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক তামিম ইয়াহিয়া আহমদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান।

এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, খেলাফত মজলিস দলটির যুক্তরাজ্য দক্ষিণ শাখার সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান ও ইসলামী আন্দোলন আজমল হোসেনকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে। গণ অধিকার পরিষদের প্রবাসী নেতা অ্যাডভোকেট জাহিদুর রহমান ও বাংলাদেশ ন্যাপের চেয়ারম্যান এম এন শাওন সাদেকীও মাঠে তৎপর।

মায়ের আহাজারি ‘এটা কেমন বিচার’

একে জামিনে বেরিয়ে যাওয়ায় হতাশ। রায়হানের মা সালমা বেগম বলেন আমরা শুনতে পেয়েছি আকবর ইতোমধ্যে ভারতে পালিয়ে গেছে। ২০২০ সালের ১০ই অক্টোর রাতের ঘটনা। বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ি। নগরের কাস্টঘর থেকে ধরে নিয়ে এসে এই ফাঁড়িতে পিটিয়ে খুন করা হয় রায়হান আহমদকে। পরে তাকে ছিনতাইকারী সাজিয়ে গণধোলাইয়ে রায়হান মারা গেছে বলে প্রচার করে ওই সময়ের পুলিশ। কিন্তু রায়হানের ওপর নির্যাতনের নির্মমতার দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ হয় মানুষ। প্রতিবাদে নেমে আসেন রাস্তায়। বেরিয়ে আসে সত্য ঘটনা। ধরে এনে রায়হানকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তবে সত্য বেরিয়ে আসার পর আইন চলে নিজস্ব গতিতে। একে একে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন পুলিশ সদস্য আসামিরা। ৫ বছর ধরে মামলা চলছে আদালতে। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ পর্যায়ে। রায় সামনে। এই অবস্থায় আদালত থেকে জামিন নিয়ে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন আলোচিত এ মামলার আসামিরা। সর্বশেষ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন বরখাস্ত হওয়া এসআই আকবর হোসেন। তিনিই মামলার প্রধান আসামি। আলোচিত এ হত্যাকাণ্ডের মূলহোতা। খবর আসে রোববার সন্ধ্যায় সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন) থেকে মুক্ত হয়েছেন এসআই আকবর। খবরের সত্যতা জানতে সোমবার ফোন করা হলে সিনিয়র জেল সুপার প্রশান্ত কুমার বণিক জানিয়েছেন- সাবেক এসআই আকবর হোসেন জামিন পেয়েছেন।

রোববার সন্ধ্যায় তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। এর আগে আদালতের জামিনের কাগজপত্র কারাগারে আসার পর সেগুলো যাচাই-বাছাই করা হয়। নিশ্চিত হওয়ার পর এসআই আকবরকে মুক্তি দেয়া হয়। সিনিয়র জেল সুপার জানান- রায়হান হত্যা মামলার আসামি আশেক এলাহী ছাড়া আর কোনো আসামি এখন তার কারাগারে নেই। যারা ছিলেন তারা জামিনে বেরিয়ে গেছেন। আইনজীবীরা জানিয়েছেন- রায়হান হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি ৬ জন। এর মধ্যে এসআই আকবরসহ বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক পুলিশ সদস্য এএসআই আশেক এলাহী, কনস্টেবল মো. হারুন অর রশিদ, টিটু চন্দ্র দাস, এসআই মো. হাসান উদ্দিন ঘটনার পর একে একে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন। এ মামলায় এসআই আকবরের আরেক সহযোগী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সংবাদকর্মী আবদুল্লাহ আল নোমান পলাতক রয়েছেন। বর্তমানে সে বিদেশে রয়েছে। চার্জশিটভুক্ত আসামিদের মধ্যে কারাগারে থাকা ৫ জনের মধ্যে চারজনই জামিনে বেরিয়ে গেছেন। তারা বিভিন্ন সময় উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে এসে বেরিয়ে যান। এদিকে- আলোচিত এ হত্যা মামলাটির দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছিলেন সিলেটের মানুষ। কিন্তু আসামিদের পক্ষ থেকে মামলার বিচারে কালক্ষেপণ করা হয়। বারবারই তারা মামলা নথি জামিনের নামে আদালত পরিবর্তন করে বিচারে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি করা হয় বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন। রায়হানের মা সালমা বেগম সোমবার সিলেটের আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের কাছে রীতিমতো বিলাপ করেন। তিনি অঝোরে কাঁদেন। বলেন- ‘মামলার সব সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। একদিন যুক্তি-তর্ক হয়েছে। যুক্তিতর্কের পরবর্তী তারিখও নির্ধারিত ছিল। এরই মধ্যে আসামিরা জামিনে বেরিয়ে গেল।’ তিনি বলেন- ‘বিগত সরকারের আমলে রায়হান হত্যার খুনিরা একজনও জামিন পায় নি। কিন্তু বর্তমান যে সরকার, এই সরকারের আমলে খুনিরা সব জামিন পায় কেমনে। আমি যখন এক সপ্তাহ আগে পিপি সাহেবের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই ৪ নম্বর, ৩ নম্বর আসামিরা জামিন পায় কেমনে। তখন আমারে পিপি সাহেব বলেছিলেন এরা জামিন পেতে পারে ৩ নম্বর, ৪ নম্বর আসামি। তবে ১ নম্বর আসামি কখনো জামিন পাবে না। ৩. ৪ নম্বর আসামি জামিন পাওয়ার পর এখন প্রধান যে আসামি, খুনি সে কেমনে জামিন পেলো কালকে।’

নির্বাচন নিয়ে যে শঙ্কা দেখছে

পরিকল্পিতভাবে নানা ইস্যু সামনে আনছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের আগে সংস্কার বাস্তবায়ন, জুলাই সনদ কার্যকর, পিআর (আনুপাতিক হার) পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবিসহ একের পর এক ইস্যু তৈরি করছেন তারা। বিএনপি’র নেতারা জানান, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠন জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচনের দাবি তুলছে। তারা বলছেন, সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাবও নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। পার্শ্ববর্তী একটি দেশও বাংলাদেশের নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে মনে করেন নেতারা। ওদিকে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপত্তি না থাকলেও দৃশ্যমান বিচার এবং সংস্কারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা বলেছে জামায়াত। অন্যদিকে জুলাই সনদ কার্যকর ও সংস্কার বাস্তবায়ন ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বলে জানিয়েছে এনসিপি। এসব কারণ নির্বাচন বিলম্ব করার ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে বিএনপি। এ ছাড়া পতিত আওয়ামী লীগ সরকার এবং তাদের দোসররাও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে বলেও মনে করছেন বিএনপি নেতারা। গত সোমবার এক বক্তৃতায় বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, দেশ যাতে গণতান্ত্রিক অবস্থায় ফিরিয়ে আসতে না পারে এবং মানুষের ভোটের অধিকার যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে- সেটাকে ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্র চলছে, ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

বিএনপি’র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, নির্বাচন মানেই জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দেবে। জনগণের ইচ্ছায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তারা সংসদে পাঠাবে। পিআর পদ্ধতি আগে কখনো ছিল না। জনগণ তাদের নিজের হাতে ভোট দেয়। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে। সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাবও করেছে। একইসঙ্গে গোপালগঞ্জে ঘটনাসহ বিভিন্ন ইস্যু সামনে এনে কেউ কেউ বলছেন যে, ভোটের পরিবেশ নেই। জনগণ মনে করে এগুলো নির্বাচন বিলম্ব ও বাতিল করার ষড়যন্ত্রের অংশ। পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারও ষড়যন্ত্র করতে পারে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রে কাজ হবে না। কারণ দেশের জনগণ নির্বাচনমুখী হয়ে গেছে।

বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, দেশে অনেক দল অনেক সময় নির্বাচন বয়কট করেছে তাদের দাবি অনুযায়ী। তবে পিআর-এর জন্য আগে কখনো খুব একটা আলোচনা হয়নি। হঠাৎ করে পিআর দলগুলো গ্রহণ করেছে। তারা করতে পারে। তবে তারা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিলে ভালো করতো। সেই রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে তারা যখন জয়লাভ করবে তখন পিআর প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ করে এই দাবি সামনে এনে নির্বাচন যদি ঠেকাতে চায়, সেটা তাদের জন্য, দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য এবং নির্বাচনের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং শিডিউল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু মনে হচ্ছে, এই নির্বাচনকে নিয়েও অনেকেই নানা ধরনের কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত আছে।

বিএনপি’র যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, নির্বাচন নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করছে, তারা জনগণ ও নির্বাচনকে ভয় পায়। আর পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। এতে কোনো লাভ হবে না। জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বৈরাচারকে প্রতিহত করবে।

ব্রিটেনে ইংলিশ চ্যানেল

দেশ ডেস্ক, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: ২০২৪ সালের জুলাই যুক্তরাজ্যে ক্ষমতাসীন হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কেইর স্টারমারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টির সরকার। তারপর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩ মাসে ইংলিশ চ্যানেল সাগর পথে দেশটিতে প্রবেশ করেছেন ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ। সর্বশেষ গত ১১ আগস্ট সোমবার আটটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ৪৭৪ জন প্রবেশ করেছেন যুক্তরাজ্যে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এ তথ্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অভিবানস বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজ জানিয়েছে, এটি একটি রেকর্ড। কারণ এর আগে কখনও এক বছরে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এত সংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশীর আগমণ দেখেনি ব্রিটেন। পার্লামেন্ট নির্বাচনে চনে পর ২০২৪ সালের ৪ জুলাই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন লেবার পার্টির শীর্ষ নেতা কেইর স্টারমার। সেই হিসেবে মাত্র ১৩ মাস বা ৪০২ দিন ধরে ক্ষমতায় আছে লেবার পার্টির সরকার। রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমনের প্রসঙ্গে স্কাই নিউজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ইংলিশ চ্যানেল পথে অভিবাসীদের আগমণ বন্ধে সরকারের ‘গুরুত্বপূর্ণ’ পরিকল্পনা আছে। তিনি বলেন, “আমরা সবাই চাই ছোটো ইঞ্জিন চালিত নৌকায় চেপে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন বন্ধ হোক। কারণ এটা জীবন আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তা-উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ। ইংলিশ চ্যানেল পথে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমনের ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করছে বেশ কিছু মানব পাচারকারী গ্যাং। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। এসব গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং মানব পাচারকারীদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে। আমাদের এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ২টি- ইংলিশ চ্যানেল রুটের সব মানব পাচারকারী গ্যাংগুলোকে আইনের আওতায় আনা এবং চ্যানেলে ইঞ্জিনচালিত ছোট নৌকার চলাচল বন্ধ করা। দুই লক্ষ্যই আমরা পূরণ করব, স্কাই নিউজকে বলেন ওই মুখপাত্র। বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির এমপি ক্রিস ফিলিপ বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, লেবার পার্টির সরকার অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন কনজারভেটিভ পার্টির সরকার।

প্রসঙ্গত, ইংলিশ চ্যানেল হলো পশ্চিম ইউরোপের একটি সংকীর্ণ সাগর, যা ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখ- অবস্থিত ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যকে পৃথক করেছে এবং উত্তর সাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ফ্রান্সে এই সাগর লা মঁশ নামে পরিচিত।

এই দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬২ কিলোমিটার এবং প্রস্থ অবস্থানভেদে সর্বোচ্চ ২৪০ কিলোমিটার থেকে সর্বনিম্ন ৩৪ কিলোমিটার। এটি ইউরোপীয় মহীসোপানের কাছাকাছি অবস্থিত অগভীর সাগরগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম; এর আয়তন প্রায় ৭৫ হাজার বর্গকিলোমিটার। সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 12 | Issue 24 | 15 - 21 August 2025

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

সিলেট জেলার ৬টি আসনের নির্বাচনী হালচাল

সম্ভাব্য প্রার্থী ৬০ জন শুধু বিএনপিরই ৩৬

সিলেট ডেস্ক, ১৫ আগস্ট, ২০২৫: ফেব্রুয়ারিতে রোজার আগেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। তবে এ বিষয়ে ঘোষণার আগেই সিলেটে বইতে শুরু করেছে নির্বাচনী হাওয়া। জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে গড়ে ১০ জন করে প্রার্থী মাঠে রয়েছেন। প্রবাসী রয়েছেন ১৭ জন।

রাজনৈতিক দল, সম্ভাব্য প্রার্থী, ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছয়টি আসনে এ যাবৎ সম্ভাব্য ৬০ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী তৎপর আছেন। শুধু বিএনপিদলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশীই ৩৬ জন। তাঁদের মধ্যে আছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের পাঁচ ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দুই উপদেষ্টা। তিন নারীও বিএনপির মনোনয়ন চান।

ছয় আসনে মাঠে ৬০ জন, বিএনপিরই ৩৬জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও খেলাফত মজলিস জেলার সব আসনেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সিলেট-১ আসন ছাড়া বাকি পাঁচ আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

এ ছাড়া জাতীয় নাগরিক পার্টি ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের দুজন করে এবং গণ অধিকার পরিষদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ন্যাপের -- ২৩ নং পৃষ্ঠা

সিলেটে রায়হান হত্যা মামলার প্রধান আসামির জামিন

মায়ের আহাজারি 'এটা কেমন বিচার'

সিলেট, ১৫ আগস্ট : ১০ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় সিলেটের কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে জামিনে বের হয় সাবেক এসআই আকবর। সে সিলেটের আলোচিত রায়হান হত্যা মামলার প্রধান আসামি। ৫ বছর ধরে কারান্তরীণ ছিল আকবর। হঠাৎ করে প্রধান আসামি জামিন পাওয়ায় সিলেটে ফের আলোচনায় এসেছে আলোচিত এ হত্যাকাণ্ড। আইনের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে আইনি লড়াইয়ে থাকা মা সালমা বেগম। কিন্তু প্রধান আসামির জামিনের খবর শুনে রোববার ছুটে আসেন আদালত প্রাঙ্গণে। করেন আহাজারি। সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরলেন তার মনের ব্যথা। বারবার বলছিলেন- 'এটা কেমন বিচার'। রায়হান খুনের ঘটনায় অনেক চোখ রাঙানির মুখে ছিলেন সালমা বেগম। ভয় পাননি। শেষ মুহূর্তে আসামিদের তরফ থেকে এসেছিলেন নানা প্রলোভন। সেখানেও টলেননি। ছেলে হত্যার বিচারের জন্য অবিচল থাকেন। এখন আসামিরা একে -- ২৩ নং পৃষ্ঠা

ব্রিটেনে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে প্রবেশে রেকর্ড

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

নির্বাচন নিয়ে যে শঙ্কা দেখছে বিএনপি

ঢাকা, ১৫ আগস্ট : জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেই ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনও। তারপরও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র দেখছে বিএনপি। দলটির শীর্ষ নেতারা জানিয়েছেন, নির্বাচন বানচালে অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। নির্বাচন পেছাতে -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সিলেটে বাসার জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারি দেয়াল করা টিনশেড ঘরসহ সাড়ে সাত শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই বাড়ি নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন

মাওলানা আবদুল মালিক চৌধুরী **07904 278050**

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd 53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk